উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

রংদার কোলাজ

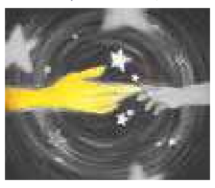

ঘুমচোখে আমরা যা দেখি তাই স্বপ্ন। জীবনের বাকি যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সবই বাস্তব। তবুও আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। সে সবের অনেক কিছু পূরণ হবে না জেনেও। এমনকি স্বপ্নভঙ্গ হলেও মন বাধা মানতে নারাজ। সব বাধা কেটে যাবে বলেই বিশ্বাসে ভর রাখি।

স্বপ্ন

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

আমি নই, আপনিই...

‘আমি নই, আপনিই ছিলেন যোগ্য দাবিদার’। নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে নাকি একথাই বলেছেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ট্রাম্পের এই দাবি ঘিরে শুরু চর্চা। ▸▸ ১১

ধর্ষণ ডাক্তারি পড়ুয়াকে

আরজি কর কাণ্ডের বছর ঘুরতেই দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভিনরাজ্যের পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ। রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড়। ▸▸ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	২৯°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২৩°	২০°

টেট নিয়ে আর্জি জানাবে রাজ্য

টেট উত্তীর্ণ না হলে কর্মরত শিক্ষকদের ফের পরীক্ষায় বসতে হবে বলে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে আর্জি জানানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য। ▸▸ ৫

২৫ আশ্বিন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 12 October 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 142

খাবারে টান, দিশেহারা হয়ে আক্রমণ বুনোদের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ অক্টোবর : পাহাড় থেকে তরাই-ডুয়ার্সে গত রবিবারের প্লাবনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বনসম্পদের। অগুনতি বন্যপ্রাণীর দেহ চাপা পড়েছে নদীতে ভেসে আসা বিপুল পরিমাণ পলির তলায়। বন্যপ্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারও তছনছ হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তরের প্রাথমিক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, গরুমারা ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগ মিলে প্রায় ৮৫ হেক্টর ঘাসজমি ও বনভূমি পুরোপুরি বিনষ্ট। একইভাবে ক্ষতি হয়েছে কার্সিয়াংয়ের বনাঞ্চলের। জঙ্গলের ভিতরে বন্যপ্রাণীদের চেনা জায়গাগুলি প্লাবনে আমূল বদলে যাওয়ায় এবং খাবারের ভাঁড়ারে টান পড়ায় বন্যপ্রাণীরা কিছুটা দিশেহারা হয়েই বেরিয়ে আসছে লোকালয়ে। তাতে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের

আশঙ্কাও বাড়ছে বুনোদের। আরও বিপদ বাড়াচ্ছে বন সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে দেওয়া ইলেক্ট্রিক ফেন্সিং।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার বক্তব্য, ‘লোকালয়ে চলে আসা প্রাণীদের ফেরানোতেই এখন আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। পলি সরতেই প্রচুর প্রাণীর মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে। লোকালয় থেকে অনেক প্রাণী উদ্ধার করা হয়েছে। এই উদ্ধারকাজ শেষ হলে আমরা এরপর বনসম্পদের কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হল, সেটা দেখব।’

শনিবার বিকেলে নাগরাকাটা হোপ চা বাগানে বনশুয়োরের হামলায় জখম হয়েছেন এক চা শ্রমিক। ফুলমতি ওরাওঁ নামে ২৬ বছর বয়সি ওই মহিলা এদিন বিকেলে ৬ নম্বর সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন। আচমকা একটি বনশুয়োর তাঁকে আক্রমণ করে। অন্য শ্রমিকরা চিৎকার জুড়ে দিলে বুনোটি পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। বন দপ্তরের খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, ‘চিকিৎসার দায়িত্ব আমরাই নিয়েছি।’

গয়েরকাটা চা বাগানে শুক্রবার হাতির হামলায় জখম চা শ্রমিক প্রদীপ কুজুর এদিন মারা যান।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নদীবাঁধেই জনবসতি

জবরদখলে আতঙ্কে মহিষকুচি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ অক্টোবর : ভরসার জায়গাকে কেন্দ্র করে আশঙ্কা সমানে বাড়ছে।

রায়ডাকের ভাঙন থেকে মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে রক্ষায় যে বাঁধ একসময় ছিল গ্রামবাসীর একমাত্র ভরসা, সেটি আজ কার্যত অরক্ষিত। প্রশাসনের নাকের ডগায় সেই বাঁধের উপরে একের পর এক অবৈধ দোকানপাট, খাটাল, এমনকি পাকা বসতবাড়িও গড়ে উঠেছে। ভারী যানবাহনের যাতায়াতে গ্রামরক্ষী এই বাঁধ দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। লাগাতার বৃষ্টিতে ভুটান থেকে নেমে আসা রায়ডাক নদীর ভয়ংকর রূপ দেখে মহিষকুচিবাসী রীতিমতো আতঙ্কে। সবকিছু চোখের সামনে দেখেও প্রশাসন নির্বিকার বলে অভিযোগ উঠেছে।

উদাসীন প্রশাসন

- মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে রক্ষায় গড়ে তোলা বাঁধে জোর জবরদখল
- অবৈধ দোকানপাট, খাটাল, এমনকি পাকা বসতবাড়িও গড়ে উঠেছে
- ভারী যানবাহনের যাতায়াতে এই বাঁধ দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে
- সবকিছু দেখেও প্রশাসন পুরোপুরিভাবে উদাসীন বলে অভিযোগ

বাঁধ দখল করে খড়ের গাদা, খাটাল।

মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুভশ্রী বর্মন বললেন, ‘বাঁধের ওপর অবৈধ নির্মাণ রুখতে আমরা মানুষের কাছে আবেদন জানাব। পাশাপাশি, সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।’ গোটা বিষয়টির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে বলে তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ আধিকারিক সৌরভ সেন জানিয়েছেন।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বুক চিরে উত্তর থেকে দক্ষিণে রায়ডাক বয়ে গিয়েছে। কয়েকশো বিঘা চাষের জমি ও বহু বসতবাড়ি ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। নদী ক্রমশ বসতিমুখী হওয়ায় ভাঙনের আশঙ্কা আরও বাড়ছে। যে বাঁধ গোটা পঞ্চায়েতকে রক্ষা করার কথা, সেই বাঁধেই এখন জবরদখলকারীদের দাপটে আশঙ্কার পারদ চড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিনই বাঁধের ওপর দিয়ে বালিবোঝাই ট্রাক, ট্র্যাক্টর ও ভারী যানবাহন ছুটে চলেছে। বাঁধের ওপর গজিয়ে ওঠা দোকান ও খাটালের খড়ের গাদায় ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে চলেছে। আর এসবের জেরে বাঁধটি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

১৯৬৮ সালের বিধ্বংসী বন্যার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় বক্সিরহাটের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত রক্ষায় এই বাঁধ নির্মাণের ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে বাম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বাঁধে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘা যতীন মোড় থেকে শুরু করে মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বাকলা পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটারজুড়ে থাকা এই বাঁধ বর্তমানে তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ দপ্তরের অধীন। কিন্তু বাস্তবে এর বড় অংশই অবৈধ নির্মাণের আওতায় চলে গিয়েছে।

স্থানীয় তরুণ রতন বর্মনের বক্তব্য, ‘আগের উঁচু বাঁধ এখন নেই। জবরদখল ও যানবাহন চলাচলে অনেকটাই নীচু হয়ে গিয়েছে। সেচ দপ্তর ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তারা সবই জানেন।’ তবুও গুরুত্বপূর্ণ বাঁধটি রক্ষণাবেক্ষণ কেন হয় না বলে তাঁর প্রশ্ন। বাসিন্দা প্রদীপ ভট্টাচার্যের কথায়, ‘১৯৬৮ সালে রায়ডাক নদী ঘেঁষা মহিষকুচিতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা ভুলে গেলে চলবে না। গ্রাম রক্ষাকারী বাঁধ সবসময় শক্তিশালী রাখা জরুরি।’ স্থানীয় প্রবীণ আবদুল সাত্তার বললেন, ‘রায়ডাকের জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচতে এই বাঁধ তৈরি হয়েছিল। এখন সেই বাঁধের ওপর দিয়ে প্রতিদিন যানবাহন চলছে। কিন্তু কেউ কোনও নজর দিচ্ছেন না।’

প্রশাসনের টনক কবে নড়বে? স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।

সোমবার পাহাড়ে ওঠার সম্ভাবনা

হিসেব কষে ফের উত্তরে মমতা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : সাতদিন আগেই তিনি উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন। তবে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি এলাকায় যাননি। তা নিয়েই রাজনীতির পারদ চড়ছে উত্তরবঙ্গে। এই অবস্থায় রবিবার দ্বিতীয় দফায় উত্তরবঙ্গে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিন ডুয়ার্সে প্রশাসনিক সভা করে পরের দিনই পাহাড়ে যাওয়ার কথা তাঁর। সেখানেও জেলা প্রশাসন এবং জিটিএ’র কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। আর মমতার সফরকে কেন্দ্র করেই নতুন করে রাজনীতির হিসেব কষা শুরু হয়েছে পাহাড় ও সমতলে। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা মনে করছেন, ২০২৬-এর বিধানসভার আগে দুর্যোগ-রাজনীতি থেকে বিজেপি যাতে ফায়দা তুলতে না পারে তাই এক সপ্তাহের ব্যবধানেই ফের উত্তরবঙ্গে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপি সূত্রের খবর, বিপর্যয়ে সাহায্য করতে ইতিমধ্যেই ডুয়ার্স ও পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে আরএসএস-এর বিশেষ দল। তাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির বাছাই করা প্রতিনিধিরাও। ত্রাণ পৌঁছানোর পাশাপাশি কায়দা করে সাধারণ মানুষকে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কথা বলছেন তাঁরা। ডুয়ার্সে আরএসএস-এর এক হাজারেরও বেশি কর্মী প্রত্যন্ত এলাকায় ঘাঁটি করে কাজ শুরু করেছেন। এক ডজনেরও বেশি এনজিও’র মাধ্যমে বকলমে পাহাড়ে কাজ শুরু করেছে বিজেপিও। সংঘের দুই প্রবীণ নেতা ত্রাণ বিলি এবং কৌশলী রাজনীতির বিষয়টি তদারকি করছেন। জেলা থেকে বাছাই করা যুব মোর্চার নেতাদের পাহাড়ে পাঠানো হচ্ছে। ফলে ২০২৬-এর আগে সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল। বিশেষ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা মারফত আরএসএস এবং বিজেপির কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রীর কানেও। তাই তড়িঘড়ি তিনি উত্তরবঙ্গে আসছেন।

২০২৪-এর ৩১ মার্চ ঝড়ে বিধ্বস্ত ময়নাগুড়িতে মাঝরাতেই পৌঁছে গিয়েছিলেন মমতা। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে রাতভর উদ্ধারকাজের তদারকি করেছিলেন। ১৯ মাসের ব্যবধানে ঘটা নয়া বিপর্যয়ে সেই চেনা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে কার্যত হতাশ উত্তরের বাসিন্দারা। দুর্যোগের পর ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন মমতা। তবে নাগরাকাটা ও দুধিয়ায় চেক বিলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর সফর। অন্যদিকে, দুর্যোগের পরের দিন থেকেই পাহাড় ও সমতলজুড়ে সক্রিয় হয়েছেন বিজেপি নেতারা।

মাটি কামড়ে এলাকায় পড়ে রয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এই পরিস্থিতিতে খগেন মুর্মু ও শংকর ঘোষের উপর হামলায় রাজনৈতিকভাবে বাড়তি সুবিধা পেয়েছে পদ্ম শিবির। কেন মুখ্যমন্ত্রী বিপর্যস্ত এলাকায় গেলেন না সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন বিরোধী নেতারা। সাধারণ মানুষের মধ্যেও একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি উত্তরবঙ্গে এই ইস্যুতে তাঁরা যে খানিকটা ব্যাকফুটে সেকথা ভালোই বুঝতে পেরেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দ্বিতীয় সফরে সেই ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টাই করবেন তিনি।

রাজ্য তৃণমূল নেতারা অবশ্য ড্যামেজ কন্ট্রোলের তত্ত্ব মানতে নারাজ। তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের কথা,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিতর্কিত সজল-ই ফের ব্লক সভাপতি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর : কোচবিহার-২ ব্লকের বিতর্কিত ব্লক সভাপতি সজল সরকারকেই ফের দায়িত্ব দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। শনিবার বিকেলে তৃণমূলের অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কোচবিহার-২ ব্লকের ৯ জনের কমিটি ঘোষণা করেন জেলা সভাপতি। তাতে দেখা যায়, সজল সরকারকেই ফের ব্লক সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের প্যাডে লেখা সজলকে ব্লকের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া জেলা সভাপতির সই করা চিঠিও ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতে জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

সজলের সঙ্গে জেলা সভাপতি অভিজিতের সম্পর্ক যে সাপে

নেউলে, জেলায় তা কারওই অজানা নয়। বারবার করে জেলা নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে অমান্য করেছেন সজল। এই অবস্থায় কয়েকদিন আগে দলের তরফে যখন জেলার সমস্ত ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন শুধুমাত্র কোচবিহার-২ ব্লকের সভাপতির নামের জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল, পরে ঘোষণা করা হবে। এমনকি শুক্রবারও জেলা সভাপতি কোচবিহার-২ ব্লকের অঞ্চল কমিটিগুলি নতুন করে ঘোষণা করেন। তাতে ছয়জন অঞ্চল সভাপতি পরিবর্তন করা হয়। এছাড়াও জেলা সভাপতি তাঁর ঘনিষ্ঠ দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর দে-কে কোচবিহার-২

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জেলে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

শরতের দুপুরে মাছ ধরার প্রস্তুতি জেলেদের। বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে। ছবি : মাজিদুর সরদার

তোর্ষা ফুঁসে উঠলে ভয়াবহ পরিণতি

প্রকৃতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বারবার তার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। গাছ কেটে ফেলা, নদীর ধারে অবৈধ নির্মাণ, চর ধরে বসতি গড়ে তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন- এভাবেই প্রকৃতির ওপর বারবার আঘাত হেনেছি আমরা। আর আজ প্রকৃতি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। চতুর্থ পর্ব

প্রকৃতির প্রতিশোধ

জয়গাঁ, ১১ অক্টোবর : একের পর এক রেস্তোরাঁ এবং কংক্রিটের বাসস্থান। জয়গাঁর তোর্ষার চর আটকে একের পর এক নির্মাণকাজ চলেছেই। জয়গাঁর দুটি এলাকায় তোর্ষা নদীর স্বাভাবিক গতিপথ আটকানো হচ্ছে কয়েক দশক ধরে। নদী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তোর্ষা পাহাড়ি নদী, ভুটান পাহাড় থেকে তার সৃষ্টি। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ফুঁসে ওঠে তোর্ষার জল। পাহাড়ি চঞ্চলা নদী তখন রূপ নেয় রুদ্রাণীর। এখনও সতর্ক না হলে আগামীতে ভয়াবহ বিপদ অনিবার্য।

তোর্ষা নদীর রুদ্ররূপ জানেন জয়গাঁর বাসিন্দারা। তাঁরা ভালো করেই জানেন, তিন-চারদিন ভুটান পাহাড়ে টানা বৃষ্টি হলেই তোর্ষা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কোনওদিন তোর্ষা রুদ্রমূর্তি ধরলে জয়গাঁর প্রায় অর্ধেকই ভেসে যাবে। এত কিছু জানার পরেও উদাসীন জয়গাঁর মানুষ, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের একাংশ। তোর্ষা নদীর পাড় তাঁদের কাছে বিনোদনের পণ্য হয়ে উঠেছে। জয়গাঁর বড় মেচিয়াবস্তি এখন শুধু জয়গাঁ নয়, দূরদূরান্তের বাসিন্দাদের আমোদপ্রমোদের স্থান। শনিবার বা রবিবার, অথবা কোনও ছুটির দিনে বড় মেচিয়াবস্তির রিসর্টগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। ভুটান পাহাড় আর নদীর অতুল সৌন্দর্যের টানে পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে এখানে গত দু’বছরে গজিয়ে উঠছে একের পর এক রেস্তোরাঁ। তিন বছর আগেও এই এলাকায় ছিল দুটি রেস্তোরাঁ। এখন এই এলাকা জয়গাঁর আমজনতার কাছে ‘রেস্তোরাঁ পাড়া’।

নদীপাড়ের জমির দামও আকাশছোঁয়া। একসময় যাঁরা নদীর ধারে চর এলাকা দখল করে ধান চাষ করতেন, তাঁরাই এখন কেউ রেস্তোরাঁ করেছেন, কেউ বা সাদা কাগজে লেখাপড়া করে জমি বিক্রি করেছেন। তাঁদেরই একজন জানালেন, ধানি জমি থাকার সময় বড়জোর ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা কাঠা দর পাওয়া যেত। এখন চরের জমি অনায়াসে ৮ লক্ষ টাকা কাঠা দর ওঠে। তাতেও জায়গা পাওয়া যায় না।

তোর্ষা নদীর পাশে এভাবেই তৈরি হয়েছে একাধিক রিসর্ট।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ফুটপাথে বসে ছোট খুকি শেখে অ, আ

মা সুস্মিতা দিনভর নিজের খেয়ালে থাকেন। তবুও মেয়ের শেখায় ছেদ পড়ে না। ওই যে কথায় বলে, ইচ্ছেশক্তির জোরে অজুহাতের পাহাড় ডিঙোনো যায় সহজে। বড় হয়ে ও মানুষের মতো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ অক্টোবর : রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক গাড়ি। মাঝেমধ্যে পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছেন পথচারীরা। তার যেন কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথা গুঁজে একমনে লিখে চলেছে খাতায়।

রোদ এসে পড়েছে গায়ে। সামনে নীল রঙের ব্যাগ। তাতে আবার ছোট্ট একটি টেডি বিয়ার ঝোলানো। তার ওপরেই রাখা খাতাটি। হাতে পেন্সিল। সাদা রঙা জামায় ফুলের ছাপ। বড় হাতের ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে ব্যস্ত সুনীতা ওরাওঁ।

মা মানসিক ভারসাম্যহীন। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন মেয়েকে নিয়ে। স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী দুজনের খাবারের বন্দোবস্ত করেন। যে বেলা ব্যবস্থা হয় না, সে বেলা খালি পেটে কাটে। রাত কাটে কোনও দোকান বা হাটশেডের নীচে। মা সুস্মিতা দিনভর নিজের খেয়ালে থাকেন। তবুও মেয়ের শেখায় ছেদ পড়ে না। ওই যে কথায় বলে, ইচ্ছেশক্তির জোরে অজুহাতের পাহাড় ডিঙোনো যায় সহজে। বড় হয়ে ও মানুষের মতো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

লাটাগুড়ি বাজারে বছর ছয়েকের মেয়েটিকে সকলেই

আলোকের ঝরনাধারা

চেনেন। স্নেহ করেন। স্থানীয় দিব্যেন্দু দেব যেমন বললেন, ‘মাঝেমধ্যে রাস্তার ধারে বই, খাতা নিয়ে পড়তে দেখা যায় সুনীতাকে। ভীষণ মিষ্টি মেয়ে। সবাই ডেকে খোঁজ নেয়। ও হাসিমুখে কথা বলে। আমরাও চাই, সুনীতা বড় হোক। প্রশাসন যদি সাহায্য করে, তাহলে ভালো হয়।’ কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা জানালেন, মেয়েটিকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা প্রশাসনের ভাবনায় রয়েছে। চেষ্টা চলছে, যেন ওর পড়াশোনা বন্ধ না হয়।

রাস্তাতেই পড়াশোনা। লাটাগুড়ি বাজারের কাছে।

জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ি থেকে নেওড়া নদী পেরিয়ে বড়দিঘি যাওয়ার পথে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া নদী চা বাগানে বাড়ি অনিল ওরাওঁয়ের। বাগানেরই শ্রমিক তিনি। আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল সুস্মিতার সঙ্গে। অভাব-অনটনকে সঙ্গী করে চলছিল সংসার। অনিলের দাবি, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কিছুদিন পরই ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন সুস্মিতা। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে যান লাটাগুড়ি বাজারে। তাঁর কথায়, ‘অনেকবার স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছি, কিন্তু কিছুদিন পর আবার ও লাটাগুড়ি ফিরে গিয়েছে। সন্তান জন্মের সময় জোর করে বাড়ি আনলেও প্রসবের কিছুদিন পরই বাড়ি ছাড়ে।’

- মেয়েকে ফেরাবেন না?

- আমি তো ফেরাতেই চাই। কিন্তু ওকে আনতে গেলে সুস্মিতা তেড়ে আসে। ঢিল ছোড়ে। ভয় লাগে যদি রাগের মাথায় অঘটন ঘটিয়ে বসে।

সুনীতা পড়তে চায়। লাজুক মুখে সে বলে, ‘আমি স্কুলে যাই। এখন তো ছুটি। খুললে আবার যাব। আমি অনেক পড়াশোনা করব।’

শিশুটির আগ্রহে সাড়া দিয়েছেন লাটাগুড়ি বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অফিশিয়ালি ভর্তি না হলেও সুনীতা নিয়মিত স্কুলে যায়। ক্লাসে বসে। বই, খাতা দিয়েছেন শিক্ষকরাই।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বড় কোনও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণ করতে হতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। অর্থনৈতিক কারণে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। সপ্তাহের শেষদিকে শারীরিক কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে।

বৃষ : বাইরের কোনও অপরিচিত ব্যক্তির উসকানিতে বাড়িতে অশান্তি। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে মানসিক শান্তি পাবেন। অপ্রিয় কথা এবং অহংকারীসুলভ আচরণের জন্য সমাজে সমালোচিত হবেন। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়।

মিথুন : প্রেমপ্রণয়ে জটিলতা কাটলেও সমস্যা একেবারেই মিটবে না। বেহিসেবি খরচে রাশ টানতে না পারলে চরম সংকটের মুখে পড়তে হতে পারে। বাইরের খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। হাড়ে আঘাতের সম্ভাবনা।

কর্কট : কর্মক্ষেত্রে খুব ভালো খবর পেতে চলেছেন। ব্যবসায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। শিল্পী, সাহিত্যিকরা বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন। সাংসারিক যে কোনও কাজে খুব মাথা ঠান্ডা রেখে চলুন। সামাজিক, ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণে মানসিক শান্তি মিলবে।

সিংহ : নিজের ভুলে বড় কোনও কাজ হাতছাড়া হতে পারে। কোনও আত্মীয়ের কূটকচালে সংসারে শান্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীদের পক্ষে সপ্তাহটি অনুকূল। আপনার মুখের মিষ্টতায় সমাজে বড় কোনও পদ পেতে পারেন। জমি কেনাবেচায় আইনি বাধা।

কন্যা : শত্রুপক্ষকে হালকাভাবে নিলে ভুল করবেন। সংকল্প স্থির রেখে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনও কাজে হাত দিলে সাফল্য নিশ্চিত। এ সপ্তাহে আর্থিক টানাপোড়েন থাকলেও চিন্তার কোনও কারণ নেই। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

তুলা : পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথাবার্তা বলুন। শারীরিক কারণে কোনও কাজ স্থগিত করতে হতে পারে। লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে ভালো চাকরির সুযোগ পাবেন। দাম্পত্য ক্ষেত্রে সন্দেহবাতিক না ছাড়লে সমস্যা বাড়বে।

বৃশ্চিক : মনের অস্থিরতার কারণে কর্মক্ষেত্রে কাজে ভুল হতে পারে। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বহুদিনের কোনও বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে মনে স্বস্তি পাবেন। বৃহস্পতিবার থেকে ব্যবসায় গতি বাড়বে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে।

ধনু : প্রভাবশালী কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার স্বীকৃতি পাবেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। জমি বা সম্পত্তিগত মামলায় জয়লাভের সম্ভাবনা। কোনও আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সংস্পর্শে মনে শান্তি পাবেন। এ সপ্তাহে উপার্জন ভালোই হবে।

মকর : উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মীর বদলির খবর পেতে পারেন। শরিকি সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা আরও বাড়বে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করাই ভালো। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা নিয়ে মানসিক অশান্তি। এ সপ্তাহের শেষদিকে ভালো খবর পাবেন।

কুম্ভ : স্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধির কারণে পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। সংসারে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ব্যবসায় বাবার পরামর্শে উপকৃত হবেন। ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণে সাফল্য ও কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

মীন : কোনও বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় অচলাবস্থা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব বাড়বে। বিদেশি কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা দুর্বল হবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২০ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২৫ আহিন, সংবৎ ৬ কার্তিক বদি, ১৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৬, অঃ ৫।১২। রবিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৭।৪৮। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৭।৪৪। বরীয়ানযোগ সন্ধ্যা ৫।৩৬। গরকরণ দিবা ৮।৫৫ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।৪৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৮।২৯ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণে মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৭।৪৪ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৭।৪৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।৪৮ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি- ৯।৫৭ গতে ১২।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি- ১২।৫৭ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৭।৪৪ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৭।৪৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব চক্ষু দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩২ গতে ৮।৪৫ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ২।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৪ গতে ৪।৯ মধ্যে।

আক্রান্ত হয়েও ফের নাগরাকাটায় শংকর

নাগরাকাটা, ১১ অক্টোবর : হামলার ঘটনার পর ফের নাগরাকাটায় এলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। শনিবার তিনি বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগানের জন্য ত্রাণ নিয়ে আসেন। তা তুলে দেন ওই বাগানের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ও দলের চা শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের হাতে। এর আগে গত সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি বামনডাঙ্গা-টন্ডু পরিদর্শনে এসেছিলেন। সেদিনই দলের মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শংকরের ওপর হামলা হয়েছিল।

পুলিশ এপর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও পুলিশের কাজে তাঁদের আস্থা নেই জানিয়ে সম্প্রতি ওই ঘটনার সিবিআই ও এনআইএ তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন বিজেপি নেতা বাপি গোস্বামী। এদিন নাগরাকাটায় পৌঁছে রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করতে ছাড়েননি শংকর। তিনি বলেন, সেদিন আমাদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা হয়েছিল। রাজ্যটাকে দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। ত্রাণ যাতে না পৌঁছায়, সেই চেষ্টা তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা করছে। তবে মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে। এদিন শংকরের সঙ্গে নাগরাকাটায় ছিলেন দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা প্রমুখ।

পাত্র চাই

■ নমশূদ্র, 25, M.A. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, B.Ed. জলপাইগুড়ি সরকারি কলেজ। বাবা চা-বাগানে কর্মরত, মা সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 9647748106. (S/C)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, ইতিহাসে এমএ, 4'-6"/32, নিজস্ব অ্যাবাকাস অ্যাকাডেমি আছে, কোচবিহার নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। মোঃ নং-9474471633. (C/118129)

■ বারুজীবী, সেন, মিথুন, দেব, 28/5'-1", M.Sc. (Math), B.Ed., অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পিতা-মাতার Post Office (GDS)-এ চাকরিরতা কন্যার জন্য বারুজীবী/কায়স্থ, শিক্ষিত সঃ চাকরিরত পাত্র কাম্য। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9733238609. (C/117090)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/117089)

■ M.A., ইনফরমেশন টেকনলজিতে ডিপ্লোমা, 5'-4", 1980-তে জন্ম, ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুচাকুরে 50-52 মধ্যে অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/117092)

■ পাত্রী B.A. Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 6295933518. (C/117503)

■ পাত্রী কুলীন কায়স্থ, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, 33/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., কলেজে স্থায়ী অধ্যাপিকা (SACT-2) চাকরি বদলিযোগ্য নয়। বাবা CA, মা অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষিকা। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তানের জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই ৩৬ থেকে ৩৭ বছর বয়সের মধ্যে। কোনও জাতিভেদ প্রথা নেই, তবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : Mob. & WhatsApp : 9635903276. (C/118493)

■ সরকার, M.A. পাশ, 30/5'-2", শ্যামবর্ণা, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9002518594. (C/118485)

■ পাত্রী বৈদ্য, 34+/5'-3", Fair Complexion, B.A., D.El.Ed., একমাত্র কন্যা, O+, Nullified (No Conjugal Life), স্বঃ/অঃ সঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। 9155352666. (C/113596)

■ কোচবিহার নিবাসী, সাহা, একমাত্র কন্যা, M.Sc. (Math), B.Ed., ২৮+/৫'-১", পিতা পেনশনার, মাতা প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। M.No. 9474813976. (C/118488)

■ পাত্রী কায়স্থ, 30/5'-4", শিলিগুড়িতে রেলে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ কঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/118499)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, 25 বঃ/5'-3", M.A. Education, Hon., TET Pass 2022, মা, বাবা, ১ ভাই। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mo. 9932451666. (C/118604)

■ কায়স্থ, ২৩/৫', M.A., ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। Mob. No. 6294808317, কোচবিহার। (C/118134)

■ জলপাইগুড়িতে কর্মরতা প্রাথমিক শিক্ষিকা, 35/5'-3", কায়স্থ, M.A., B.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8250470063. (C/118528)

■ কর্মকার, জেনারেল কাস্ট চলবে, 26+, দেবগণ, MBA পাশ, ফর্সা, লম্বা 5 ফিট 3", সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। চাকরি/ব্যবসা চলবে। (M) 8637508416. (C/113597)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 36+/5'-1", শিক্ষিতা, Mumbai কর্মরতা, ফর্সা, এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9883809189. (C/118608)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-2", নরগণ, M.A. পাশ, ফর্সা পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। Mob : 9932919795, কোচবিহার। (C/118137)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, সুশ্রী, 29+/5'-4", M.Sc., B.Ed., Wireless Operator (WBP), সুচাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8101793443, 7679808531. (C/118135)

■ বারুজীবী, 28/5'-2", M.A. Geography (Ho.), B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9434412823 (ফোন 8-11 P.M.). (B/S)

■ পাত্রী ঘোষ, B.Tech., 31/5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিরত অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 7908768902 (11 A.M. - 8 P.M.). (C/118431)

■ সুবর্ণ বণিক, Gen., ২৯+/৫'-১", B.Tech., দেবারিগণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, পিতা অবঃ ব্যাংককর্মী, মধ্যবিত্ত পরিবার, উঃ দিনাজপুর নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী/ব্যাংককর্মী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ৩০-৩৪ বয়সের মধ্যে নেশাহীন, সৎ, মানবিকগুণসম্পন্ন Gen. সুপাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ : 9434458781 (সন্ধে ৬টা-৮টার মধ্যে)। (C/118498)

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, জেনারেল, 33/4'-11", B.Sc.(H), B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832483492 96 P.M. to 10 P.M.). (C/118614)

■ উঃ দিনাজপুর নিবাসী, পিতা সরকারি কর্মচারী, বণিক, দত্ত, 27/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, সুদর্শনা, গ্র্যাজুয়েট, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা। যোগ্য পাত্র চাই (সরকারি অফিসার অগ্রগণ্য)। 9932764185. (C/118619)

■ 29, প্রকৃত সুন্দরী, ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে কর্মরতা, পিতা সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ফোন-6296019989. (K)

■ Age 40, ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6289645809. (K)

■ বয়স 51, বিধবা, নিঃসন্তান, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ বালুরঘাট, কায়স্থ, 32/5'-2", B.Sc.(H), B.Ed., উজ্জ্বলবর্ণ, পিতা (অবসরপ্রাপ্ত), মাতা সরকারি চাকুরে, বালুরঘাট নিকটস্থ পাত্র অগ্রগণ্য। 9464650220. (C/118621)

■ কায়স্থ, 25/5'-1", দেবারি, কাশ্যপ, B.Sc., MBA, Mumbai-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য Mumbai-এ কর্মরত, অনূর্ধ্ব 30 পাত্র চাই। 8116237434. (C/117095)

■ পাত্রী কায়স্থ, গোত্র-গৌতম, দেবগণ, 31/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, M.Sc. (Zoo.), B.Ed., Kol. Central গভঃ চাকরিরতা, একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, গভঃ চাকরিজীবী সুযোগ্য পাত্র কাম্য। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পাত্র/উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। মোঃ 9434191455, 9434256464. (D/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed. পাশ এবং একটি প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা ও গানে বিশারদ। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/118337)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Com., B.Ed. পাশ, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/118337)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech. পাশ করে গভঃ ব্যাংকে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/118337)

■ জন্ম ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী। পাত্রী বর্তমানে একটি প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/118337)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৯+, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/118337)

পাত্র চাই

■ বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৫+, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/118337)

■ ২৭ বছর, ফর্সা, সুশ্রী, উচ্চতা 5'-3", M.A., B.Ed., শিক্ষিকা, প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। পিতা সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। যোগাযোগ করুন : 080-69103058. (C/118337)

■ সাহা, 23, পরমা সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/118338)

■ Divorce, 34/5'-3", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য Divorce/অবিবাহিত পাত্র কাম্য। 9635026555. (C/118338)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 26, Govt. কন্ট্রাকচুয়াল চাকরি করে, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ভালো পাত্র চাই। 9836935367. (C/118338)

■ EB, 24/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য নেশাহীন পাত্র চাই। 9432076030. (C/118338)

■ SC, 22/5'-3", B.Sc., সুন্দরী, বাড়িতে Tuition পড়ায়, বাবা Retd. ব্যাংককর্মী, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7407777995. (C/118338)

পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, সাহা। 27/5'-1", M.Sc., গ্রামীণ ব্যাংকে অফিসার। একমাত্র কন্যা। পিতা ও মাতা রিটায়ার্ড। রাষ্ট্রীয়/গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার এবং উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। বয়স অনূর্ধ্ব 34, Caste no bar. ম্যাট্রিমনি/ঘটক নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ-সন্ধে 7.30-9.30, Mob : 8906530642. (C/118516)

■ কায়স্থ, 36+/5'-3½", M.A., D.El.Ed. পাশ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 6294411077. (C/118528)

■ ব্রাহ্মণ, ২৮ বছর, উচ্চতা ৫', সুশ্রী, ফর্সা। M.A., B.Ed., মালদা নিবাসী। বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা। একমাত্র সন্তান। পিতা-মাতা উভয়ে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- হোয়াটসঅ্যাপ/দূরভাষ- ৯৪৩৩৪৩৬৯৩৬. (K)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.A., B.Ed., 5'-3", ফর্সা, সুদর্শনা, জন্মসন 1990, দেবারিগণ পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ-8918850806. (C/118343)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, কাশ্যপ, তুলা, দেবারি, 41+, MCA, অবিবাহিতা, শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9475744349. (C/118522)

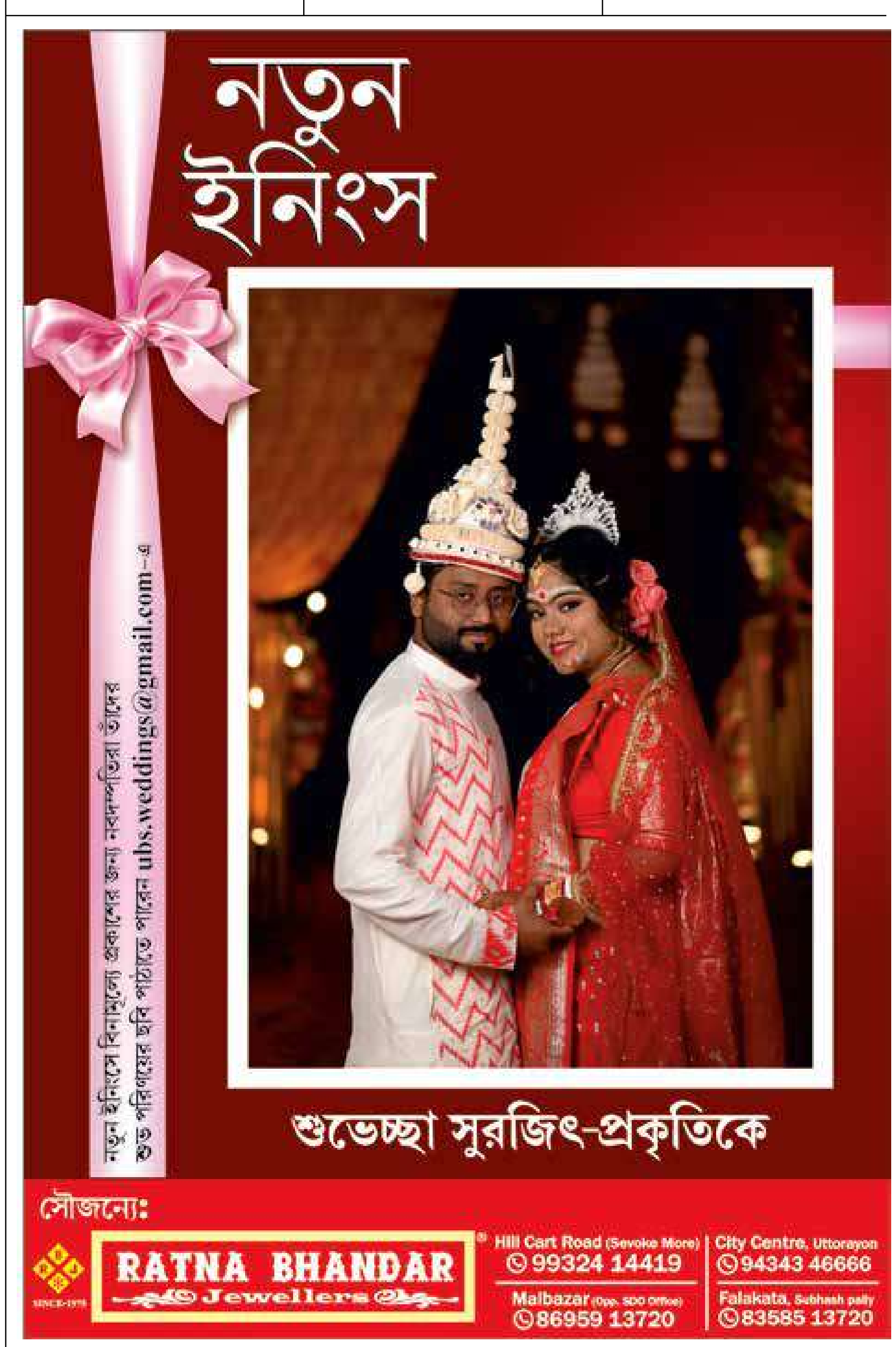

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118337)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech. পাশ ও MNC-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118337)

■ কায়স্থ, 30/5'-3", Ph.D., দেবারি, ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9475444699, ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (C/118340)

■ নমঃ, ৩১+/৫'-১", সরকার, B.Tech., Vocational শিক্ষক (H.S.), পিতা Ret. ব্যাংক ম্যানেজারের কন্যা, জলপাইগুড়ি নিবাসী, চাকরিজীবী, ৩৭ বছরের মধ্যে জলঃ/শিলিগুড়ি নিকটের মধ্যে স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্র চাই। 9832543491. (C/118512)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 30+/5'-5", কায়স্থ, B.Tech.+MBA, বাগডোগরায় MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (অভিভাবক মাত্রেই যোগাযোগ করিবেন)। (M) 9434012555. (C/113594)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33, M.A., 5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি (একদিনের দাম্পত্য জীবন), একমাত্র পুত্রের ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। ডিভোর্সি চলিবে। (M) 8918034185. (S/C)

■ কায়স্থ, 38/5'-6", Mechanical Engineer, Bluestar-এ অফিসার পদে কর্মরত। সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9073731363, কোচবিহার। (C/118131)

■ কায়স্থ দে, 40/5'-4", H.S., নিজস্ব চাষযোগ্য জমি, বাড়ি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সাংসারিক, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8250058809 (5 P.M. to 11 P.M.). (C/117091)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৩, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/118601)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 30/5'-4", জিও অনার্স, প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত, এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 6296408936. (C/118495)

■ Siliguri, 29yrs, Saha (EB), BBA. Established businessman looking for a suitable bride. 9609053552. (C/118480)

■ ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক (গভঃ)। সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্বা 30, অদেবারি, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। শিলিঃ, জলঃ অগ্রগণ্য। 9434233659. (C/118497)

■ পাত্র বিটেক, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতায় কর্মরত, ২৮/৫'-৬", চাকরিরতা অথবা চাকরিমনস্কা, রাজবংশী, সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ-7003465375, 9474516795. (C/113595)

■ ব্রাহ্মণ, 32, স্নাতক, 5'-8", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9749521071. (S/C)

■ জেনারেল, 33/5'-9", SBI-তে স্থায়ী পদে কর্মরত সুপাত্রের জন্য ঘরোয়া, চাকরি করতে অনিচ্ছুক, সুন্দরী, ফর্সা, জেনারেল পাত্রী কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9641250953. (S/C)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, সুদর্শন, অবিবাহিত, 42/5'-5", B.Tech., Central Govt. Engineer. সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। দেবারিগণ চলবে না। (M) 7364017921. (C/118489)

■ কোচবিহার নিবাসী, ডিভোর্সি, কায়স্থ, চাকরিজীবী, B.A. Hons., 45+/5'-4" পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9933992593. (C/118132)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬+, কায়স্থ, M.A., B.Ed., প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত, নিজ বাড়ি, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9735073420. (C/118477)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S., প্রঃ ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ/বৈদ্য, H.S./B.A. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ দাশগুপ্ত, ৩৩ বছর, ৬ ফিট, নামী কর্পোরেটে কাজ করে, ২৮ বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 7908445055. (C/118603)

■ 33/5'-5", MBA, কায়স্থ, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। 8597519854. (B/S)

■ 37/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, M.Com., MBA, Gen. Caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মধ্যে চাই। (M) 8250618470. (K)

■ SC, দাস, 37/5'-1", H.S. Pass, রাজ্য সরকারি কর্মী, কোচবিহারের মধ্যে ঘরোয়া, সংসারী, B.A./H.S. পাশ, বয়স 25-32 মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 7363089089. (C/118133)

■ পাত্র কর্মকার, 33/5'-10", B.Tech., Associate Project Manager, কলকাতায় MNC-তে কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিলিগুড়ি/উত্তরবঙ্গস্থ শিক্ষিতা, সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9333614139. (C/118332)

■ কায়স্থ, 37/5'-6", B.A., বাঃ আয় 4 লাখ। শিলিগুড়ি পার্শ্ববর্তী, মধ্যবিত্ত, স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9064587607. (C/118606)

■ বয়স 28, দাবিহীন, IT ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। ফোন-7384878500. (C/117093)

■ কায়স্থ, ঘোষ, 36/5'-11", M.Sc., স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 30, ফর্সা, সুন্দরী, General Caste পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলা অগ্রগণ্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। Contact No. 9232318298, 8918358818 (WhatsApp only). (C/118607)

■ ৪০ বছর বয়সি, ৫'-৬" উচ্চতার, স্নাতক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী কাম্য। পাত্রের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। অবিবাহিত বা ডিভোর্সি, সন্তানসম্ভাবনাহীন, সহজ-সরল, স্নেহশীলা, প্রকৃত সংসারী পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি সংস্থার যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9593105337, 6294657597. (S/N)

■ EB, কায়স্থ, দিল্লি, 40/5'-8", Mass Com. Asst. Editor Hindustan Times, 35 মধ্যে, শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা, দিল্লি থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। 7827501579, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 30+/5'-5", সুদর্শন, Electrical Engineer (Research Scholar From IIT), একমাত্র সন্তান। মাতা সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত শিক্ষিতা (বিজ্ঞান বিভাগ), সুন্দরী, অনূর্ধ্ব 26 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে অসবর্ণ বিবেচ্য। (M) 7063868933. (S/M)

■ কায়স্থ, দাস, M.Sc. (Phy.), B.Ed., 33+, Pvt. স্কুলে কর্মরত, 5'-11", দাবিহীন পাত্রের যোগ্য পাত্রী কাম্য। শুধু অভিভাবক ফোন করুন। (M) 9883017048. (S/C)

■ সরকারি সংস্থার কর্মী, 38, মা পেনশনার, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 7501400218. (S/C)

■ কায়স্থ, ৩২/৫'-৫", এরিয়া ম্যানেজার, ফার্মা কোং, পিতা পেনশনার, মা হাইস্কুলের ক্লার্ক, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7384386399. (C/118519)

পাত্রী চাই

■ বণিক, 5'-3", প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি, ফর্সা, শিক্ষিত, ঘরোয়া পাত্রী চাই 25-26 মধ্যে। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9733245782. (B/B)

■ পাত্র-ঘোষ, 32 বৎসর, উচ্চতা 5'-11", ফর্সা, বিটেক, MBA পাশ, হায়দরাবাদে (MNC) কর্মরত। বাড়ি হইতে ডিউটি। স্বর্ণ, ফর্সা, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের গ্র্যাজুয়েট/উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 9679489540. (M/M)

■ জেনারেল কাস্ট, ২৯/৫'-৭", মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ITI(PTP) প্রিন্সিপাল, উত্তরবঙ্গে কর্মরত মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৬, জেনারেল কাস্ট, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। (M) 9564751650, 9733163686. (C/118611)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স 26, উচ্চতা 5'-4", B.A. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি (তিনতলা) একমাত্র পুত্র। সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 8944882488. (S/N)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, 36/5'-7", একমাত্র পুত্র, B.Tech., বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ার। 30 বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8768394547, 9474905419. (C/118612)

■ 28 years old, B.Tech. & Masters, employed with reputed MNC looking for a career-oriented, well-educated bride from a respectable family, preferably working outside West Bengal, caste no bar, only parents may contact directly at Mobile No. 8927427209. (C/118613)

■ কায়স্থ, দাস, সরকারি কর্মরত, বয়স ৩৫, মিউচুয়াল ডিভোর্স, ১১ বছরের পুত্রসন্তান আছে। যে কোনও বর্ণের পাত্রী চাই। (M) 7864921768. (C/118618)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 38/5'-9", রাজ্য সরকারের গ্রুপ-B কর্মী। শিক্ষিতা (মাস্টার্স/B.Sc.), কমপক্ষে 5'-3", সুন্দরী, স্লিম, শান্তস্বভাবের অনূর্ধ্ব 34, জলপাইগুড়ি নিবাসী/জলপাইগুড়ি সংলগ্ন, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (ঘটক বাদে)। ফোন : 7583976634 (2 P.M. - 5 P.M. বাদ)। (C/118620)

■ ব্রাহ্মণ, 5'-10"/29yrs., M.Tech. Engg., কলকাতায় MNC কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, দেবগণ পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিতা/কর্মরতা, ব্রাহ্মণ, দেবগণ/নরগণ পাত্রী কাম্য। Ph : 9832323004. (C/118622)

■ ব্রাহ্মণ, স্নাতকোত্তর, 38/5'-7", পিতা-মাতা প্রয়াত, কেঃ প্রঃ সঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোচবিহার নিবাসী। ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, 28-34 মধ্যে শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 6294303804. (C/118436)

■ 36/5'-8", রেল-এ গ্রুপ C-তে কর্মরত, নেশাহীন পাত্রের ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ডিভোর্সি, চাকরিরতা চলিবে। মোঃ 9339977655.

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/118337)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, Ph.D. পাশ ও সরকারি কলেজের অধ্যাপক। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118337)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Sc. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা হাইস্কুল টিচার। এইরূপ দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/118337)

■ জন্ম ১৯৯০, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/118337)

■ B.Tech. 33/5'-5", ব্যবসায়ী, মাসিক আয় 20,000/-, পাত্রের জন্য ফর্সা, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 28, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 8207093110. (C/118529)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮+, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি। পাত্র রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/118337)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, বয়স ৪৫+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত, মাতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/118337)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/118337)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭, M.Tech. করে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/118337)

■ পাত্র ৩২, M.Tech., 5'-8", বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69103049. (C/118337)

■ 34 বছর বয়সি, উচ্চতা 5'-11", জেনারেল সম্প্রদায়ের, Ph.D, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুপাত্রের জন্য শিক্ষিতা, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 080-69074909. (C/118337)

■ কায়স্থ, 30, MBA, 5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং পুত্র IOCL কনট্রাক্টর। একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী ও সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 080-69144024. (C/118337)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র, 35/5'-11", পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001489783. (C/118338)

■ কুলীন কায়স্থ, 33/5'-10", Divorce সরকারি উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য Divorcee/অবিবাহিত পাত্রী কাম্য। 9635575795. (C/118338)

■ 33/5'-8", M.Tech., Govt. উচ্চপদে কর্মরত গ্রেড-1 অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9679462915. (C/118338)

■ জেনারেল, 32/5'-8", M.Sc., MBA, WB Govt. ট্যুরিজম অফিসার পাত্রের জন্য ঘরোয়া বা চাকরিরতা পাত্রী চাই। 9734488968. (C/118338)

■ পাত্র-রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 29yrs, 5'-7", দেবগণ, কর্কট রাশি, Advocate, শিলিগুড়ি নিবাসী। সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করিবেন। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9083956336. (C/118340)

■ কায়স্থ, 30/5'-9", B.Com., শিলিগুড়িতে প্রোমোটার ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, যৌথপরিবারের শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 6296239011, 9832422180. (C/118340)

■ কায়স্থ, 35/6', নর, মীন, MBA, ITC কর্মরত, জলপাইগুড়ি। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7602028944, 6295942749. (C/117454)

■ জলঃ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৮/৫'-৬", B.Tech. MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য MNC-তে কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8240202529. (C/118524)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 30+/5'-6", কায়স্থ, B.Tech., কোলকাতায় ভালো কোং-তে কর্মরত, শিক্ষিতা, নম্র স্বভাবের অনূর্ধ্ব 28, উঃ বঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 6297628030. (C/118526)

■ 31/5'-7", M.Sc., গ্রামীণ Bank-এর ম্যানেজার, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9593704442. (C/118338)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/118340)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/118317)

থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী, সাজছে মালঙ্গি বনবাংলো

হাসিমারা, ১১ অক্টোবর : বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবার ফের উত্তরবঙ্গে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার দুপুরে বিশেষ বিমানে হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। তার আগে রবিবার রাতে মালঙ্গি বনবাংলোতে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই বনবাংলোটিতে 'ভিউকাট' মডেলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুক্রবার প্রশাসনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত হতেই সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বনবাংলোটি। ওইদিনই জেলা পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা বনবাংলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন। এদিকে শনিবারও প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ করা যায়। দিনভর বিদ্যুৎ, পূর্ত, বন দপ্তর সহ অন্য দপ্তরের আধিকারিকরা মালঙ্গি বনবাংলোর কাজের তদারকি করেন।

সোমবার নীলপাড়া রেঞ্জের অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই নীলপাড়া রেঞ্জ চত্বরও সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও জোরদার করা হচ্ছে। শনিবার দুপুরে মালঙ্গি বনবাংলোতে গিয়ে দেখা গেল প্রায় ২০০ শ্রমিক সম্পূর্ণ বনবাংলো পরিষ্কারের কাজ করছেন। ছেঁটে ফেলা হচ্ছে বাংলো সংলগ্ন লনের ঘাস। সম্পূর্ণ বাংলো চত্বর উঁচু টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। 'ভিউকাট' মডেলে সেখানে নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে পথে হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে মালঙ্গি বনবাংলোতে পৌঁছাবেন সেই রাস্তার ধারে বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। সেখানে কাপড় লাগানো হতে পারে বলে খবর। একইভাবে নীলপাড়া রেঞ্জের প্রবেশপথেও কাজ চলছে। তার একটু আগেই সুভাষিণী চা বাগান। তোর্ষা নদীর বাঁধ ভেঙে বাগানের নদী লাইন প্লাবিত হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী সুভাষিণী চা বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যেতে পারেন।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বাগানে যাবেন কি না, তা প্রশাসনের তরফে এখনও জানানো হয়নি।'

কাব্য, ক্ষুদ্র পত্রিকা মোটেও মৃত নয়

সোচ্চার জলপাইগুড়ির সাহিত্য উৎসব

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : কবিতা কি সত্যিই মৃতপ্রায় শিল্প! যদি তাই হয়ে থাকে তবে দর্শকাসনে এত লোক কেন? যদি বইয়ের বিক্রিই না থাকে তবে যত্ন করে অক্ষর সাজানোরই বা কী প্রয়োজন। এই বিষয়ে আলোচনাচক্রে আলিপুরদুয়ারের মধুমিতা চক্রবর্তীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত 'হাজারো কবিতার ভূমিকা' নিয়ে তর্ক মন ছুঁয়ে যায় সকলের।

তিস্তা সাহিত্য উৎসবে আলোচনা সভা। শনিবার। ছবি : মানসী দেব সরকার

তিস্তা সাহিত্য উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তর্ক-বিতর্ক, আলোচনায় দর্শকাসনে বসে হাততালি দিতে দেখা যায় আট থেকে আশি সকলকে। শুধু সাহিত্য অনুরাগী নয়, হাতে চপ, চা কিংবা কফি নিয়ে চেয়ারে বসে ছিলেন অনেকেই। সবাই হয়তো বিশিষ্টজন নন, কিন্তু সাধারণের মধ্যেও যে সাহিত্য প্রেম রয়েছে তার প্রমাণ মিলল তিস্তা উৎসবের অনুষ্ঠানে। সংস্কৃতিমনস্ক এই প্রান্তিক শহরে শনিবার তিনটি মঞ্চে কবিতা পাঠ করেন মালদা থেকে আলিপুরদুয়ারের প্রায় ১০০ জন কবি। তবে কবিতা পাঠের পর দর্শক বা শ্রোতাদের হাততালির আগ্রহ ভাবতে বাধ্য করে। 'কবিতা কি সত্যিই মৃতপ্রায় শিল্প!' যা নিয়ে বললেন পঙ্কজ ঘোষ, অনুপ ঘোষালরা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নির্দেশ দিয়ে সহজেই চার লাইন লিখিয়ে নেওয়া যায়। তাই না? 'এআই সাহিত্য : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সংক্রান্ত প্যানেলে তর্কে-বিতর্কে জমজমাট হয়ে থাকল সৃজিতা সাহা, পুরুষোত্তম সিংহের গর্জনে। এসবের মাঝে ৭০০ পাতার তিস্তাগুড়ি সাহিত্য পত্রিকা এবং তাতে শহরের উদীয়মান কবি-লেখকদের সৃষ্টি এবং তার প্রকাশ তাক লাগিয়ে দেয়। অন্যদিকে, গৌতম গুহ রায়ের সম্পাদনায় 'তিস্তা ভূমির কথয়াল' বইতে জেলা শহর জলপাইগুড়ির কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য, জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা যে জলপাইগুড়ির মুকুটে এক অনবদ্য পালক সেটা অস্বীকার করবার জায়গা নেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীনেশ রায়, অসীম রায় কিংবা সমরেশ মজুমদার, কার্তিক লাহিড়ি এই অনবদ্য লেখকদের চোখে জলপাইগুড়ির ৭০ বছরের বর্ণনা এই বইতে সাহিত্যপ্রেমীদের মন জয় করবে।

একইসঙ্গে এদিন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক নলিনী বেরা, শুভঙ্কর গুহ, মাহরুফ হোসেন, শামিম আহমেদদের হাতে উত্তরবঙ্গের তরুণ কবি-লেখকদের ১০টি বই প্রকাশিত হয়। স্মৃতির হাত ধরে কীভাবে গল্প জন্মায় এবং সেই গল্প কীভাবে নিজের বাঁক বদলে ফেলে সময়ের ঘষামাজায় সেই বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেন বিপুল দাস, শুভাশিস ঘোষরা।

তিস্তা সাহিত্য উৎসবের আহ্বায়ক কমিটির তরফে সৌরভ মজুমদার জানান, যখন অনুবাদ সাহিত্যে বাংলা ভাষা কেন পিছিয়ে, বিশ্বসাহিত্যে বাংলা কথাসাহিত্যের স্থান নিয়ে বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য রাখছেন, ঠিক তখনই মাঠজুড়ে আকাশ ছুঁয়ে ফেলছে তরুণদের স্বপ্ন, তাঁদের কণ্ঠস্বর, তাঁদের যাপন-শব্দের মায়ায়। তাঁর কথায়, 'হয়তো এই দৃশ্যের ভিতরেই যথার্থ কবিতা জন্ম নেয়। কিংবা শিল্পীর তুলিতে জমা হয় রঙিন সব আলো।'

সাহিত্য উৎসব কমিটির সদস্য শঙ্খ মিত্র জানান, কীভাবে জল শহর ঋদ্ধ হল বিশেষ অতিথি হিসেবে শুভঙ্কর গুহ, শামিম আহমেদদের উপস্থিতিতে। তাঁদের হাত দিয়েই ন'টি নতুন বইয়েরও উদ্বোধন হয়। যার মধ্যে রয়েছে তিস্তাগুড়ির সম্পাদক সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তীর 'নিঘাত নিনাদ', মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের 'ভেজা রোদের বিকেল'। লিটল ম্যাগাজিনের প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের জোরালো তর্ক-বিতর্কে প্রশংসা কুড়োলেন রিমি দে, শুভ্রদীপ রায়রা। তিস্তাগুড়ি পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সুপর্ণা সরকারের কথা, সমন্বয়ে লিঙ্গবৈষম্যমুক্ত সাহিত্যের পরিসর নিয়ে শাহিন ফিরদৌসি, শুভশ্রী দাশ, তিতীর্ষা জোয়ারদারদের আলোচনায় উঠে এল 'পোস্ট মডার্ন জেন্ডার ফ্লুইডিটি', তৃতীয় লিঙ্গ সহ অর্ধনারীশ্বরের মতো বিবিধ বিষয়। তবে শুধু সাহিত্য নয়, সমস্ত পারফর্মিং আর্ট ও তার সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের সেতুবন্ধনের কাজ করছে এই উৎসব। পরিশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

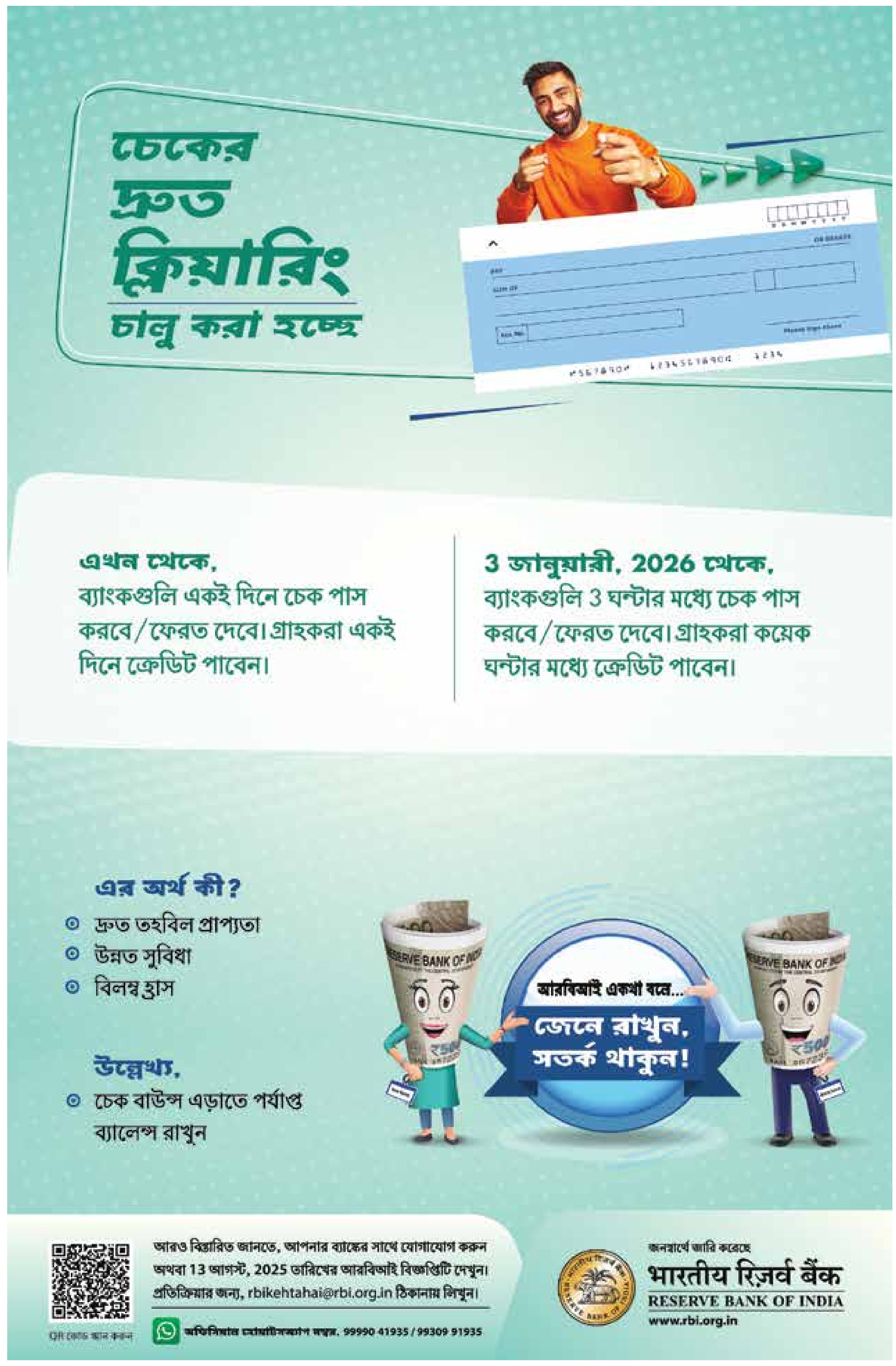

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

e-TENDER

Abridge Copy of e-Tender for EOI being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide-EOI No-11/APD/WBSRDA/DPR/RIDF/2025-26. Details may be seen in the state Govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ ALIPURDUAR DIVISION.

e-Tender Notice

Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/BDO/NIT-010/2025-26 Last date of online bid submission 30/10/2025 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 06/APAS/2025-26 to e-NIT-16/APAS/2025-26, Memo No. 1817/G-II to 1827/G-II, Dated : 19/09/2025 (2) e-NIT No. 17/APAS/2025-2026 to e-NIT-23/APAS/2025-26, Memo No. 1846/G-II to 1852/G-II, Dated: 22/09/2025 , (3) e-NIT No. 24/APAS/2025-2026 to e-NIT-31/APAS/2025-26, Memo No. 1875/G-II to 1882/G-II, Dated : 25/09/2025 (of the undersigned, intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/ or may contact this office for details.

Sd/- Block Development Officer, Goalpokher-II Dev. Block Chakulia, Uttar Dinajpur

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. 26/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26, Date.-10/10/2025, Last date for submission of bids-24/10/2025 upto 6.00 pm. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer, Phansidewa Development Block

TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation vide **APAS Quotation No-01/(25-26), Memo No-3134/M Dated-11/10/2025** for 104 nos. different types of Development works (APAS) under Jalpaiguri Municipality. **APAS Quotation No-01/(25-26), Memo No-3134/M Dated-11/10/2025.** Last date of application : 17.10.2025 On/ Before 3.00 p.m. Details of which are available in the notice board of Jalpaiguri Municipality.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

নারী শক্তির উদযাপন

নিউজ ব্যুরো, ১১ অক্টোবর : বাংলার সাংস্কৃতিক হৃৎস্পন্দনকে অনুধাবন করে প্রেগা নিউজ এই দুর্গাপুজোয় 'দশভুজা ২০২৫' এর মাধ্যমে অর্থবহ যাত্রা শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গজুড়ে এই উদ্যোগটি ৫,০০০ এরও বেশি নারীর কাছে পৌঁছেছে। 'দশভুজা ২০২৫'-এর সমাপনী হিসেবে ১৫ অক্টোবর কলকাতার হায়াত রিজেন্সিতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নং. এনএফআর-কেআইআরওপিইআরএস(ইএসটিবি)/৩৬/২০২৫ তারিখঃ ০৯-১০-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনে চুক্তির ভিত্তিতে পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন (পিটিডিএস) নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের বিজ্ঞপ্তি

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের সময়সূচী

- তারিখঃ ১২-১১-২০২৫।
- সময়ঃ ১০.০০ (সকাল) থেকে ১৩.০০ (দুপুর) এবং ১৪.০০ (দুপুর) থেকে ১৭.০০ (বিকেল)।
- রিপোর্টিং সময়ঃ সকাল ৯.০০ টার মধ্যে ।
- স্থানঃ ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের অডিটোরিয়াম, কাটিহার ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে কাটিহার, রেলওয়ে হাসপাতালে চুক্তি ভিত্তিতে পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন (পিটিডিএস) পদে নিযুক্তির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিয়োগ এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তি ভিত্তিতে হবে, যা সন্তোষজনক কর্মক্ষমতা সাপেক্ষে অথবা নিয়মিত ইউপিএসসি-নির্বাচিত ডাক্তারদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে হয়, বার্ষিক ১২ টার্মস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

ক্র.নং.	হাসপাতালের নাম	পদের সংখ্যা	ডিসিপ্লাইন
১	ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার	০১ (এক)	পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন

নিযুক্তির বিবরণ

- **কাজের সময়সূচীঃ** প্রতিদিন ০৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৬ দিন (রবিবার এবং ন্যাশনাল ছুটির দিন ব্যতীত)।
- **সম্প্রদায় ভিত্তিক বিশ্লেষণঃ** ইউআর (কোনও রিজার্ভেশন নেই)।
- **পোস্ট করার স্থানঃ** রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার।

যোগ্যতার মানদণ্ড

- **শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ**
  - ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন সহ বিডিএস ডিগ্রি।
  - ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া/স্টেট ডেন্টাল কাউন্সিলের সাথে নথিভুক্ত।
- **অভিজ্ঞতা**
  - রেজিস্ট্রেশনের পর ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
  - সরকারি বা সুখ্যাতিসম্পন্ন প্রাইভেট হাসপাতালের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- **বয়সসীমা** (০১.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী)
  - সর্বোচ্চ ৫৩ বছর।
  - বয়স শিথিলকরণঃ এসসি/এসটি-দের জন্য ৫বছর, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩ বছর।
  - যারা ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলওয়েতে সিএমপি হিসেবে ১২ টার্মস দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

পারিশ্রমিক

- **মাসিক পারিশ্রমিক :** ৩৬,৯০০/- টাকা
- **অনুপস্থিতির জন্য কর্তন :** প্রতিদিন ১,২৩০/- টাকা হিসাবে
- **থাকার ব্যবস্থা :** প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, যদি আবাসন প্রদান করা হয়, তাহলে গ্রুপ 'এ'-তে নতুন প্রবেশকারীকে প্রদেয় এইচআরএ-এর সমতুল্য পরিমাণ জুনিয়র স্কেল/সিনিয়র স্কেলে এবং রেলওয়ে আবাসনের লাইসেন্স ফি মাসিক পারিশ্রমিক থেকে কেটে নেওয়া হবে।

সাক্ষাৎকারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

প্রার্থীদের নিম্নলিখিত **নথিগুলির মূল কপি, এক সেট সত্যায়িত কপি এবং ০৪টি পাসপোর্ট আকারের স্ব-প্রত্যয়িত ছবি আনতে হবেঃ**

১) জন্ম তারিখের প্রমাণ (বয়স)।
২) বিডিএস ডিগ্রি এবং ইন্টার্নশিপ সমাপ্তির সার্টিফিকেট।
৩) ডেন্টাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।
৪) অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট।
৫) জাতিগত সার্টিফিকেট (এসসি/এসটি)/ওবিসি (কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত ফর্ম্যাট অনুসারে নন-ক্রিমি লেয়ার গ্রহণযোগ্য হবে)।
৬) সকল প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার মার্কশিট।
৭) দুইজন গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সার্টিফিকেট।

আবেদন জমা

প্রার্থীদের অবশ্যই ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের তারিখে সকাল ০৯.০০ টার মধ্যে সাক্ষাৎকারস্থলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ তাদের যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.nfr.indianrailways.gov.in** (general info-departments-personnel-walk in interview) দেখুন।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

PWD (GOVT OF WB) SHORT NOTICE INVITING SEAL BID

SE, NBHC P.W.(Roads) Directorate invites Seal Bid (offline) for the following works :-

1	Recovery and Restoration (Land slide) works of Garidhura - Mirik-Simanabusty road at Ch. 23.10 KM for mending up damages occures due to heavy rainfall under Darjeeling Highway Division in the district of Darjeeling	Rs. 92,73,535.89
2	Recovery and Restoration (Land slide) works of Garidhura - Mirik-Simanabusty road at Ch.32.20 KM, 33.20 KM, 33.25 & 36.10 KM for mending up damages occures due to heavy rainfall under Darjeeling Highway Division in the district of Darjeeling	Rs. 73,36,833.34
3	Recovery and Restoration (Land slide) works of Mirik bypass Road at Ch.3.3 KM for mending up damages occures due to heavy rainfall under Darjeeling Highway Division in the district of Darjeeling.	Rs.79,88,395.56
4	Recovery and Restoration works of river bank on Dudhia side at old Steel Balason Bridge at chainage 5.70 km of Garidhura Mirik Simanabusty Road under Darjeeling Highway Division in the district of Darjeeling.	Rs. 93,08,771.75

SHORT NOTICE INVITING SEAL BID NO. 01 OF 2025-2026 OF SE NBHC

Date of application & finalization of Seal Bid on 14.10.25 at the office of the SE NBHC. Saktigarh, Siliguri – 734005

Sd/-
S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF WB

কাটিহার মণ্ডলে এসএণ্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪২ তারিখঃ ০৯-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের ১৮ টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের হেতু সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং এলএএন সংযোগ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১৪,৬৪,৩৬৬.৭৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২৯,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএন-এসটি-২৩-২০২৫-২৬, তারিখ : ০৮-১০-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং :** আরএন-এসটি-২৩-২০২৫-২৬, **কাজের নাম :** রঙিয়া ডিভিশনের বিজি-II সেকশনের (মোট ৬১.৮৩ কিমি) আজরা-কামাখ্যা এবং অভয়াপুরী-বিলাসীপাড়া সেকশনে সেক্শনাল ওএফসি-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য :** ৯,০১,০২৩.৩৬/- টাকা, **বায়না মূল্য :** ১৮,০০০/- টাকা, টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবা

সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪১, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে **কাজের নামঃ** যোগবনীতে স্টেবলিং লাইন, শান্টিং নেক নির্মাণ এবং লোকো রিভার্সাল লাইনকে পিএফ লাইনে রূপান্তরের জন্য সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,০৪,৬৯,১৬২ টাকা, বায়নার অর্থঃ ২,৫২,৪০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে এবং খুলবে** ০৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 32/APAS/2025-26 to e-NIT-41/APAS/2025-26, Memo No. 1922/G-II to 1931/G-II, dated : 25/09/2025 (2) e-NIT No. 42/APAS/2025-2026 to e-NIT-59/APAS/2025-26, Memo No. 1933/G-II to 1950/G-II, dated: 25/09/2025 , (3) e-NIT No. 60/APAS/2025-2026 to e-NIT-70/APAS/2025-26, Memo No. 1975/G-II to 1985/G-II, dated : 08/10/2025 (of the undersigned, intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/ or may contact this office for details.

Sd/- Block Development Officer, Goalpokher-II Dev Block Chakulia, Uttar Dinajpur

PWD (GOVT OF WB) SHORT NOTICE INVITING SEAL BID

SE, NBHC P.W.(Roads) Directorate invites Seal Bid (offline) for the following works :-

Construction of vented Causeway at ch 3.30 km of Nagrakata-Chengmari Road due to damage of Kali Khola Bridge due to excess rainfall / flush flood in this area under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 92,24,136.32

SHORT NOTICE INVITING SEAL BID NO. 02 OF 2025-2026 OF SE NBHC

Date of application & finalization of Seal Bid on 14.10.25 at the office of the SE NBHC. Saktigarh, Siliguri – 734005

Sd/-
S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF WB

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ই-টেন্ডার/২০২৫-২৬/০৫, তারিখ ঃ ০৮-১০-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৫৫২০৬এ;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ৩১-১০-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ ইওটি ক্রেনের সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং, ক্যাপ-১০টি, সিওএফএমওডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. - সিওএফএমওডব্লিউ/আইআর/ইওটি/সি/২০২০, রেভ.-০। প্রেরক: এসএসই/আইসি/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)। **পরিমাণ** - ০২টি।

দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবায়

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করুন

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

ভারতীয় সেনার ১০+২ টি.ই.এস-৫৫ কার্যক্রম (জুলাই ২০২৬)-এ অনলাইনে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। অনলাইন মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়াটি www.joinindianarmy.nic.in-এ ১৪ই অক্টোবর ২০২৫ থেকে ১৩ই নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে। টি.ই.এস-৫৫ কার্যক্রমে আবেদনের জন্য জেইই মেইনস ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করা অনিবার্য। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণিতে পিসিএম (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং গণিতে)- ন্যূনতম ৬০% নম্বর পাওয়া অনিবার্য।

OFFICER ENTRY

Online applications are invited for 10+2 Technical Entry Scheme (TES-55) course (Jul 2026) of Indian Army. Online applications will open on **www.joinindianarmy.nic.in** from **14 Oct 2025** to **13 Nov 2025**. Appearance in JEE (Mains) 2025 is mandatory for TES-55 Course. This is in addition to the criteria of minimum 60% marks in PCM (Physics, Chemistry and Mathematics) in Class 12th.

দ্রষ্টব্য :
১। সেনাবাহিনীতে নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২। বিস্তারিত রূপে বিজ্ঞপ্তিটি এর জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

Note :
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0058/2526

টিউশন

■ নার্সারি থেকে ক্লাস 3 পর্যন্ত সব বিষয়ে পড়ানো হয়। ক্লাস 4 থেকে ক্লাস10 পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হয়। All Board - M : 6295130255. (C/118629)

■ CBSE/ICSE এর V to XII এর English ও SST পড়ানো হয়। M : 8900654937. (C/118336)

■ বাড়ি গিয়ে/ব্যাচে যত্ন সহকারে VI-XII Math/Sci. (CBSE, ICSE, WB) পড়ানো হয়। M : 6297561996. (C/118340)

ভর্তি

■ ২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed-এ online ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ-Manoranjan Saha Memorial B.Ed College, Maynaguri, Jal-9932209369. President. (S/C)

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। মাত্র ১০টি ক্লাসে গাইডেন্স। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (নভেম্বরে দিনহাটা সেন্টার)। (C/118338)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/118339)

ভাড়া

■ প্রাইভেট টিউটর -এর জন্য জায়গা ভাড়া দেওয়া হবে ভারতনগর শিলিগুড়ি ওয়ার্ড নং ২৪। ৮৯৬৭৯১১৪৪১. (C/118616)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি হকার্স কর্নার মার্কেটে দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। M : 81168-46317. (C/118338)

■ Rent only for Store, Coaching, Office. Srima Sarani, Slg. M : 9434096777. (C/118340)

■ জলপাইগুড়ি ৯ নং ওয়ার্ড নিয়ার উপাসনা ক্লাব পিলখানায় বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। (1st ফ্লোর) M : 9832542832. (C/118521)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Momena Bewa, স্বামী Late Saheb SK, গ্রাম- ঘড়িয়ালীচক, জামাই পাড়া, পোঃ+থানা- কালিয়াচক, মালদা, পিন-732201, আমার পাসপোর্টে (যার নং L7380473, Dt. 27/02/2024) আমার ও স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 09/10/25 তারিখে মালদা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Momena থেকে Momena Bewa ও স্বামী Saheb থেকে Saheb SK করা হইল। (C/118625)

ফার্মাসিস্ট চাই

■ আপনার Pharmacist (Diploma) প্রয়োজন হলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। M : 9382598361. (C/118332)

বিক্রয়

■ 1100 sft. 3 BHK flat for sale. Shaktigar, Siliguri. M : 7679680175. (C/118343)

■ Flat for sale - New building, 2 BHK, 3 BHK, available on Asian Highway Near BSF Camp, Kadamtala, Shivmandir, M : 9330321004.

■ মালবাজার উঃ কলোনিতে তিনকাঠা জমির উপর, জমি সহ টিনের চালার পাকা বাড়ি বিক্রয়। মোঃ নং- 9382602397. (C/118458)

বিক্রয়

■ Commercial shop and 2 BHK flat for sale at Medical More near Agarwal Bhawan. Ph : 8759187453/ 9641917658.

■ শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে 3.5 কাঠা জমির উপর ৩ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। M : 8016557884. (C/118609)

■ রায়গঞ্জে সুপরিবেশে সত্বর 4½ কাঠা জায়গা বিক্রি হবে। দুই দিকে ৮ Ft করে রাস্তা আছে। Phone : 8617670912. (C/118339)

■ 2 BHK flat sale 960/754 sft. 3rd flr. Sukantanagar primium location SMC-38 Ready to move, (Used branded materials), Parking available. Contact-8918272860. (C/113598)

■ 4 বিঘা রেকর্ডেড জমি বিক্রয়, চার মাইল (আলিপুরদুয়ার) বড় চৌতি রাস্তা সংলগ্ন। যোগাযোগ -9126671676. (C/118340)

■ কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে ১ নং ও ৫ নং ওয়ার্ডের ক্যাডার স্কুলের পিছনে, হসপিটাল রোড থেকে কালীপাড়া পর্যন্ত ১০ ফুটের রাস্তার ধারে জমি ও একটি অর্ধনির্মিত বাড়ি বিক্রি হবে। যোগাযোগ - 8584809894. (C/118476)

■ জলপাইগুড়ি নিউটাউন তরুণ দলের খেলার মাঠের পাশে বড় রাস্তায় আড়াই কাঠা জমিতে ৩ তলা ভিত, ২ তলা বাড়ি বিক্রয়। 8942971747. (C/118518)

■ চেউলিবাড়ি হাটের কাছে ২০ কাঠা খতিয়ান ভুক্ত জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন, অতি সত্বর বিক্রয়। 98323-72872. (C/118492)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮½'। M : 9735851677. (C/118341)

বিক্রয়

■ আলিপুরদুয়ারের জিৎপুরে সাড়ে যোলো ডেসিমাল জমি বিক্রয় হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9932732070. (C/117088)

কর্মখালি

■ মুম্বাইতে মিষ্টির কারখানায় 25 জনের বাঙালি রান্নার জন্য পুরুষ কুক চাই। বেতন: 13K থাকা-খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা দক্ষ পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। (M):- 8918394139.

■ J.K. Distributors, Medicine Distributors শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে অবস্থিত ডেলিভারি বয় এবং অফিস কর্মীদের জন্য শূন্যপদ রয়েছে। চাকরির সময় সোমবার থেকে শনিবার, সকাল ১০: ৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:30 পর্যন্ত। বেতন ৮০০০-১৫০০০+ বার্ষিক বোনাস। 9933300988 নম্বরে আমাদের কল করুন। (C/118623)

■ শিলিগুড়িতে গৃহস্থ বাড়ির জন্য Driver চাই। থাকা, খাওয়া এবং পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। (M)- 9434760688. (C/118336)

■ Experienced Staff needed for Medical Store at Bagdogra. Salary attractive. Call lifeline @ 9434061603/ 8389871957.

■ শিলিগুড়ির একটি হোটেলের জন্য ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ওয়েটার, Cook, রুম সার্ভিস বয়, সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। PH:- 97330 47191. (C/118339)

■ শিলিগুড়িতে একটি নামী কোম্পানিতে মালবাহী গাড়ির জন্য সমগ্র উত্তরবঙ্গ বেষ্টিত চলাচলের জন্য দুইজন এবং সিকিম-এ চলাচলের জন্য একজন ভালো বেতনে ড্রাইভার সত্বর প্রয়োজন। (M- 9434199171/ 8918577457)

কর্মখালি

■ দার্জিলিং-এ নিজস্ব হোটেলের জন্য ভালো Cook চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস, থাকা-খাওয়া এবং গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়। 9748478019. (K)

■ বাড়ির জন্য সিকিউরিটি গার্ড(24x7) চাই। বেতন- 13,000/- + থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে। খাওয়া-দাওয়া নিজস্ব। (M)- 9434044575/ 9832011192. (C/118336)

■ শিলিগুড়িতে 4 জন লোকের রান্না করার জন্য ১জন দক্ষ রাঁধুনি-(মহিলা) চাই। যোগাযোগ- (M) 9434044342. (C/118332)

■ Wanted a full time Accountant(B.Com) Tally & GST experienced for a reputed firm in Siliguri. Salary negotiable. Email cv to tanmoysaha.gsaha@gmail.com (C/118605)

■ শিলিগুড়িতে হস্টেলে সামান্য রান্নার অভিজ্ঞতা ও অল্প লেখাপড়া জানা ৩৫ উর্ধ্ব একজন পুরুষ ও ৪০ অনূর্ধ্ব একজন মহিলা(সর্বক্ষণের) কর্মী চাই। ৮১১৬০৪১৪১৮ (C/118335)

■ 1. Computer Operator - (Must have knowledge of SAP, E-way Bill, Microsoft Office, mail communication) Minimum experience of 3 years. (Note : Candidates with excellent computer skills can also approach.) 2. Godown Supervisor - (Must have knowledge of stock management, FIFO, stock taking, handling team of 5 to 6 loaders.) Minimum experience of 3 years. For a reputed logistics company. Walk in Interview from 14.10.2025 & 15.10.2025 from 11 A.M. to 4 P.M. Siddhant Ventures, Nawapara, Das petrol pump, P.O. Sahudangi, P.S. Njp, Siliguri-735135 M : 97498-91141/83730-64960. (C/118337)

কর্মখালি

■Application are invited for the post of Asst. Teachers in St. John's School Kalikapur, Balurghat. A Christian Minority English Medium Junior School. Interested candidates with B.A/B.Sc. B.Ed Qualification may apply. Your application should reach the school office within fifteen days. Apply to President St. John's School vill. Kalikapur, P.O Kashipur, P.S Balurghat Dist South Dinajpur 733102, West Bengal. (C/118617)

■ শিলিগুড়িতে দোকানে কাজের জন্য ২ জন বহিরাগত লোক চাই, বেতন 10000 টাকা। থাকা, খাওয়া ফ্রি। (M)- 9002590042. (C/118332)

■ কোম্পানির কাজে নিয়োগ করা হবে ম্যানেজার(2), অফিস স্টাফ(2), সেলস হেড(2), ড্রাইভার(1), অন্য-রুট(শিলিগুড়ি) 7319287999. (C/118615)

■ পদ : ২৫ জন পুরুষ সেলস এক্সিকিউটিভ (সর্বনিম্ন 12th পাশ আবশ্যক) বিষয় : যাত্রীবাহী ব্যবহৃত গাড়ির ঋণ বিক্রয় (Used Car Loan Finance), কর্মস্থান : সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে আবশ্যক : ড্রাইভিং লাইসেন্স (DL) সহ নিজের দু'চাকার যান (মোটরবাইক/স্কুটার) বেতন : মাসিক Rs. ১০০০০/- (দশ হাজার টাকা)+ইনসেনটিভ (শর্তাবলী প্রযোজ্য) আপনার জীবনপঞ্জি(CV) : পাঠান এই ইমেইল ঠিকানায়: info@findeal.in, Contact No : 7866031180. (C/118387)

■ অনলাইন (মোবাইল)-এ কিছু সমস্যার জন্য ব্যক্তিগত ও অস্থায়িভাবে একজন ভালো সাহায্যকারীর (পুরুষ/মহিলা) প্রয়োজন। For Documents (বিষয় - ঘরের ভিতর + বাইরের ছবি) 89005-75289 (M). (C/118340)

কর্মখালি

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/-. পর্যন্ত। 9434117292. (C/118337)

■ পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে Travels Agency অফিস চালানোর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করে। Company নিজস্ব Investment -এ আপনার এলাকায় ব্যবসা করুন। P.M- 15000/- (শর্ত সাপেক্ষ) 8584963770. (C/118338)

■ Require Sales Executive for marketing Electrical firm. (M)- 9679495146 Siliguri. (C/118339)

■ Vayna প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার-এখনই নিয়োগ করছে- অভিজ্ঞ সেলস ম্যানেজার - জুনিয়ার সেলস এগজিকিউটিভ যিনি শিলিগুড়ি ও নর্থ বেঙ্গলের জন্য দ্রুত বিল্ড ডিস্ট্রিবিউশন, Drive B2B Sales (Horeca/ মর্ডার্ন ট্রেড/জেনারেল ট্রেড) ও Hit Targets -এর জন্য উপযুক্ত। পেশাগত যোগ্যতা:- স্থানীয় মার্কেটের জ্ঞান, দৃঢ় আলোচনা, FMCG/পানীয় পণ্যের অভিজ্ঞতা, দুই চাকার গাড়ি অবশ্যই আবশ্যক, তাৎক্ষণিক যোগদান। সুবিধা - বেতন+জ্বালানি+প্রবৃদ্ধি। আবেদন : Call সোম-শুক্র, 11 AM -6PM or WhatsApp your CV - 9064261783 mamtafoams.accts 2025@gmail.com (C/118336)

■ শিলিগুড়িতে কুরিয়ার -এ ফিল্ড -এ কাজ জানা ছেলে চাই। মোবাইল : 94344 64989/98320 10815. (C/118342)

■ Suguna Foods Pvt.Ltd. is hiring Executive Chicks Sales and Line Supervisor. Location: Siliguri, Qualification : Any Graduate, Experience : 1-3 Years (only Poultry Exp preferred). Salary : Negotiable, Con : 7397776424/ 7063583591. (C/118530)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে পলিউশন সেন্টারে পার্ট-টাইম কাজের জন্য লোক চাই, age ১৮-২২, CV পাঠান (M) 9851231330. (C/118692)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির রান্নার জন্য মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া মাহিনা দিয়ে। M - 7908176630. (C/118344)

■ প্রতিষ্ঠিত জুয়েলারি শোরুমে বিলিং এ কম্পিউটার জানা ফিমেল প্রয়োজন। শিলিগুড়ি। (M):- 81015-16286. (C/118344)

■ Want Male law clerk at Siliguri. Time 10-8. Bike, DL must, Sal. 8K. (M):- 9476296580. (C/118344)

SITUATION VACANT

Required an experienced Factory Manager (CTC Tea Factory) and a Garden Asst. Manager (Field) for Matri Tea Estate at Uttar Dinajpur District. Please apply to:- nanditeaslg@gmail.com

SILIGURI SPEECH AND HEARING CLINIC PVT. LTD.

REQUIRES

Telecaller
Qualification : Graduate (Having Fluency in Nepali), Location : Siliguri Salary : 8k–15k + incentive (Freshers can apply). Preferably experience in Telecalling.

Product Specialist
Qualification : Graduate, Location: Siliguri, Salary : 8k–15k + incentive (Freshers can apply) Preferably experience in Sales and Marketing. Send your resume to- hr.sshcslg@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেট্রো বিভ্রাট

পূর্ব ঘোষণা ছাড়া মেরামতির জন্য শনিবার প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা মেট্রো চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এর ফলে একাধিক ট্রেন বাতিল করতে হয়। ফলে তীব্র ভোগান্তি হয় যাত্রীদের।

ধৃত বাংলাদেশি

অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ঢোকার সময় স্বরূপনগর থানার পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতদের মধ্যে এক শিশু ও এক মহিলা রয়েছে। এদিন তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

রেল অবরোধ

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন না চলার অভিযোগ তুলে শনিবার হাওড়া-আমতা শাখার বড়গাছিয়ায় রেল অবরোধ করলেন যাত্রীরা। এর ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বর্ষা বিদায়

রবিবার থেকেই শুরু হচ্ছে বর্ষা বিদায়ের পালা। মৌসুমি বায়ু ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। রবিবার থেকে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। তবে বর্ষা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সকালে ও রাতে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফের বিপন্ন অর্ধেক আকাশ

ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ১১ অক্টোবর: ফের শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ষণের অভিযোগ। ফের নির্যাতনের শিকার ডাক্তারি পড়ুয়া। আরজি কর কাণ্ডের বছর ঘুরতেই দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভিনরাজ্যের পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠায় পড়ুয়া নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্য। শুক্রবার রাতে ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হলে তদন্ত শুরু করে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলাকে কাঠগড়ায় তুলে এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। শনিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গও উত্তরপ্রদেশকে অনুসরণ করে যোগী আদিত্যনাথের মডেলে শাস্তি দিক অভিযুক্তদের।' ধর্ষণের মতো কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের পরই 'এনকাউন্টার' করে দেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ঘটনাস্থলে এদিন বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস সহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখানোয় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায় কলেজ ক্যাম্পাসে। অধ্যক্ষকে ঘেরাও করা হয়। এরই মধ্যে ধর্ষিতার নাম উল্লেখ করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করায় যথেষ্ট সমালোচনার মুখে পড়েন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ ওই ডাক্তারি পড়ুয়া তাঁর সহপাঠী এক ছাত্রের সঙ্গে খাবার খেতে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোলে রাস্তার নির্জন জায়গায় ৫ জন তরুণ আচমকা এসে দু'জনের পথ আটকায়। ডাক্তারি পড়ুয়ার কাছ থেকে টাকা দাবি করা হলে তা দিতে না পারলে পড়ুয়ার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। তখনই সন্দেহজনকভাবে পড়ুয়ার

দুর্গাপুরে বিজেপির বিক্ষোভ। শনিবার। - রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গে থাকা সহপাঠী ঘটনাস্থল থেকে চলে যান। এরপর ওই পড়ুয়াকে জোর করে রাস্তা থেকে তুলে পাশের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে তরুণীর সহপাঠী সেখানে এসে তাঁকে উদ্ধার করে কলেজে নিয়ে যাওয়ার পর ওই হাসপাতালেই তাঁকে ভর্তি করানো হয়। অপর এক সহপাঠী বাড়িতে ফোন করে খবরটি জানালে ওইদিন রাতেই পড়ুয়ার বাবা সহ অন্যান্য সদস্য দুর্গাপুরে চলে আসেন। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, 'অভিযুক্তরা মেয়েকে মোবাইল ফেরত দেওয়ার নামে ৩ হাজার টাকাও চায়। ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু বললে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।' পরিবারের সদস্যদের আরও দাবি, যে সহপাঠী ছাত্রের সঙ্গে ওই পড়ুয়া কলেজের বাইরে গিয়েছিলেন, তাঁর ভূমিকাও যথেষ্ট সন্দেহজনক। যদিও নির্যাতিতার বাবার আক্ষেপ, 'মেয়েকে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়ে এরকম নির্যাতনের ঘটনা ঘটবে জীবনেও ভাবতে পারিনি। যা পরিস্থিতি মেয়েকে আর এখানে পড়াব না।'

শনিবার নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের শিক্ষাস্বাস্থ্য অধিকর্তা এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার আর্জিও জানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম। বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বার্নপুরের ত্রিবেণি মোড় এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়ে বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী সহ রাজ্যে যতই প্রকল্প হোক না কেন, মেয়েদের নিরাপত্তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

এদিন হাসপাতালে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার পালটা যুক্তি, 'ওড়িশাতেও এক পড়ুয়াকে হেনস্তা করায় তাঁকে গায়ে আগুন দিতে হয়েছিল। সেখানে তো বিজেপি সরকার। প্রশ্ন তুলতে চাইলে সর্বত্রই প্রশ্ন তোলা উচিত।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর যুক্তি, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য ধর্ষণের ঘটনার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।' রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কথায়, 'প্রশাসনের মেরুদণ্ডহীনতাকে এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। দ্রুত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।' নির্যাতিতা পড়ুয়া যে সহপাঠীর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন তাঁকে ইতিমধ্যেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা। ঘটনার সঙ্গে কতজন জড়িত, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তরুণীর বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ।

ছাড় নেই বিশেষভাবে সক্ষমেরও

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : একই দিনে পর পর দুটি ধর্ষণের অভিযোগ। দুর্গাপুর কাণ্ডের আবহে যখন উত্তাল রাজ্য, ঠিক তখনই ধর্ষণের হাত থেকে ছাড়া পেলেন না বিশেষভাবে সক্ষম এক মহিলাও। কলকাতা বন্দর এলাকায় তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। শুক্রবার মধ্য রাতে নাদিয়াল থানায় ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়ে। তদন্তের পর শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ অভিযুক্তকে তার বাড়ির সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন মেডিকেল পরীক্ষার পর তাকে আদালতে হাজির করানো হয়েছে।

শুক্রবার রাতে ওই মহিলার একা থাকার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। প্রথমে ভয়ে কাউকে ঘটনার কথা জানাননি নির্যাতিতা। পরে পরিবারের কাছে ঘটনা জানাজানি হয়। তার পরেই রাত ১২টা ১৫ নাগাদ চিঠির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। দায়ের করা হয় এফআইআরও। ইতিমধ্যেই শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে নির্যাতিতার। মেডিকেল রিপোর্ট খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার আদালতে ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের জন্য বছর ৩৪-এর অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। এদিন পর পর দুটি ধর্ষণের ঘটনাকে 'সামাজিক অবক্ষয়' বলে দাগিয়ে দিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কথায়, 'রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর পরিবারকেও আন্দোলনে রাস্তায় নামা উচিত। নয়তো অসুস্থ সমাজ তৈরি হয়ে যাবে। আর তার মূল কারিগর থাকবে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। ধর্ষণ কাণ্ডগুলিকে ছোট ঘটনা বলে দাগিয়ে দেওয়ার জন্যই আজ এই পরিস্থিতি।'

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ঘটনার নেপথ্যে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) রূপেশ কুমার বলেন, 'অভিযোগকারিণীর যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। সত্যতা যাচাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'যাঁরা বলছেন কলকাতা শহর সবথেকে নিরাপদ, তাঁরা যে কত তঞ্চকতা করছেন তা একই দিনে এই দুটি ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে। সরকার যত মহিলা নির্যাতনের কথা অস্বীকার করবে তত সমস্যা বাড়বে।'

বসন পরবে মা... *কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

আজ ১০০ বিজয়া সম্মিলনি

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে কেন্দ্রীয় সরকার এনআরসি চালু করার চক্রান্ত করছে বলে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার দলের বিজয়া সম্মিলনিকে এই ইস্যুতে ব্যবহার করে মাস্টার স্ট্রোক দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার রাজ্যজুড়ে একযোগে ১০০টি বিজয়া সম্মিলনি করে এসআইআরের মূল উদ্দেশ্য যে এনআরসি, তা মানুষকে বোঝানোর পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। দলের ৫০ জনেরও বেশি বক্তার তালিকা তৈরি করে জেলাগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার দু'দিনের সফরে ফের উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপর্যস্ত এলাকার পরিস্থিতি কতটা স্বাভাবিক হয়েছে, তা নিয়ে তিনি ভার্চুয়ালি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকও করবেন। এবার দার্জিলিং ও মিরিক থেকে তিনি উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত এলাকা পুনর্গঠনে কাজের তদারকি করবেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর। ফিরে আসার পর সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রশাসনিক সভার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এনআরসি ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালি অস্মিতা ও এনআরসি ইস্যুই তৃণমূলের প্রধান হাতিয়ার হতে চলেছে। তৃণমূল যে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনি করবে, তা আগেই ঘোষণা করেছিল। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করে এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল যে ছেড়ে কথা বলবে না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা। মূলত সীমান্তবর্তী এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ মমতার। তাই সীমান্তবর্তী এলাকায় মমতা নিজেই একাধিক কর্মসূচি নিয়ে এসআইআরের আড়ালে এনআরসি যে বিজেপির মূল লক্ষ্য, তা বোঝানোর চেষ্টা করবেন। একইসঙ্গে ব্লকে ব্লকে যে বিজয়া সম্মিলনি হচ্ছে, সেখানে দলের রাজ্য স্তরের নেতাদের পাঠিয়ে প্রচার চালানোর কৌশলও নেওয়া হয়েছে।

দলের শীর্ষ নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে যুবনেতাদের এই বক্তা-তালিকায় রাখা হয়েছে। বাঁকুড়ায় রবিবার কর্মসূচিতে থাকছেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

এনআরসি নিয়ে সরব হবে তৃণমূল

আবার বীরভূমে যাচ্ছেন তৃণমূলের আইটি সেলের সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য। হুগলিতে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। যাদবপুর কেন্দ্রে সাংসদ সায়নী ঘোষ ও দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীকে পাঠানো হচ্ছে। দলের নীচু তলায় পুরোনো কর্মীদের একাংশ বসে গিয়েছেন বলে রিপোর্ট এসেছে কালীঘাটে। তাই দলের পুরোনো কর্মীরা যাতে বিজয়া সম্মিলনিতে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আমন্ত্রণ পান সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় ভোটারদের কারোর নাম বাদ যাচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য দলের ব্লক সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে প্রতি মাসে আপাতত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দলের সিদ্ধান্ত মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

জওয়ানের দেহ গ্রামে

দুবরাজপুর ১১ অক্টোবর : বীরভূমের রাজনগরের ভবানীপুর পঞ্চায়েতের কুন্দিরা গ্রামের সেনা জওয়ান সুজয় ঘোষ(২৭) কর্তব্যরত অবস্থায় কাশ্মীরে মৃত্যু হয়। সেনাবাহিনীর ঘেরাটোপে শনিবার সন্ধ্যার ঠিক আগে সুজয়ের মরদেহ গ্রাম থেকে দূরে ময়দানে নামানো হয়। এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সুজয়ের মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলে বৃদ্ধ দাদু শরৎ ঘোষ ও ঠাকুমা সঙ্গিনী ঘোষ নাতির মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন। বাবা রাধেশ্যাম ঘোষের প্রথম স্ত্রী নমিতা দেবীর পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও সুজয়। সুজয়কে চার বছরের রেখে মা নমিতা মারা যান। ছেলেবেলা কাটে দাদু-ঠাকুরমার কাছে। ছোট থেকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। ২০১৮সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

শুক্রবার বজ্রপাতের মত বাড়িতে খবর আসে তুষার ঝড়ে প্রকোপে সেনাবাহিনীর দুই জওয়ান বীর গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। নাতির মৃত্যু খবর শুনে বাড়ির উঠানেই আছড়ে পড়েন দাদু শরৎ ঘোষ। তখন থেকে আর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াননি। বাবা রাধেশ্যাম কৃষিকাজ করে সংসার অতিবাহিত করতেন। ছেলে চাকরিতে যোগ দেওয়ায় সচ্ছলতা ফিরেছিল সংসারে। সেই প্রদীপ টুকুও নিভে গেল। বড় ভাই মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকাহত।

আজ টিভিতে

রেইড-টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ জি সিনেমা এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কে তুমি নন্দিনী, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ ছোটবউ, রাত ১০.০০ খোকাবাবু

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হামি, দুপুর ১.০০ মন মানে না, বিকেল ৪.০০ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.১৫ আয় খুকু আয়, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমাদের সংসার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টুডেন্ট নাম্বার ওয়ান

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ তলাশ, বিকেল ৩.০০ মেহেন্দি, সন্ধে ৭.০০ গুমরাহ, রাত ১০.০০ অস্ত্র

লাইফ অ্যামং লায়নস রাত ৮.১৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আয় খুকু আয় সন্ধে ৭.১৫ জলসা মুভিজ

ক্লিপিংস তলব কমিশনের

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ওই সাংবাদিক বৈঠকের ভিডিও ক্লিপিংস মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দপ্তর থেকে চেয়ে পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর পাশে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা সোমবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে প্রকাশ্যে জানাতে হবে বলে মমতাকে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতার এই মন্তব্য যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনও ভালো চোখে দেখছে না, তা শনিবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে

সিইও-কে মমতার হুমকি

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে নিশানা করে মমতা বলেছিলেন, 'আপনি বেড়ে খেলছেন। বাড়াবাড়ি করবেন না। এখনও নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। অথচ সরকারি অফিসারদের ধমকানি হচ্ছে। আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। যদিও এখন সেগুলি বলছি না।' জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তা প্রমাণ সহকারে লোকপালের কাছে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সাংবাদিক বৈঠকের ভিডিও ক্লিপিংস হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। যদিও বিজেপি হুঁশিয়ারি দিয়েছে, সোমবারের মধ্যে অভিযোগ প্রকাশ্যে না আনলে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসের সামনে টানা ধর্নায় বসা হবে।

টোটো নিয়ন্ত্রণে কিউআর কোড

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : টোটোর চলাচল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভাবনা শুরু করেছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। নভেম্বর থেকে টোটোর রেজিস্ট্রেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সড়কগুলিতে টোটো চলাচল যেমন বন্ধ করা হবে, তেমনই নির্দিষ্ট রুটের বাইরে কোনও টোটো চলাচল করতে পারবে না। প্রতিটি টোটোর জন্য একটি করে কিউআর কোড করা হবে। সেই কিউআর কোডের মাধ্যমে টোটোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর জানা যাবে। নির্দেশ অমান্য করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাইসেন্স সাসপেন্ড ও আর্থিক জরিমানা করার কথা ভাবা হচ্ছে।

রিস্তে মে তো... *শনিবার অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিনে কলকাতায়। ছবি : পিটিআই।*

টেটে রেহাই, আর্জি নিয়ে কোর্টে রাজ্য

শিক্ষকদের পাশে কেন্দ্রও, আশ্বাস ধর্মেন্দ্রর

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : টেট উত্তীর্ণ না হলে কর্মরত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের ফের পরীক্ষায় বসতে হবে বলে আগেই জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের এই রায়ের পর রাজ্যের ১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষকের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে কর্মরত লক্ষাধিক প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক টেট উত্তীর্ণ নন। আদালতের রায় কার্যকর হলে চাকরি হারাতে হতে পারে তাঁদের। ফলে বিঘ্ন হতে পারে স্কুলগুলির পঠনপাঠনও। তাই ওই রায়কে পুনর্বিবেচনার জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে আর্জি জানানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের তরফে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বার্তা দেওয়া হয়েছে, শীর্ষ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে যাতে কর্মরতরা অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে এই মর্মে প্রস্তাব গিয়েছে নবান্নে। দপ্তর সূত্রে খবর, নবান্ন থেকে সবুজ সংকেত মিললেই আদালতের দ্বারস্থ হবে রাজ্য। উত্তরপ্রদেশ সরকারও ইতিমধ্যেই এই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আর্জি জানিয়েছে। শিক্ষা মহলের আশঙ্কা, এই রায় কার্যকর হলে ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে প্রাথমিক স্কুলে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি চলে যেতে পারে। তাহলে ফের সমস্যায় পড়তে পারে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। নতুন

> টেট ও প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিকের পড়ুয়াদের সিলেবাস সম্পূর্ণ আলাদা। কর্মরত শিক্ষকরা কম সময়ে এই প্রস্তুতি নেবেন কীভাবে? শিক্ষকরা শিক্ষকতা করবেন, নাকি নিজেরাই পড়বেন? নৈতিকতার দিক থেকে তাঁদের দিকটা ভাবা উচিত।
>
> **পার্থজিৎ বণিক**
> ২০২২-এর টেট উত্তীর্ণ

করে টেটে বসতে হলে সেক্ষেত্রে ক'জন শিক্ষক উত্তীর্ণ হবেন, সেই নিয়েও যথেষ্ট চিন্তা রয়েছে। প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক স্তরে পঠনপাঠনের কথা বিবেচনা করে ও কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আর্জি জানানোর জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে একাধিক শিক্ষক সংগঠন। তাদের মত, শিক্ষা অধিকার আইন মেনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রক্ষাকবচ দেওয়া উচিত। শনিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আইনি পথ অবলম্বন করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

সম্প্রতি জেলায় জেলায় কর্মরত শিক্ষকদের তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছিল পর্ষদ। কোন জেলায় কতজন শিক্ষককে ফের টেটে বসতে হবে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে কজন অবসর নেবেন, তাঁরা চাকরিতে কবে যোগ দিয়েছিলেন এই বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যেই পর্ষদকে পাঠিয়ে দিয়েছে জেলা কর্তৃপক্ষ।

আদালতের রায় অনুযায়ী, যেসব শিক্ষক আগামী ৫ বছরের মধ্যে অবসর নেবেন, তাঁদের টেট উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। এই বিষয়ে ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী পার্থজিৎ বণিক বলেন, 'টেট ও প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিকের পড়ুয়াদের সিলেবাস সম্পূর্ণ আলাদা। কর্মরত শিক্ষকরা কম সময়ে এই প্রস্তুতি নেবেন কীভাবে? শিক্ষকরা শিক্ষকতা করবেন, নাকি নিজেরাই পড়বেন? নৈতিকতার দিক থেকে তাঁদের দিকটা ভাবা উচিত।'

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহযোগিতার আশ্বাস

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : গত শনিবার লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল উত্তরবঙ্গের একাংশ। যাঁদের ঘর ভেঙেছিল, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে তাঁদের আগে ঘর বানিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছিল আগেই। এবার সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঢালাও সহযোগিতার আশ্বাস রাজ্য সরকারের। চাষের ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখার কাজ অবশ্য পুরোপুরি শেষ করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত যা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তাতে চাষবাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ি জেলা। শনিবার কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষির ওপর সবথেকে বেশি আঘাত এসেছে জলপাইগুড়ি জেলায়।

তারপরই রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কার্সিয়াং, কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলা। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে প্রায় সব জেলাই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এদিন কৃষিমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের সব জেলার কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে দীর্ঘ ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। দপ্তরের আধিকারিকরা ঘুরে ঘুরে রিপোর্ট সংগ্রহ করছেন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষির ক্ষতির ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা ফিরে কৃষি দপ্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কৃষিমন্ত্রী এদিন জানান, ক্ষতিগ্রস্ত

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভার্চুয়াল বৈঠক

কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক থেকে শুরু করে সমস্তরকম সাহায্য তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'প্রয়োজনে কলকাতা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির ওপর নিয়মিত মনিটরিংও রাখতে হবে। পরের সপ্তাহে আবার মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে যাওয়ার কথা। তিনি গেলে সেখানেও এই ব্যাপারে তাঁর পর্যালোচনা বৈঠক করার কথা।'

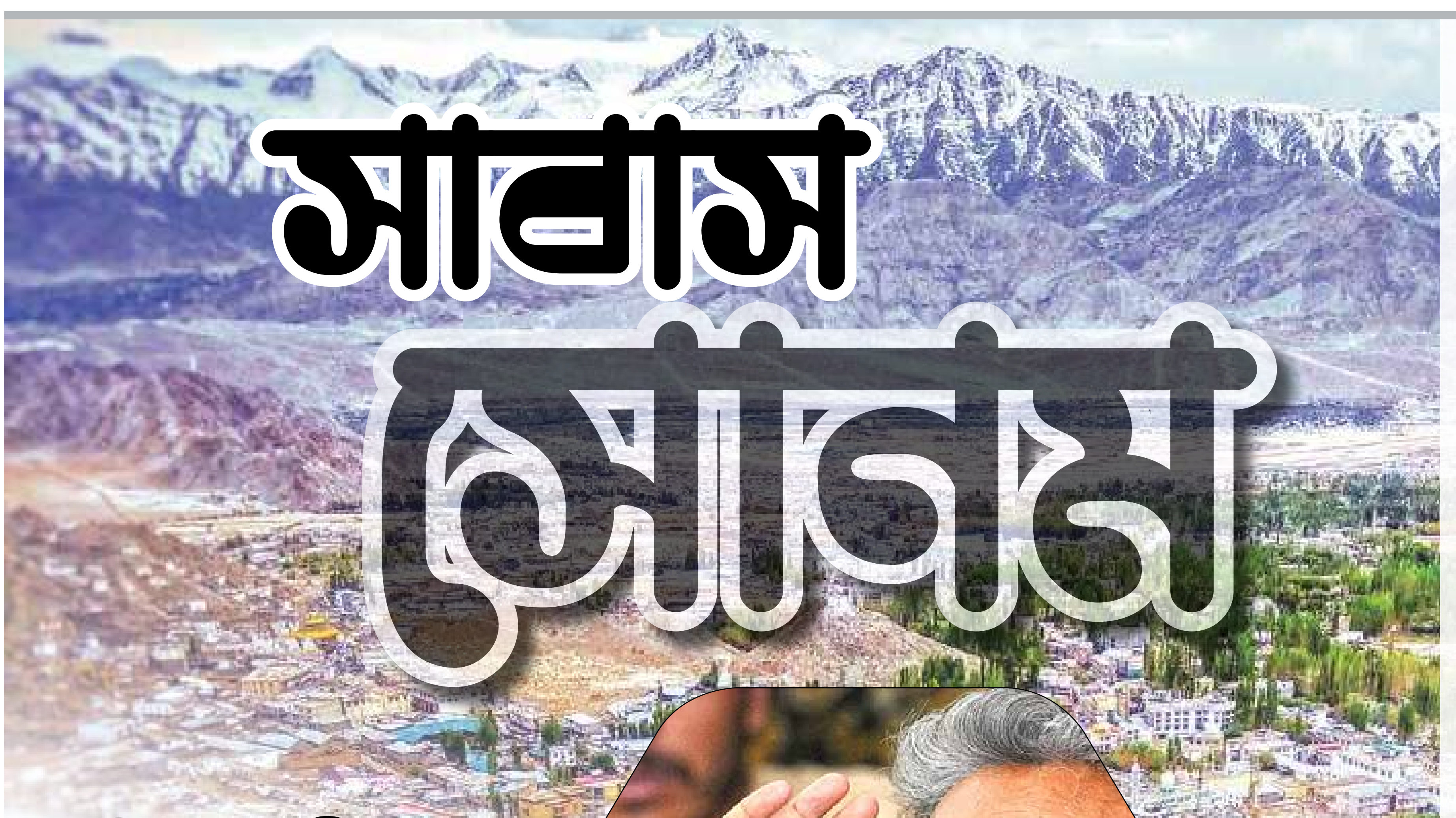

সাবাস সোনম

বলা হয়, 'থ্রি ইডিয়টস'-এর আমির খানের চরিত্রটি নাকি তাঁকে কেন্দ্র করেই। সোনম ওয়াংচুক এক ভিন্ন ভাবনার মানুষ। ১৯৮৮ সাল থেকে লাদাখের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'মুক্তচিন্তা'-র আলো জ্বালিয়ে আসছেন তিনি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, ছাত্রদের অংশগ্রহণে স্কুল পরিচালনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার প্রয়োগ- সবকিছুর সূচনা লাদাখে তাঁর হাত ধরেই। ২০০২ সালে লাদাখের বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে মিলে তিনি 'লাদাখ ভলান্টারি নেটওয়ার্ক' গঠন করেন এবং বহুমুখী সামাজিক উদ্যোগ নেন। সম্প্রতি লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে চলা আন্দোলনের সময় হিংসাত্মক বিক্ষোভে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন মানুষটিকে ও তাঁর কাজকে নতুন আলোয় দেখার চেষ্টা করল।

পরিবেশনীতির ভিন্ন উচ্চারণ

শেষাদ্রি বসু

পুঁজিবাদের আগ্রাসনের সালতামামি নবীন না, কিন্তু তার চরিত্র পালটেছে প্রবলভাবেই এবং রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন বা সরাসরি সহযোগিতা ছাড়া এই অপ্রতিহত গতি আদৌ সম্ভব হত না। জলাজমি ভরাট করে, বনাঞ্চল নিকেশ করে, পাহাড় ধ্বংস সাধনে পুঁজিবাদের প্রসাধনী রূপ আছে এবং সেই রূপের নাম উন্নয়ন এবং এই উন্নয়নবাদী তকমায় রাষ্ট্রবাদিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলে যখনই প্রতিরোধ আসে জনজাতিগুলির কাছ থেকে, তা নির্মমভাবে দমন করা হয়। হিমালয়ের দার্ঢ্য প্রতিম নান্দনিক উপস্থিতির ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িষ্ণু দশা বিবেচনাহীন বাঁধ, রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ফলে এবং এক্ষেত্রে পরিবেশমন্ত্রক বলে একটি বিভাগ আছে বলে শোনা যায়।

হরিতক্ষেত্র, শিক্ষা, নৈতিকতার দ্যোতনায় যে নামটি এখন উচ্চারিত হয় তার পরিচয় বহু বছর আগে রাজকুমার হিরানী, আমির খানের দৌলতে সর্বজনবিদিত; সোনম ওয়াংচুক। উনষাট বছর বয়সি ভদ্রলোক শৈশব থেকেই ভিন্ন ভাবনার অধিকারী এবং সেই কারণেই প্রথাগত শিক্ষায় আকৃষ্ট হতে পারেননি। তাঁর ভাবনায় শিক্ষার মর্মকথা, বহির্বিশ্বের এবং অভ্যন্তরীন চিন্তনের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা, এমনভাবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা ধরণীকে আরও বাসযোগ্য, আরও সুন্দর করে তুলতে পারে। শিক্ষা কখনও শুকনো, অনাকর্ষণীয় হওয়া কাম্য নয়, কেননা তাতে আচারসর্বস্বতা বেশি প্রাধান্য লাভ করে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের ধারাপাতটাই যদি ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষার অন্তঃসার দিকটা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শনের পুনঃপাঠই যেন লক্ষ করা যাচ্ছে। সোনম রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন কি না জানা নেই কিন্তু তাঁর ভাবনাকে আত্মস্থ করেছেন খালি তাই নয়, প্রয়োগমুখী করেছেন।

যে হিমালয়কে এশিয়ার জলস্তম্ভ হিসাবে বর্ণনা করা হয়, তার মধ্যেও জলসংকট বিদ্যমান। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুর বরফশীতল স্রোতধারা এত জনপদকে সিঞ্চিত করে তুলেছে, সভ্যতা গড়ে তুলতে সতত ক্রিয়াশীল, তাতেও সমস্যা। বছর আটেক আগে লেপচাজগৎ-এ লক্ষ করেছিলাম, এক নেপালি তরুণী নিজেই তাঁর হোমস্টের অতিথিদের জন্যে রান্না থেকে বাসনমাজা সবই করছেন। কাছেই ঝরনার জলে বাসনপত্র যখন সাফ করছিলেন, জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, 'রোজ সকাল ১০টা নাগাদ সুখিয়াপোখরি থেকে কালো প্লাস্টিকের ড্রামে জল আসে।' দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে জলের সমস্যা চিরকালের, সিঞ্চলের হ্রদের জল যথেষ্ট নয়।

সোনম লাদাখে থাকেন এবং শীতল, শুষ্ক অঞ্চলে জলের সমস্যা আরও তীব্র। হিমালয় অঞ্চলে জলের হাহাকারের অন্যতম কারণ হল পরিবেশের পরিবর্তন, ফলে গ্লেসিয়ার গলে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু ক্রমান্বয় এই সর্বনাশা লক্ষণের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে নদীর ধারাস্রোতও কমে যাবে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হিমালয়ের গ্লেসিয়ারের পিছু হাঁটার ধরন ক্রমবর্ধমান এবং শতাংশের হিসেবে এখন ২০ শতাংশ। ফলে উৎসই যদি ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে যায়, বহতা নদীর পুঁজিও কমে যাবে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের চরিত্র, কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার, পর্যটনকেন্দ্রের বৃদ্ধি, শিল্পকেন্দ্রের স্থাপন যা বারোটা বাজিয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নদীর কলুষতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় মানুষকে ব্রাত্য করে রাখা। সোনমের ভাবনায় শিক্ষানীতিতে স্থানীয়দের গুরুত্ব দেওয়ার যে বৈশিষ্ট্য তা তাঁর জীবনদর্শনে পরিবেশনীতিতে প্রতিফলিত।

আগে যেসব সমস্যা উল্লেখিত তা সবই সোনমের জ্ঞাত এবং তাই তিনি সেভাবেই জলনীতি গড়ে তুলেছেন অভিনব মাধ্যমে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উদ্যোগ আইস স্তূপ। শীতকালে বিশেষ করে পানীয় জলের সরবরাহ অত্যন্ত কমে যায়; তাই তার প্রতিষেধক বৌদ্ধ স্তূপের আকারে বরফ দিয়ে নির্মিত এই ক্ষণমেয়াদি স্থাপত্য। শীতকালের পড়ন্ত মুহূর্তে এই স্তূপ থেকে ধীরে ধীরে জল চুইয়ে যায় এবং জলের ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে। লন্ডনস্থিতভাবে নির্মিত কাঠামোটি স্থানীয়দের সহযোগিতায়, প্রজ্ঞায় এই উদাহরণে মেক ইন ইন্ডিয়ার হুংকার নেই। বিনম্র নিবেদনের সুর আছে। সাধারণত এই ধরনের পরীক্ষা গ্লেসিয়ারের কাছাকাছিই গড়ে তোলা হয়, যাতে স্থায়িত্বের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা যায়। অর্থাৎ সোনমের পরিবেশ ভাবনায় এক সমন্বয়বাদী আদর্শের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অস্মিতার চিহ্ন পাওয়া যায় না, স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের জল সঞ্চয় করে রাখার, গ্লেসিয়ারকে রক্ষা করার ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্য অনুপ্রাণে আবার অবৈজ্ঞানিক চিন্তনের জনপ্রিয়তার শঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু সোনম সেই শঙ্কা সম্পর্কে জ্ঞাত। এক সময় ছিল যখন নদীর ঊর্ধ্বে ঘাটতি ছিল না, ওজন স্তর, কারখানা শিল্প এবং সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ শব্দবন্ধও আগন্তুক হিসেবেই গণ্য করা হত। কিন্তু ক্রমান্বয় বিবেচনাহীন ব্যবহার পরিবেশের অবনমনের ফলে স্রোতস্বিনী নদীগুলিও ক্ষীণকায় হয়েছে এবং প্রভাব পড়েছে জনপদগুলিতে। সমালোচনা হয় সোনমের প্রকল্পে। ক্রমান্বয়ে উষ্ণায়নে গ্লেসিয়ারগুলিকে যেমন সংকুচিত করেছে তেমনই নদীগুলিরও ক্ষীণকায় দশা হয়েছে। ফলে নদীগুলিকে ঋতুকালীন আখ্যায়িত করা ছাড়া উপায় নেই। এছাড়াও আগের চেয়ে তুলনায় কম তুষারপাত নদীর মূল উৎসকে নিকেশ করছে। এক সময়ে মনে হয় বিশেষ করে হিমালয়ের নান্দনিক আয়োজনগুলি দুর্গম থাক, তাতে অন্তত পবিত্রতা বজায় থাকে। বেশি পর্যটকদের ঢল স্থানীয়দের রোজগারের বৃদ্ধি করে কিন্তু অসংবেদনশীলতার চিহ্নও রয়ে যায়।

যে সমস্ত দাবির ভিত্তিতে সোনমের দাবি ছিল তার মূলে ষষ্ঠ তফশিলের দাবি লাদাখের জন্যে। ষষ্ঠ তফশিলের মাধ্যমে আরও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে স্থানীয়রা অর্থাৎ জমি, জল, অরণ্য, পরিবেশ সম্পর্কে যে তাদের চিরাচরিত অধিকার আছে তা নিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে যাতে হিমবাহ নীতি অবলম্বন করা হয়, যাতে শিল্প, পর্যটনের অছিলায় লাদাখের চরিত্র পালটে না ফেলা হয়। এক ধাঁচের ভাষাগত অধিকারীদের সমস্যা, তাঁরা নিজে যা বোঝেন এবং আরও স্পষ্ট করে বলা যায় পুঁজিপতিরা যা ভাবান, তাই বোঝেন। রোমিলা থাপার পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালদের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছিলেন অর্থাৎ যাঁরা দলমতের ঊর্ধ্বে গিয়ে রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করে সত্যিটা বলতে পিছু হটেন না। একদা নরেন্দ্র মোদির প্রিয় সোনম এখন দেশদ্রোহী তাঁর ভিন্ন স্বরের জন্যে। এত বড় পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালের উদাহরণ এই মুহূর্তে বিরল। শতফুল বিকশিত হওয়ার চরৈবেতি মন্ত্র আরও প্রস্ফুটিত হোক।

(লেখক পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

'উদয়ন পণ্ডিত' আর 'র‍্যাঞ্চো'-র মিশেল

দেবদূত ঘোষঠাকুর

সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় উদয়ন পণ্ডিতের চরিত্রটিকে একবার স্মরণ করুন। পাশাপাশি একবার মনে করার চেষ্টা করুন আমির খানের 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির ফুনসুখ ওয়াংড়ু ওরফে রণছোড়দাস শ্যামলদাস চাঁচড় ওরফে র‍্যাঞ্চো চরিত্রটিকে। উদয়ন পণ্ডিত ছাত্রদের যে শিক্ষা দিতেন, তার সারমর্মটা হল, শিরদাঁড়া সোজা রেখে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। সাদাকে সাদা, আর কালোকে কালো বলার সাহস সঞ্চয় করা। তাঁর পাঠশালা উঠে গিয়েছিল। পেয়াদা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যের নামে সেরা প্রযুক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ক্লাস টপার র‍্যাঞ্চো মাথা খাটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরও ভূমিকা ছিল শিক্ষকের। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে সমস্যা মেটানোর হাতেকলমে পাঠ দিতেন তিনি।

সত্যজিৎ রায় তাঁর দেখা কোনও এক শিক্ষকের অনুকরণে নিশ্চয়ই তৈরি করেছিলেন। এক সময় এই বঙ্গদেশে উদয়ন পণ্ডিতদেরই আধিক্য ছিল। পুঁথি পড়া বিদ্যে নয়, পরিস্থিতিভিত্তিক 'সঠিক' জীবনশৈলী শেখানোটাই ছিল আসল বিদ্যে। তখন আমাদের এই প্রদেশ শিক্ষায় ছিল দেশের সবার উপরে। তাঁর র‍্যাঞ্চো চরিত্রটি তৈরিতে একজন শিক্ষকের ভূমিকা যে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, তা কিন্তু গোপন রাখেননি আমির খান। বাস্তব জীবনের সেই শিক্ষক আসলে উদয়ন পণ্ডিত এবং র‍্যাঞ্চো-র মিশেল। প্রকৃত শিক্ষার আলো ছড়ানোর জেরে উদয়ন পণ্ডিতের মতো তাঁকেও পেয়াদা ধরে নিয়ে গিয়েছে। তিনি এই মুহূর্তে এ দেশে সব থেকে বেশি আলোচিত নাম। লাদাখের সোনম ওয়াংচুক। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, দূষণমুক্ত পরিবেশ আর রাজনীতি মিলেমিশে একাকার। একজন মানুষ এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা একদিকে। অন্য দিকে রাষ্ট্রযন্ত্র।

রাজনীতি দূরে থাক, আমরা বরং সোনম ওয়াংচুকের শিক্ষানীতি নিয়ে একটু কথা বলি। অবশ্য তার জেরেই নাকি লাদাখের বর্তমানের এই 'অস্থির' অবস্থা। ১৯৮৮ সাল থেকে লাদাখের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'মুক্তচিন্তা'র আলো জ্বালিয়ে আসছেন সোনম। কিন্তু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারের আলোয় আসেন ২০০৯ সালে 'থ্রি ইডিয়টস'-য়ের সাফল্যের পরে। যেখানে এক সময় হারিয়ে যাওয়া র‍্যাঞ্চোকে তাঁর বন্ধুরা খুঁজে পান লাদাখের এক স্কুলে 'মানুষ গড়ার কারিগর' হিসেবে। যাঁর কাছে আসল শিক্ষা হল- পারিবারিক শিক্ষা, হাতেকলমে শিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা, প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শিক্ষা এবং সব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা।

২০০৯ সালের পরে কেটে গিয়েছে অনেকগুলি বছর। গোটা পৃথিবীর চেহারাই অনেকটা বদলে গিয়েছে। কৃত্রিম মেধা মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, বাস্তবের 'র‍্যাঞ্চো' নিজের মতো করে লাদাখের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। যার মূল লক্ষ্য হল, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার শিক্ষা। যাতে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে গিয়ে জীবনধারণে কোনও সমস্যা না হয়। বাস্তবের 'র‍্যাঞ্চো' সোনম ওয়াংচুক মনে করেন, সবাই ওই শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কৃত্রিম মেধা কখনও মানুষের মস্তিষ্কের উপরে এমনভাবে খবরদারি করতে পারত না।

আর সেখানেই বাধল গোল। 'প্রকৃত শিক্ষা' কী তা নিয়ে 'প্রথাগত' অর্থাৎ কেন্দ্রের সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধ লাগল পেশায় ইঞ্জিনিয়ার তবে সার্বিকভাবে একজন শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মী ওয়াংচুকের।

কে এই সোনম? কীভাবে লাদাখে আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠলেন তিনি? ১৯৬৬ সালে লাদাখের লেহের আলচির কাছে জন্ম সোনমের। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কোনও স্কুলে ভর্তি হননি। কারণ, তাঁর গ্রামে কোনও স্কুলই ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন মায়ের কাছে। ৯ বছর বয়সে সোনমকে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার একটি স্কুলে ভর্তি করা হয় তাঁকে। যেহেতু তাঁকে দেখতে অন্য ছাত্রদের তুলনায় আলাদা ছিল, তাই তাঁর সঙ্গে বিশেষ কেউ কথা বলত না। সোনমের মতে, সেই সময়টা তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার সময়। শ্রীনগরের স্কুলে তাঁর সঙ্গে যে রকম আচরণ করা হত, তা সহ্য করতে না পেরে ১৯৭৭ সালে একা দিল্লি পালিয়ে যান সোনম। সেখানে তিনি বিশেষ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্কুলের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। ওই অধ্যক্ষের সাহায্যে নতুন করে স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ওয়াংচুক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৮৭ সালে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি শ্রীনগর' থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। সেটা আশির দশকের শেষের দিক। কর্মক্ষেত্রে লাদাখের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দুর্দশার ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোনমের। সেসময় লাদাখের প্রায় ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থীই পাশ করতে পারত না বোর্ড পরীক্ষায়। আর যারা কোনওরকম ডিগ্রি সংগ্রহ করতে সক্ষম হত, তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রের সুযোগ থাকত না। সমীক্ষায় সোনম বুঝতে পারেন, লাদাখ শীতল মরুভূমি হওয়ায় সেখানকার পরিবেশ ও মানুষদের জীবনযাত্রাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যে পরিকাঠামোয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, তা লাদাখের জন্য প্রযোজ্য নয়। পাশাপাশি দুর্গম অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকায়, স্কুল স্তর থেকেই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন লাদাখের শিক্ষার্থীদের জন্য।

১৯৮৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি পাওয়ার পরে ভাই এবং পাঁচ সহকর্মীর সঙ্গে 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ (এসইসিএমওএল)' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা শুরু করেন সোনম। সাসপোলের সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে স্কুল সংস্কার নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর, এসইসিএমওএল সরকারি শিক্ষা বিভাগ এবং গ্রামের জনগণের সহযোগিতায় 'অপারেশন নিউ হোপ' আন্দোলনের সূত্রপাত, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি সোনম। সরকারের অপেক্ষা না করে, নিজেই সেসময় শিক্ষা ব্যবস্থা বদলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। উদ্যোগ নেন স্কুলের পরিকাঠামো বদলের। পাশাপাশি মোটা মাইনের চাকরির সুযোগ ছেড়ে, স্বকীয় ভঙ্গিতে পড়ানো শুরু করেন লাদাখে। এই আন্দোলন কেন তা প্রচারের জন্য ১৯৯৩ সালে লাদাখের একমাত্র ছাপা পত্রিকা 'লাদাগস মেলং' প্রকাশ করেন সোনম। ২০০৫ সালের অগাস্ট পর্যন্ত তিনি ওই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেন। ২০০১ সালে পার্বত্য পরিষদ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, ছাত্রদের দিয়েই স্কুলের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাদান— লাদাখে সবটাই শুরু হয় তাঁর হাত ধরেই। এমনকি লাদাখে তিনি চালু করেন বিশেষ টাইম জোন। অবশ্য তা অলিখিতভাবেই। ভারতীয় সময় অর্থাৎ আইএসটি'র থেকে লাদাখের স্থানীয় সময় এক ঘণ্টা পিছিয়ে থাকে। যা আপাতভাবে সমস্যাজনক না হলেও, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পৌঁছানো, স্কুল থেকে ফেরা এবং বাড়িতে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা তো বটে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে দিনের অধিকাংশ সময় ব্যবহার করতে পারে পড়াশোনার কাজে, সেজন্যই স্থানীয় টাইম জোন প্রচলন করেন সোনম। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সৌরশক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত দিক থেকেও লাদাখকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সোনম। বলতে গেলে, বিগত তিন দশকে তাঁর এই উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবেই বদলে ফেলেছে লাদাখের পরিস্থিতি। আজ ফেলের হার কমে এসেছে ৫ শতাংশের কাছাকাছি। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন লাদাখের ছাত্রছাত্রীরা।

২০০২ সালে লাদাখের বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে একযোগে 'লাদাখ ভলান্টারি নেটওয়ার্ক' প্রতিষ্ঠা করেন সোনম। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সংস্থাটির নির্বাহী কমিটিতে সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। লাদাখ পার্বত্য পরিষদের 'লাদাখ ২০২৫' শীর্ষক নথির খসড়া কমিটিতেও নিযুক্ত হন তিনি। ২০০৪ সালে লাদাখের শিক্ষা এবং পর্যটন নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পান সোনম।

২০১৩ সালে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য স্কুল শিক্ষা বোর্ডে নিযুক্ত করা হয় সোনমকে। ২০১৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য শিক্ষানীতি তৈরির জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলেও যুক্ত করা হয় তাঁকে। ২০১৫ সাল থেকে সোনম বরফে মোড়া হিমালয়ের কোলে 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অলটারনেটিভস' নামে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করার কাজে হাত দেন। উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা নয়, হাতেকলমে ছাত্রদের জীবনধারণের পাঠ শেখানো। ২০১৮ সালে তাঁর সেই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়।

সোনমের এই দূরদৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় হিন্দি সিনেমার সেই বিখ্যাত উক্তিকে, 'কামিয়াব নেহি, কাবিল হোনে কে লিয়ে পড়ো...'।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৯৬৯৬৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৩৩৮৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৩৭৩৯৬৭৭ | Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফ্লাড শেলটার নেই, স্কুলে আশ্রয়

বক্সিরহাট, ১১ অক্টোবর : ভুটানের পাহাড়ি ড্যাম থেকে জল ছাড়লেই রায়ডাক এবং সংকোশের জলে তলিয়ে যায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ছিট বড়লাউকুঠি। সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতিতে ভিটেমাটি ছেড়ে প্রায় ১৫০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল ছিট বড়লাউকুঠি জুনিয়ার বেসিক স্কুলে। সেখানে মাত্র দুটি ছোট শ্রেণিকক্ষ, শৌচাগারও পর্যাপ্ত নেই। এভাবেই গাদাগাদি করে রাত কাটাতে হয়েছে সবাইকে। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা মজিবর রহমান বললেন, 'এই ৭০ বর্গকিলোমিটারের দ্বীপচরে প্রায় দুই হাজার মানুষ থাকেন। কিন্তু দুর্যোগে তাঁদের জন্য নিরাপদ কোনও জায়গা নেই। আধুনিক ফ্লাড শেলটার তৈরি হলে একটু হলেও স্বস্তি পাব।'

চারদিকে পাহাড়ি রায়ডাক এবং সংকোশ নদী দিয়ে ঘেরা ছিট বড়লাউকুঠি অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন খারাপ, তেমনই নেই একটা ফ্লাড শেলটারও। ফলে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ায় স্কুলে আশ্রয় নিতে হয় এলাকাবাসীকে। এদিকে, বর্ষায় স্কুলের মেঝে স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয়রা গণস্বাক্ষর করে তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও'র কাছে ফ্লাড শেলটার নির্মাণের দাবিপত্র পেশ করেছেন। স্থানীয় রাজু সাহার কথায়, 'এই এলাকায় নদীভাঙনের সমস্যা অনেকদিনের। বন্যা পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে। তাই আধুনিক পরিকাঠামোর একটি ফ্লাড শেলটারের খুবই প্রয়োজন এখানে।' ফ্লাড শেলটারের জন্য জমিও রয়েছে এলাকায়। রাজু জানালেন, ছিট বড়লাউকুঠি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পাশেই ফাঁকা মাঠ এবং সরকারি জমি রয়েছে। চাইলেই সেখানে সরকারি উদ্যোগে একটি ফ্লাড শেলটার গড়ে তোলা সম্ভব। নাহলে বন্যা বা বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিলে স্কুলে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আশ্রয় নেওয়া বা নিজেদের ঘরে থাকা একই ব্যাপার, মত স্থানীয়দের। বিডিও দালাকি লামা বললেন, 'ফ্লাড শেলটার নির্মাণের বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

যানজটে অতিষ্ঠ ওকরাবাড়ি

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর : ওকরাবাড়ি বাজারে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে একদল অস্থায়ী দোকানদারদের বিরুদ্ধে। এর ফলে বাজার সংলগ্ন দিনহাটা-গিতালদহ রোডে যানজট সমস্যায় নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা এলাকার বাসিন্দাদের। বিডিও অফিসে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরা হলেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি বলে জানিয়েছেন ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মনারায়ণ রায়। দিনহাটা থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়মিত পুলিশি অভিযান হয়। তারপরেও বিষয়টি নজরে রাখা হয়েছে।

দিনহাটা-গিতালদহ রোডের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে ওকরাবাড়ি বাজার। বাজার সংলগ্ন এই রাস্তাটি গিতালদহ যাওয়ার অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওকড়াবাড়ি এলাকায় দোকানপাটের সংখ্যা বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ফুটপাথ দখল করে দোকানপাট তৈরি হওয়ায় যানজট সমস্যা প্রতিদিন আরও ব্যাপক আকার নিচ্ছে। শুধু ফুটপাথ দখল করে অস্থায়ী দোকান তৈরি করাই নয়, টোটোচালকদের জন্যও যানজট সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা মানু খন্দকার বলেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওকরাবাড়ি এলাকায় দোকানপাট বাড়ছে। পাশাপাশি রাস্তাজুড়ে টোটোর দাপট যানজটের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।' তবে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই অস্থায়ী দোকানদারদের কেউ কেউ সমস্যার কথা মানতে রাজি হননি। রতন বর্মন নামে অস্থায়ী দোকানদারের কথায়, 'রাস্তা থেকে যাঁরা অনেকটা দূরে দোকান করেছেন, তাঁদের জন্য অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।' যানজট সমস্যা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে টোটোচালকদের বিরুদ্ধেও। তাঁরাও অভিযোগ মানতে নারাজ।

এক সপ্তাহ পরেও ধ্বংসস্তূপ আলিপুরদুয়ার

ছন্দে ফেরেনি জনজীবন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১১ অক্টোবর : দুর্যোগের এক সপ্তাহ পরেও এখনও যেন ধংসস্তূপের চিহ্ন স্পষ্ট গ্রামগুলিতে। গত ৫ অক্টোবরের প্লাবনের স্মৃতি কেউ ভুলতে পারছেন না। সেই স্মৃতি গ্রামে গ্রামে এখনও আছে। প্লাবন-ধসের পরে উদ্ধারকাজ, ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। পরিস্থিতি জানতে এসেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও গ্রামগুলি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। পানীয় জল, ঘরবাড়ি, কৃষিকাজ সব কবে ঠিক হবে সে প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে।

যদিও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা জানিয়েছেন, তাঁরা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই উদ্ধার, ত্রাণ সহ সব কাজ করছেন। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে তার তালিকা তৈরি করে কাজও শুরু করা হয়েছে।

গত শনি ও রবিবার বৃষ্টি-প্লাবন এবং ধসে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে শালকুমারহাটের নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, সিধাবাড়ির মতো গ্রামগুলি। গ্রামগুলিতে মোট আটটি মাটির রাস্তা জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে। একটি কালভার্টের দু'পাশের অ্যাপ্রোচ রোড উড়ে গিয়েছে। দু'দিন আগে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে-র উদ্যোগে আর্থমুভার দিয়ে রাস্তাঘাটের কিছুটা সংস্কার করা হয়। কিন্তু পুরোপুরি রাস্তা মেরামতের কাজ এখনও শুরু হয়নি। অনেকের ঘরবাড়িতে ডলোমাইটের পলি ঢুকে পড়ে। ঘরের বেড়া ভেঙে যায়। সেসব ধংসস্তূপ এখনও আছে। গত রবিবার প্রথমে শিসামারা নদীবাঁধ উপচে জল ঢুকে পড়ে গ্রামগুলিতে। জলের তোড়ে বাঁধের একাংশ ভেঙে যায়। তবে ভেঙে যাওয়া সেই বাঁধ মেরামতের কাজ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে।

শালকুমারহাটে এখনও ভেঙে আছে কালভার্ট।

এদিকে বহু মানুষের নথিপত্র জল, পলিতে নষ্ট হয়েছে। দিশাহীন অবস্থায় আছেন এলাকাবাসী। তবে শুক্রবার থেকে এজন্য সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ভ্রাম্যমাণ সহায়তাকেন্দ্র চালু করেছে। যাঁদের নথিপত্র হারিয়েছে তাঁরা বাড়ির সামনেই সেই কেন্দ্রে এসে লিখিতভাবে পুলিশকে জানাতে পারছেন। অনেকের শৌচাগারও জল ও পলির ধাক্কায় ভেঙেছে। সেসব ভালোভাবে এখনও সারাই হয়নি। সবথেকে বেশি ক্ষতি হয় চাষাবাদের। ডলোমাইটের পলিতে বিঘা বিঘা ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে শালকুমার ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়ের কথায়, 'কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে। যেমন বাঁধের কাজ চলছে। রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজও শীঘ্রই শুরু হবে।'

তোর্ষা নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছিল কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগানের নদী লাইনের শ্রমিক মহল্লা। দ্রুত বাগানের প্রাইমারি স্কুলে ত্রাণশিবিরে স্থানান্তরিত করা হয় ৩৫টি শ্রমিক পরিবারের ১০০ জন সদস্যকে। দু'দিন পর গত মঙ্গলবার তাঁরা জল কমতেই নিজের আবাসে ফিরে যান।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শিব চিকবড়াইক বলেন, 'প্লাবনে প্রায় ১৫ জনের ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট হয়েছে। তাঁদের প্রশাসনের তরফে সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। নদী লাইনের শ্রমিকরা বলছেন ত্রাণ নিয়ে তাঁদের কোনও সমস্যা নেই। পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।' কুমারগ্রাম ব্লকের একাধিক জায়গায় রাস্তা, কালভার্ট, পাড়বাঁধ ভেঙেছে। প্লাবনের কারণে অগভীর কুয়ো এবং নলকূপের জল ঘোলা হওয়ায় পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন বিত্তিবাড়ির, জয়দেবপুর টাপু, মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনির বাসিন্দারা। কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমীক্ষা করে কোথায় কী ক্ষতি হয়েছে, সংস্কারের জন্য কত পরিমাণ অর্থবরাদ্দ প্রয়োজন সেসব রিপোর্ট জেলায় পাঠানো হয়েছে।

নদীর পাড়বাঁধের সংস্কার হচ্ছে।

ফুলবাড়িতে নদীবাঁধের সংস্কার

ফুলবাড়ি, ১১ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির কলাবাড়ি, মাঝিপাড়া এলাকায় জলঢাকা নদীর পাড়বাঁধ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সেচ দপ্তর। ইতিমধ্যে সেই কাজও শুরু হয়েছে। ৫ অক্টোবর প্রবল বৃষ্টিতে জলঢাকা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় জল এলাকার বিভিন্ন জায়গায় উপচে পড়ে।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বালির বস্তা দিয়ে জল আটকে বাঁধ রক্ষা করেন। নদীর জল প্রবেশ বন্ধ করতে বিভিন্ন জায়গায় মাটি দিয়ে আল তৈরি করা হয়। বাঁধের সেই বিপজ্জনক জায়গাগুলো বালির বস্তা দিয়ে ভরাট করে দিচ্ছে সেচ দপ্তর। তবে স্থানীয়দের দাবি, পাড়বাঁধটি সম্পূর্ণ রূপে সংস্কার করা হোক।

তবে, ফুলবাড়ির আগনা চ্যাংয়েরটারি এলাকার ফুলচান বর্মন ও অরুণ মণ্ডলদের দাবি, উজানে নসরউদ্দিন আহমেদের বাড়ি থেকে ভাটির দিকে তপসিতলা পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার বাঁধের সংস্কার হয় না দীর্ঘদিন ধরে। কয়েকদিন আগে জলঢাকার প্লাবনে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ তলিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় বাঁধ সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ রক্ষা পেয়েছেন। তাই বাঁধটি উঁচু করে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা দরকার।

সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষ জানিয়েছেন, আপাতত বাঁধের নীচু জায়গা ও রেইনকাটগুলো বালির বস্তা দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, 'বাঁধটি পুরোপুরি সংস্কারের চিন্তাভাবনা আমাদের রয়েছে। বাঁধটি অনেকদিনের পুরোনো।' পাশাপাশি তিনি এ-ও জানান, এলাকাবাসীদের বাঁধ রক্ষা করতে হবে। অনেকেই বাঁধ কেটে বাড়ির রাস্তা তৈরি করেছেন। আবার অনেক জায়গায় বাঁধ কেটে ট্র্যাক্টর যাওয়ার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে বাঁধ দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে এলাকাবাসীদের।

সংস্কারের অভাবে রাস্তা যেন ডোবা

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১১ অক্টোবর : রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ। বৃষ্টি হলে তাতে জল জমে ডোবার আকার নিচ্ছে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনেরভিটা কলোনি থেকে রাজেন তেপথি পর্যন্ত প্রায় দুই কিমি রাস্তার এমনই দশা। বেহাল রাস্তায় প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। প্রতিদিন বহু মানুষ এই পথে যাতায়াত করেন। ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে তাঁদের। অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারে কারও কোনও উদ্যোগ নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন- সকলেই উদাসীন। যদিও তৃণমূল পরিচালিত বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিক্রম অধিকারী উদাসীনতার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা ধারাবাহিকভাবে পথশ্রী প্রকল্পে এলাকার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার ও নতুনভাবে তৈরি করছি। এই রাস্তাও আমাদের অগ্রাধিকারে রয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষ হলেই কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয় সর্পসিংরা, কৃষ্ণ পানিশালা, নন্দীছেচুড়া, ছাট পানিশালা, পানিশালা ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দারা ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গত কয়েক বছরে এর সংস্কার হয়নি। যার ফলে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসী পরিতোষ দাসের কথায়, 'সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তার খানাখন্দে হাঁটুসমান জল জমে যায়। ফলে হাঁটাচলা মুশকিল হয়ে পড়ে। আর বেহাল রাস্তার দোহাই দিয়ে টোটোওয়ালারা বাড়তি ভাড়া হাঁকেন।' এর পাশাপাশি পণ্য পরিবহণেও সমস্যা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশাখা রায় রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই রাস্তা দিয়ে অন্তঃসত্ত্বা বা মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গাড়ির ঝাঁকুনিতে তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।'

এই পথে নিত্য যাতায়াত করেন তাহের আলি, সুধীর দাস সহ অন্যরা। তাঁরা এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনিক উদাসীনতাকে দুষেছেন। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার শুরু না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কাটিহার ডিভিশনের মল্লিকপুরহাট হল্ট স্টেশনে হল্ট ঠিকাদার নিয়োগ

নং. সি/১৯১/কেআইআর/এএইচসি/০৩/২০২৫ **তারিখ:** ০৮-১০-২০২৫।

কাটিহার ডিভিশনের মল্লিকপুরহাট হল্ট স্টেশনে হল্ট ঠিকাদার নিয়োগের জন্য যোগ্য আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনপত্রের যোগ্যতার মানদণ্ড, মূল শর্তাবলী, আবেদনপত্রের ফর্মাটি ইত্যাদি সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, (বিহার) পিন- ৮৫৪১০৫ -এর অফিস থেকে পাওয়া যেতে পারে অথবা **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

যেকোনো কারণে ডাউনলোড সুবিধার বিলম্ব/অসুবিধা/অপ্রাপ্যতার জন্য রেলওয়ে প্রশাসন দায়ী থাকবে না। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা নথি/আবেদনপত্র এবং অফিসে উপলব্ধ মাস্টার কপির মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখা দিলে, পরবর্তীটি প্রাধান্য পাবে এবং আবেদনকারী(দের) উপর বাধ্যতামূলক হবে।

আবেদনপত্র সম্বলিত কভারটি সিল করে লাল কালিতে কভারের উপরে (ডান কোণে) "........................ **হল্ট স্টেশনের জন্য আবেদন**" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। সিল করা কভারটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহার (বিহার) এর চেম্বারে রক্ষিত আবেদনপত্র বাক্সে ১৭/১০/২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ০২/১২/২০২৫ তারিখের ১৬:০০ টা পর্যন্ত সমস্ত কর্মদিবসে জমা দেওয়া যেতে পারে।

আবেদনপত্রের বাক্স ০৩/১২/২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার -এর চেম্বার, কাটিহার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বিহার, পিন-৮৫৪১০৫-এ খোলা হবে।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহার (বিহার), পিন-৮৫৪১০৫ এর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মন দিয়ে।। *কাকরিবাড়িতে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

পরিকাঠামো নেই বাজারে, বিপাকে ব্যবসায়ীরা

সাহেবগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : বাজারে কোনও স্থায়ী শৌচালয় নেই। শৌচকর্ম করতে বাজারের কাছে যেখানে ব্যবসায়ীরা যান, সেখানকার অবস্থাও খুবই খারাপ। অন্যদিকে, বাজারে নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা বা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গাও। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন খারুভাঁজ বাজারে আসা ক্রেতা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভিজিৎ বর্মন বলেন, বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হবে, যাতে দ্রুত সমস্যা সমাধান করা যায়।

দুই শতাধিক দোকান নিয়ে গড়ে উঠেছে খারুভাঁজ বাজার। বাজারের পাশে শৌচালয় থাকলেও তা একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য। ঝোপঝাড়ে ভরে সেই শৌচালয়। পাশাপাশি বাজারে আসা ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের পানীয় জলের সন্ধানে দূরে যেতে হয়। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিপাকে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। শুধু তাই নয়, বাজারে আবর্জনা ফেলা নিয়েও চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই। যত্রতত্র আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় বাজারে আসা ক্রেতাদের।

ব্যবসায়ীরা পানীয় জল ও শৌচালয়ের পাশাপাশি আবর্জনা নিয়ে যাতে প্রশাসন চিন্তাভাবনা করে সেই দাবিও করছেন। বাজার কমিটির তহবিলে অর্থ না থাকার ফলে বাধ্য হয়েই প্রশাসনের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। কিন্তু কবে সেই সমস্যার সমাধান হবে তা কেউ জানেন না। বাজারের ব্যবসায়ী মানস পালের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা চলছে। স্থায়ী কোনও সমাধান নেই। ফলে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের শৌচকর্ম করতে দূরে যেতে হয়। শুধু তাই নয়, পানীয় জলের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হয়। তাই এর স্থায়ী সমাধান দরকার।' বাজার কমিটির সম্পাদক দিলীপ পাল জানিয়েছেন, বাজার কমিটির নির্দিষ্ট কোনও ফান্ড নেই। তাই বাজার পরিচালনা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

দুর্বল সেতু, আতঙ্কে পূর্ব ভোগডাবরি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে এখন আতঙ্কের আরেক নাম বেগুনবাড়িছড়া নদীর দুর্বল লোহার সেতু। নিত্যদিন ওই নড়বড়ে সেতু দিয়ে তাঁদের যাতায়াত করতে হয়। যার ফলে এখন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় দিন গুনছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, বেগুনবাড়িছড়া নদীতে নতুন সেতু নির্মাণ হোক।

পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামটিকে শীতলকুচি ব্লকের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানসাই নদী। কোচবিহার-১ ব্লকের মাঘপালা বা কার্গিলবাজার হয়ে গ্রামে ঢুকতে গেলে অপেক্ষাকৃত ছোট নদী বেগুনবাড়িছড়া পেরোতে হয়। আবার শীতলকুচির শিবপুরে মানসাই নদীর ঘাটে যেতে হলে বা ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতেও ওই সেতুই একমাত্র পথ। তার ওপর বর্ষায় নদী ফুলেফেঁপে উঠলে আতঙ্ক বাড়ে গ্রামে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুদেব মণ্ডল বলেন, 'গ্রামে প্রবেশের জন্য বেগুনবাড়িছড়া নদীর সেতুই একমাত্র ভরসা। সরু লোহার সেতু দিয়ে পায়ে হেঁটে বা বাইক নিয়ে গ্রামে যাতায়াত করেন নদীর দুইপাশের মানুষ। দুইপাশে রেলিংও ভালো অবস্থায় নেই। কিছু অংশে দুইপাশের রেলিংই খসে পড়েছে। আগে সেতু পারাপার করার সময় অনেককেই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়েছে। আমরা চাইছি প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নতুন সেতু তৈরি করে দিক।' এলাকার আরেক বাসিন্দা পরশুরাম সরকার বলেন, 'সেতুটা বাম আমলে তৈরি। লোহার সেতু বলে মরচে তো ধরবেই। নদীতে জল বাড়লে সেতু বাঁচাতে কচুরিপানা সরাতেও হাত লাগান বাসিন্দারা। এখন একটি বাইক গেলেও সেতু দুলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সেতু কোনওভাবে ভেঙে পড়লে দুইপাশের প্রচুর মানুষই বিপদে পড়বেন।'

> কার্গিলবাজার থেকে পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামে যাওয়ার পুরোনো সেতুটি সংস্কারের প্রয়োজন। নতুন সেতু তৈরির বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে জানাব।
>
> **শ্রদ্ধা প্রামাণিক** *প্রধান, ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত*

বাসিন্দারা জানান, আগে বেশকিছু বার সেতু সংস্কারের আশ্বাস মিললেও কোনও কাজ হয়নি। সেতুটি ভেঙে গেলে মহকুমা ও জেলা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামের।

এবিষয়ে ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রদ্ধা প্রামাণিক বলেন, 'কার্গিলবাজার থেকে পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামে যাওয়ার পুরোনো সেতুটি সংস্কারের প্রয়োজন। নতুন সেতু তৈরির বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে জানাব।'

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/২১/২০২৫-২৬, তারিখ: ০৮-১০-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৮১/২৫/৪১১০বি/ওটি/১৫৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৪-১০-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : স্পেকন বিআইএস স্পেসিফিকেশন নং আইএস ৩০৮/৮৮ অনুসারে গ্যাস অ্যাসিটিলিন ডিসল্ভড [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: এনএ, স্টেজ: ০] (ইউডিএএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। ১) পরিমান- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য ৫০০০ সিইউএম, ২) পরিমান - নিউ বোঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে (আসাম)- এর জন্য ১৫০০০ সিইউএম, ৩) পরিমান- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ২৫০০ সিইউএম, ৪) পরিমান- বোঙ্গাইগাঁও ডিপোর জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ১৫০০ সিইউএম। পি. এল. নং. -৮১০৪০০১৫।

ক্রম. নং.:২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/০০৪৭জি/ওটি/১৫৪/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১০-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : এক্সেল বাক্স হাউসিং (ফিনিশড মেশিনইড) বিজি-আইসিএফ ড্রয়িং - আইআরএস ডিআরজি. নং.- ১-০-২-৬০২ অল্ট ডি/১৪, আইটেম-২। ম্যাট. স্পেক.- আরডিএসও/২০০৭/সিজি-০৮। এমেন্ড স্লিপ নং.- জুলাই ২০০৯ এর ১। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম: ২৩০০০৩৯, এক্সেল বাক্স হাউসিং, আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। ১) পরিমান- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ /ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য ১০০টি, ২) পরিমান- নিউ বোঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য ১০০টি, পি. এল. নং- ৩০০২০৪৮৭।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৭৩এ/ওটি/১৫৫/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : লেভেল ক্রসিংয়ের জন্য চেক রেল, ৫২ কেজি সাইজ ৯.৫ মিটার আরডিএসও ড্রয়িং টি-৪২১৫ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম: ৩১০০০৪৫, ওভার-রাইডিং কার্ডাড সুইচেস আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান- জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য ৭৫০টি নং, পি.এল. নং-৬০২৩০২৭২০০১০।

ক্রম. নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৮৫/ওটি/১৫৬/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৫-১১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কার্ভ পিএসসি স্লিপারে ৬০ কেজি রেল সহ শার্প কার্ভের জন্য ১০ মিমি কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেটে উৎপাদন এবং সরবরাহ (আরডিএসও) ডিআরজি নং. টি-৪১৮৩ টু ১-৪১৮৬ আরডিএসও ৬০ কেজি নিশ্চিত করে ডিআরজি নং. টি-৮৬৯৪। আইআরএস স্পেসিফিকেশন সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। (ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন: সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮৪, রেল পিএডিএস সাব আইটেম: সিজিআরএসপি] আইটেম টাইপ : পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) ২১০০০০টি, পি.এল. নং.- ৬০১৬০৫৩১০০১৯।

ক্রম. নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৯৭/ওটি/১৫৭/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ওয়াইদার বেস লেভেল ক্রসিং স্লীপার আরটি-৮৯৬৯ (ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: এনএ, স্টেজ: ০) (ইউডিএএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান- এসআরডিইএন/সি/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার) -এর জন্য ১২৭০টি। পি.এল. নং -৬০০৬০৪৮৭। (২) ওয়াইদার বেস লেভেল ক্রসিং স্লীপার্স আরটি-৮৯৬৯ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: এনএ, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান - সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) ২৬৬০টি, পি.এল. নং.-৬০০৬০৪৮৭১। (৩) ওয়াইদার বেস লেভেল ক্রসিং স্লীপার্স আরটি-৮৯৬৯ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: এনএ, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান- এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য ৭৩২টি, পি. এল. নং. ৬০০৬০৪৮৭২। (৪) ওয়াইদার বেস লেভেল ক্রসিং স্লীপার্স আরটি-৮৯৬৯ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: এনএ, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান - ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৬৯৩টি, পি.এল. নং.- ৬০০৬০৪৮৭৩

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভগ্নদশায় দেড়শো বছরের প্রাচীন কালী মন্দির

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১১ অক্টোবর : জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে দেড়শো বছরের পুরোনো কালী মন্দির। তাই আসন্ন দীপাবলিতে কালীপুজোর আয়োজন করতে বিপাকে পড়েছেন হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কালীতলা মন্দিরের পুজো উদ্যোক্তারা। প্রাচীন ওই মন্দির এতটাই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে যে, মন্দিরে প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাই এবছর মন্দির প্রাঙ্গণেই পুজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সেই পরিকল্পনামতোই ইতিমধ্যে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য উবাসচন্দ্র রায়ের কথায়, 'মন্দির সংস্কারের জন্য বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই এখন আমরা বাধ্য হয়ে মন্দির চত্বরের গাছ কেটে বিক্রি করে মন্দির সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

হেমকুমারীর কালীতলার প্রাচীন এই মন্দির জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উদ্যোক্তারা জানান, এই মন্দির ১৭০ বছরেরও প্রাচীন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবী ভদ্রকালী খুবই জাগ্রত বলে এলাকায় প্রচলিত। এলাকার প্রবীণদের বিশ্বাস, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দেবী ভদ্রকালী তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। সেই সময় পাকিস্তানি সেনারা বাংলাদেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ওই এলাকাতেও আক্রমণ চালিয়েছিল। এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বোমাবর্ষণ হয়েছিল। বাদ যায়নি ওই মন্দির চত্বরও। কিন্তু, মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এসে পড়া একটিও বোমা ফাটেনি। ওখানকার মাটিতে পড়ে সব বোমা আপনা থেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। রক্ষা পেয়েছিল সংলগ্ন এলাকা ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চৌকিও। এরপর থেকেই দেবীর মহিমার কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এই ঘটনার পর থেকে বিএসএফ জওয়ানরাও স্থানীয়দের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওই কালীতলার পুজোয় শামিল হন।

অন্যতম উদ্যোক্তা সুব্রত রায় জানান, আজও মানুষের দীর্ঘকালের বিশ্বাস মেনে কালীতলার পুজোয় বলিপ্রথা প্রচলিত আছে। কেউ মানত করলে, তারা পাঁঠাবলি দেন। বাসিন্দাদের বিশ্বাস দেবী ভদ্রকালীর কাছে পাঁঠা উৎসর্গ করলেই হাতেনাতে মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আরেক উদ্যোক্তা বাসুদেব রায় বলেন, 'এখন এলাকার বর্ষীয়ান মানুষেরা অনেকেই মন্দিরের চেহারা দেখে আর চিনতে পারেন না। চারিদিকে দেওয়াল ভেঙে লোহার কাঠামো বেরিয়ে পড়েছে। মন্দিরের ভিতরেও পলেস্তারা খসে গিয়ে, ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে। মন্দিরে পুজো হলে যখন-তখন বিপদ ঘটে যেতে পারে। দেবীমূর্তি বাঁচাতে আমরা আপাতত লাল শালু জড়িয়ে রেখেছি।' স্থানীয় তরুণ মানব রায় বলেন, 'কালীপুজোয় প্রতি বছরই এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু এখন সংস্কারের অভাবে মন্দিরের ভগ্নপ্রায় দশা হয়েছে। যে কোনও দিন মন্দির ভেঙে পড়তে পারে।'

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'ওই মন্দির নিয়ে বাসিন্দাদের অভিযোগের কথা জানি। এতদিন সরকারি বরাদ্দে মন্দির সংস্কারের কোনও সংস্থান ছিল না। তবে এখন আবেদন করা যেতে পারে। বিষয়টা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের নজরে আনব।'

মায়ের মুখ গড়তে মগ্ন শিল্পী। শনিবার কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি কুমোরটুলিতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

মুখ থুবড়ে সরকারি প্রকল্প

উদ্বোধনের দু'দিন পর থেকেই বন্ধ কাজ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর : কাগজে-কলমে চালু রয়েছে সরকারি প্রকল্প। উদ্বোধনের পরে দু'দিন সেখানে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আবর্জনাও ফেলা হয়। কিন্তু প্রকৃত পরিকল্পনার অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। স্থানীয়রা গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে আবর্জনা ফেলতে বাধা দেন। যে কারণে ওই প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়েছে। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটা এলাকা জঞ্জালমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি টাকায় বছরখানেক আগে তৈরি হয়েছিল কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। দু'একদিন আবর্জনাও ফেলা হয়েছিল। কিন্তু আশপাশের মানুষ বর্জ্যের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে জোট বেঁধে তাঁরা সেখানে বর্জ্য ফেলায় বাধা দেন। শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের বাধায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়। তখন থেকেই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, অপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয় সরকারি প্রকল্পের ওই কেন্দ্র।

পরিত্যক্ত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। কানফাটায়।

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটায় ওই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার বর্জ্য ফেলার পাশাপাশি সেই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব সার তৈরি করা। সেই পরিকল্পনা এখন বিশবাঁও জলে। বর্তমানে সেটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হচ্ছে, সরকারি অর্থও জলে যাওয়ার উপক্রম। উপরন্তু স্থানীয়দের বিস্তর ক্ষোভ জমছে। অভিযোগ, শক্তপোক্ত পাঁচিলের বদলে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের চারদিক কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হয়। ফলে আবর্জনার গন্ধে আশপাশের লোকজনকে চরম বিপাকে পড়তে হয়েছিল। পঞ্চায়েত প্রধান দীপিকা বর্মন আশ্বাস দিয়েছেন, 'বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে।'

> এটি তৈরির পর দু'দিন আবর্জনা এখানে ফেলা হয়েছিল। সে সময় ওই দুর্গন্ধে টিকতে পারতাম না। বাধা দেওয়ায় এখানে আর আবর্জনা ফেলা হয় না।
>
> **জয়ন্তী বর্মন**
> স্থানীয় বাসিন্দা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রটির পাশেই জয়ন্তী বর্মনের বাড়ি। তাঁর বক্তব্য, 'এটি তৈরির পর দু'দিন আবর্জনা এখানে ফেলা হয়েছিল। সে সময় ওই দুর্গন্ধে টিকতে পারতাম না। বাধা দেওয়ায় এখানে আর আবর্জনা ফেলা হয় না।'

প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ করে কানফাটায় সরকারি জমিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওই কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত বর্জ্য এখানে এনে ফেলা হত। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই স্থানীয়দের একাংশ বেঁকে বসেন। আবর্জনা ভর্তি গাড়ি আটকে রেখে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। সেদিন থেকে প্রকল্পের ওই কেন্দ্রে বর্জ্য ফেলা বন্ধ হয়েছে।

শিকারপুর অঞ্চলে তৃণমূলের সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মন জানান, বিষয়টি নিয়ে এর আগেও স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সুরাহা না হওয়ায় ফের আলোচনা করা হবে। সবদিক বজায় রেখে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে।

ননী বর্মন নামে স্থানীয় এক প্রবীণের বক্তব্য, 'কুকুর ওই ঘর থেকে নোংরাভর্তি প্যাকেট এনে বাড়ির আনাচকানাচে ফেলে দিত। ঘন বসতির মধ্যে এধরনের প্রকল্পের ঘর তৈরি করা উচিত হয়নি।'

সরকারি মেলায় দেদারে জুয়া

শিলিগুড়ি

সাগর বাগচী

আঠারোখাই, ১১ অক্টোবর : গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বসানো হয়েছে মেলা। সেখানে রমরমিয়ে চলছে জুয়ার আসর। অথচ তা নাকি জানা নেই প্রধানের! এমনই সব আজব কাণ্ডকারখানা চলছে শিলিগুড়ি মহকুমার আঠারোখাইয়ে। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। পুলিশ অবশ্য পদক্ষেপ করেছে।

শুক্রবার থেকে আঠারোখাই সর্বজনীন খেলার মাঠে শারদীয়া সম্প্রীতি মেলা শুরু হয়েছে। আয়োজক তৃণমূল পরিচালিত আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। সরকারি মেলায় দেদারে চলছে জুয়া। শনিবার দুপুরে মাঠের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে মেলার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেখা গেল, বেশ কিছু স্টলে জুয়ার আসর শুরুর প্রস্তুতি চলছে। আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে জুয়ার বোর্ড দেখা যাচ্ছিল। ওই স্টলগুলি যাঁরা চালান, তাঁরা কড়া নজর রাখছেন। কয়েকজনকে ভেতরে বসে থাকতেও দেখা গেল। নজর এড়াতে পরিকল্পিতভাবে ওই স্টলগুলোর আশপাশে রাখা রয়েছে নাগরদোলা, ব্রেকডান্স ইত্যাদি।

মাটিগাড়া থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে জুয়ার আসর বন্ধে অভিযান চালিয়েছিল। তবে কাউকে গ্রেপ্তার কিংবা আটক করা হয়নি। যদিও আঠারোখাইয়ের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশের দাবি, 'এই বছর কোনও জুয়ার আসর বসেনি। আপনারা এসে দেখে যান।' খানিকটা রেগেই একথা বললেন তিনি। কিন্তু পুলিশ যা বলছে, তাতে প্রধানের দাবি ধোপে টিকছে না। আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য স্পষ্ট বলেছেন, 'মেলায় জুয়ার আসর বসতে দেওয়া হবে না। সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

শিবমন্দিরের মতো এলাকায় মেলার মধ্যে জুয়ার আসরের অনুমতি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কীভাবে দিল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, যাঁরা মেলা বসান তাঁরা জুয়ার কারবারিদের থেকে মোটা টাকা তোলেন। টাকা না পেলে জুয়ার আসর বসাতে দেওয়া হয় না। অভিযোগ, এবারও নাকি মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে, যে কারণে জুয়ার রমরমা।

এ বিষয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'আঠারোখাই এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়, বিএড কলেজ, স্কুল রয়েছে। শিক্ষিত লোকেদের বাস। এমন একটি জায়গায় মেলায় জুয়ার আসর বসানো হচ্ছে। এটা সত্যি লজ্জার। এর আগেও জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ সামনে এসেছিল। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।' বিধায়কের তোপ, 'ওই মেলা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ওঠে, যার কোনও হিসেব নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু লোকের মধ্যে টাকার ভাগবাঁটোয়ারা হয়। মেলায় আয়ব্যয়ের হিসেব নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের।'

মোটা টাকা লেনদেনের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সরাসরি জবাব দেননি যূথিকা। তাঁর উদ্ভট বক্তব্য, 'সব কথা আমি ফোনে বলব না। আমি বলব একটা, আপনি লিখবেন অন্য।'

নেতাজি সেতুর রেলিংয়ে ফাটল।

বেহাল সেতু সংস্কারের দাবি

শুভদীপ চক্রবর্তী

সাহেবগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ গ্রামের নেলপুরঘাট এলাকার নেতাজি সেতু। ফাটল দেখা গিয়েছে সেতুর পিলারে। এমনকি রেলিংয়ের একাধিক জায়গায় বেরিয়ে এসেছে রড। ফলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। দ্রুত সেতুটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দুর্বল এই সেতু হয়ে অবাধে ভারী যানবাহন চলাচল করছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। ফলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সেতুর একাধিক পিলারে ফাটল, রেলিংয়ের কংক্রিটের আস্তরণ খসে পড়ে রড বেরিয়ে পড়ার কারণে আপাতত সেতুর দু'দিকে হাইট ব্যারিয়ার লাগিয়ে সেটিকে 'দুর্বল সেতু' ঘোষণা করে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় দীপঙ্কর পালের কথায়, 'সেতুটির দু'দিকের কংক্রিটের পিলারে ফাটল ধরেছে। দ্রুত সেতুটি সংস্কারের প্রয়োজন। না হলে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' আরেক বাসিন্দা গোবিন্দ দাস বলেন, 'প্রশাসনের উচিত হাইট ব্যারিয়ার লাগানো। পাশাপাশি ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।'

দিনহাটা ১ ও ২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের দাবি মেনে বাম আমলে বানিয়াদহ নদীর উপর তৈরি হয় ৫০ মিটারের এই নেতাজি সেতু। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের অর্থে দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে ২০০৪ সালে সেতুর কাজ শেষ হয়। ফলে উপকৃত হন এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা। কিন্তু বর্তমানে সেতুর বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

> সেতুটির দু'দিকের কংক্রিটের পিলারে ফাটল ধরেছে। দ্রুত সেতুটি সংস্কারের প্রয়োজন। না হলে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
>
> **দীপঙ্কর পাল**
> স্থানীয় বাসিন্দা

সেতু সংস্কার নিয়ে দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মন বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সাপের ছোবল

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর : সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা ১ ব্লকের বুড়িরহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ভুলকি এলাকায়। মৃতের নাম বাসন্তী বর্মন (৫৫)। পরিবার সূত্রে গিয়েছে, শুক্রবার রাত ন'টা নাগাদ ওই গৃহবধূকে বাড়িতে একটি সাপ ছোবল দেয়। প্রথমে তাঁকে নিয়ে আসা হয় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মন্দিরে চুরি

তুফানগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : শুক্রবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা বসাকপাড়ায় একটি বাড়ির মন্দিরে চুরি হয়। শনিবার তুফানগঞ্জ থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বাড়ির মালিক রঞ্জিত বসাক বলেছেন, 'সকালে দেখি মন্দিরে রাখা কাঁসা-পিতলের বাসন, পঞ্চপ্রদীপ, জয়ঢাক, কাঁসরঘণ্টা উধাও।'

কাজের সূচনা

সিতাই, ১১ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থবরাদ্দে শনিবার সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আদাবাড়ি গ্রামে ৪ কিমি সিসি রোডের কাজের সূচনা হল। সূচনা করেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

টুকরো খবর

শিয়ালের কামড়

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর : শনিবার শিয়ালের কামড়ে দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তাঁদের মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের নাম অজিত বর্মন ও অন্তেশ্বর মাঝি। অজিত হাজরাহাটের দক্ষিণ ভাঙ্গামোড়ের বাসিন্দা। অন্তেশ্বরের বাড়ি বৈরাগীরহাটের দুয়াইসুয়াইতে। এদিন সকালে ধানখেতে ঘাস কাটতে গিয়ে অজিতকে শিয়াল কামড় দেয়। অন্যদিকে, এদিন ধানখেতে গিয়ে অন্তেশ্বর শিয়ালের আক্রমণের মুখে পড়েন।

প্রতিবাদ

পারডুবি, ১১ অক্টোবর : নাগরাকাটায় খগেন মুর্মু ও শংকর ঘোষের উপর হামলায় জড়িতদের শাস্তি, পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ সহ নানা দাবিতে শনিবার পারডুবিতে প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন সহ অন্যরা।

বৈঠক

পারডুবি, ১১ অক্টোবর : শনিবার মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবিতে সিপিএমের শাখা সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক কমিটির সদস্য আসিরুদ্দিন মিয়াঁ, ব্লক কমিটির সদস্য ভারতী বর্মন, অঞ্চল সম্পাদক উত্তম বর্মন প্রমুখ।

ইয়াবা সহ ধৃত

সাহেবগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : শুক্রবার রাতে সাহেবগঞ্জের খারুভাঁজ এলাকা থেকে ৪০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আবু তালেব আলি। তিনি শুকারুরকুঠি এলাকার বাসিন্দা। মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগুন

চৌধুরীহাট, ১১ অক্টোবর : দোকানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন। ঘটনাকে ঘিরে শনিবার হুলুস্থুল পড়ল বামনহাটের দক্ষিণ লাউচাপড়া এলাকায়। বিষয়টি নজরে আসতেই দোকান মালিক এবং স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আকর্ষণ হারাচ্ছে হরিণ উদ্যান

জামালদহ, ১১ অক্টোবর : কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহের হরিণ উদ্যান মিনি জু নামে পরিচিত। মেখলিগঞ্জের তিন বিঘা করিডর, জয়ী সেতুর পাশাপাশি জামালদহের হরিণ উদ্যান পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বর্তমানে সেই উদ্যানে হরিণ নেই। সেখানে খরগোশ ও অন্য কয়েকটি বন্যপ্রাণী ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। যে কারণে স্থানীয় বাসিন্দা সহ পর্যটকদের এখানে বেড়াতে এসে একপ্রকার হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। বনবিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে বিষয়গুলি জানালে সমস্যা মিটতে পারে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ১৯৮০ সালে রাজ্য সড়ক ১৬এ-র পাশে প্রায় সাড়ে তিন একর জমিতে হরিণ উদ্যানটি গড়ে ওঠে। শুরুতে বন দপ্তর তিনটি হরিণ (বার্কিং ডিয়ার প্রজাতির) উপহার দেয়। কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে সেখানকার প্রায় সমস্ত হরিণ মারা যেতে থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ী নির্মল পালের কথায়, 'এই উদ্যানকে কেন্দ্র করে জামালদহ একসময় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়। সরকারি উদ্যোগে পথসাথী গড়ে ওঠে। সেখানে বাইরে থেকে আসা মানুষের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন সেটি প্রায় অচলাবস্থায় পড়ে রয়েছে। এছাড়া এক বছর ধরে হরিণ না থাকায় উদ্যানটি দিন-দিন আকর্ষণ হারাচ্ছে।'

কয়েকদিন আগে শীতলকুচির বাসিন্দা অপূর্ব ঝাঁ পরিবার সমেত জামালদহের হরিণ উদ্যানে আসেন। হরিণ দেখতে না পেয়ে একপ্রকার মন খারাপ করে তাঁদের ফিরে যেতে হয়।

> **হতাশ পর্যটকরা**
>
> মেখলিগঞ্জের তিন বিঘা করিডর, জয়ী সেতুর পাশাপাশি জামালদহের হরিণ উদ্যান পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু
>
> বর্তমানে সেই উদ্যানে হরিণ নেই
>
> সেখানে খরগোশ ও অন্য কয়েকটি বন্যপ্রাণী ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না
>
> স্থানীয় বাসিন্দা সহ পর্যটকদের এখানে বেড়াতে এসে একপ্রকার হতাশ হয়ে ফিরতে হয়

স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল রায় বীরের বক্তব্য, 'শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম লাগোয়া এই উদ্যানটিতে হাতেগোনা কয়েকটি হরিণ ছিল। এক বছর ধরে তাও নেই। হরিণ দেখতে সকালে ও বিকেলে পর্যটকদের ভিড়ের দৃশ্য এখন শুধু স্মৃতি। আমরা চাই প্রশাসন এই হরিণ উদ্যানটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনুক।'

যদিও আশ্রমিক গোপীনাথ দে জানান, বয়সের কারণে অনেক হরিণ মারা গিয়েছে। পাশাপাশি সঙ্গিনীর অভাবে প্রজনন করানো সম্ভব হয়নি। অনেক জায়গায় বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে সাড়া পায়নি। সেজন্য বর্তমানে উদ্যান হরিণশূন্য।

বন্যপ্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও কাছ থেকে তাদের দেখার উদ্দেশে বন দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগে এই হরিণ উদ্যানটি গড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে সেটি হরিণশূন্য হয়ে পড়ায় এলাকাবাসীর মন খারাপ। তাঁদের আশা, আবার এই উদ্যানটি হরিণে ভরে উঠবে।

ফের পুড়ল ডাকঘরা বাজারের দোকান

মাথাভাঙ্গা, ১১ অক্টোবর : দু'দশক আগের অগ্নিকাণ্ড থেকেও শিক্ষা পায়নি ডাকঘরা বাজার। তৈরি হয়নি অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। আগুন সহজে আয়ত্তে আনার জন্য বানানো হয়নি জলাধারও। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ফের একটি দোকান আগুন লেগে পুড়ে গেল। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই শীতলকুচি ব্লকের বড়কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকঘরা বাজারে নিজের দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান পঞ্চম পাল। রাত এগারোটার দিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। খবর পেয়ে শীতলকুচি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনদিকে দেওয়াল এবং দোকানের শাটার বন্ধ থাকায় আগুন পার্শ্ববর্তী দোকানে ছড়িয়ে পড়েনি। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় শর্টসার্কিটকে কারণ মনে করা না হলেও, মোমবাতি বা ধূপকাঠি থেকে এই অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন দমকলকর্মীরা।

এই ঘটনার জেরে ডাকঘরা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুজিত সিংহ আরএমসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আরএমসি নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহ করলেও বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়ন বা অগ্নিনির্বাপণের সুবিধার্থে জলাধারের ব্যবস্থা করেনি। ডাকঘরার বাসিন্দা রাজীবকুমার সিংহ বলেন, বছর কুড়ি আগে ডাকঘরা বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ৬৫টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ও জলের সমস্যার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছিল দমকলকর্মীদের। অথচ এই দুই দশকেও আরএমসির হুঁশ ফেরেনি। বড়কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জলি বর্মনের কথায়, বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে ডাকঘরা বাজার।

তবে শুধু ডাকঘরা বাজার নয়, মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্যান্য বাজারেও একই সমস্যা। মাথাভাঙ্গায় অতীতের অগ্নিকাণ্ডের পর জলাধার তৈরির দাবি উঠলেও, জমির অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, মাথাভাঙ্গা বাজার সংলগ্ন স্থানে জলের উৎস না থাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে তা ভয়াবহ পরিস্থিতি নেবে।

ডাকঘরা বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আরএমসি কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন জানান, আরএমসি নিয়ন্ত্রিত হাটবাজারে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে শীঘ্র আলোচনা হবে এবং পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে।

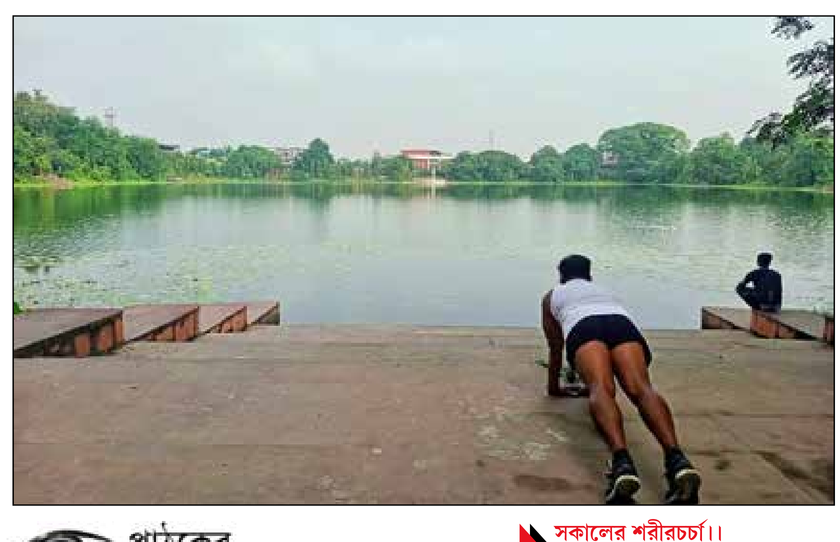

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সকালের শরীরচর্চা।। কোচবিহারের সাগরদিঘিতে ছবিটি তুলেছেন শুভজ্যোতি রায়।

প্রদীপ জ্বললে হাসি ফোটে নমিতাদের

অমৃতা চন্দ

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর : আলোর উৎসব দীপাবলি যতই কাছে আসে দিনহাটার আটিয়াবাড়ি ভাংনি প্রথম খণ্ড এলাকার গ্রামগুলোতে তত বাড়তে থাকে ব্যস্ততা। তবে এ ব্যস্ততা শুধু উৎসবের সাজসজ্জাতেই থেমে থাকে না। বরং রূপ নেয় জীবিকার লড়াইয়ের। এখানকার মহিলারা হাতে তুলে নিয়েছেন পূর্বপুরুষের বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য, মাটির প্রদীপ তৈরির কাজ। একসময় যা ছিল তাঁদের পরিবারের প্রজন্মের কাজ, এখন তাই হয়ে উঠেছে তাঁদের আয়ের অন্যতম উৎস।

স্থানীয় বাসিন্দা নমিতা পাল বলেন, 'আগে আমাদের দাদু-ঠাকুরদারা এই কাজ করতেন। পরে অনেকে অন্য পেশায় চলে যান। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি, এই কাজ বন্ধ হতে দেব না। দীপাবলির আগে থেকে আমরা সবাই মিলে প্রদীপ বানানো শুরু করি।' তাঁর সঙ্গে কাজ করেন শেফালি পাল, কমলা পাল সহ আরও কয়েকজন মহিলা। সকালে গৃহস্থালির কাজ সেরে তাঁরা দলবেঁধে বসেন মাটির প্রদীপ বানাতে। তাঁদের কথায় জানা যায়, বাড়ির পুরুষেরা জমি থেকে মাটি তুলে এনে দেন। সেই মাটি কেটে, চেলে ও নরম করে আকার দেন মহিলারা। এরপর প্রদীপগুলো রোদে শুকিয়ে আগুনে পোড়ানো হয়। একটি শাটে প্রায় সত্তরটি প্রদীপ তৈরি হয়, যা তাঁরা বাজারে বিক্রি করেন ১০০ টাকায়।

শেফালি বলেন, 'সব মিলিয়ে দীপাবলির সময় প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারি।'

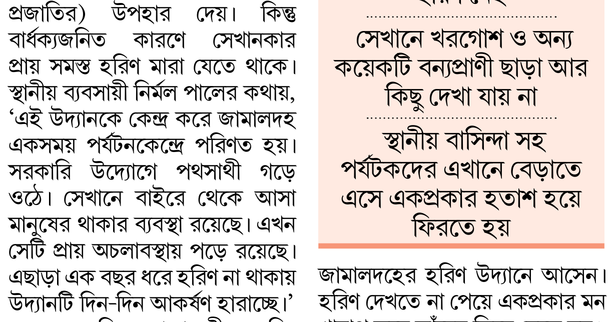

আটিয়াবাড়ি ভাংনি প্রথম খণ্ড এলাকায় প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত এক মহিলা।

তবে শুধু প্রদীপ নয়, বছরের অন্য সময়ে এই মহিলারা ঘট, ধুপ্তি ও অন্য মাটির সামগ্রীও তৈরি করেন। কিন্তু সেগুলোর তেমন বিক্রি হয় না বলে জানান শেফালি। তিনি বলেন, 'সারাবছর চাহিদা না থাকলেও দীপাবলির সময় চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। তখনই আমাদের মুখে হাসি ফোটে।'

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা মনোরঞ্জন পাল বলেন, 'এই কাজ একসময় পুরোপুরি হারিয়ে যাচ্ছিল। এখন মেয়েরা সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছেন। এতে যেমন সংস্কৃতি বাঁচছে, তেমনি তাঁদের সংসারেও কিছুটা সচ্ছলতা এসেছে।'

দীপাবলির আলো শুধু ঘরে নয়, মুখেও হাসি ফোটাচ্ছে আটিয়াবাড়ির এই মৃৎশিল্পীদের। ঐতিহ্যের সঙ্গে জীবিকার এই সুন্দর মেলবন্ধনই বলে দিচ্ছে, আলোর উৎসব মানে শুধু সাজ নয়, স্বপ্নকেও আলোকিত করা।

সম্মেলন

দিনহাটা ও চৌধুরীহাট, ১১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কোচবিহার জেলা সম্মেলন আয়োজিত হল দিনহাটায়। শনিবার বজলে রহমান গোষ্ঠীর ডাকে ওই সম্মেলন হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান, সম্পাদক নাসিরউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। সম্মেলনে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে আলোচনা হয়। অন্যদিকে, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ। শনিবার সংগঠনের আমিনাল হক গোষ্ঠীর তরফে খাটামারি বাজার এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তথা নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান আমিনাল হক সহ অন্যরা।

বাড়ি ভাঙচুর

৩ অক্টোবর

দুর্গাপুজোর আবহেও এড়ানো গেল না রাজনৈতিক সংঘাত। দশমীর রাতে দিনহাটার ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৪ জন বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করা হল। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের।

৪ জনের মৃত্যু

৩ অক্টোবর

দশমীতে ধূপগুড়িতে এশিয়ান হাইওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় চারজনের। গাড়িটি রাস্তার পাশের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়।

পেটের রোগ

৪ অক্টোবর

পেটের রোগে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ৪ জনের মৃত্যু হল। সেইসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ১১ জন। কী থেকে সেই রোগের প্রকোপ তা খুঁজতে নাজেহাল আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

খগেনের রক্ত

৬ অক্টোবর

বামনডাঙ্গা চা বাগানে দুর্গতদের দেখতে এসে হামলার মুখে পড়লেন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষ। গুরুতর জখম হন খগেন। তাঁদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

কেবল টাকার সম্পর্ক

অভিজিৎ ঘোষ

উত্তরের পর্যটন ব্যবসায় অনেকের ‘ইনভেস্টমেন্ট’ থাকলেও ‘ইনভলভমেন্ট’ কতটা থাকে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। আর বিপর্যয়ের ক্ষতির পর সেই প্রশ্ন আরও গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে বিনিয়োগ করলেও ব্যবসার দিকে অনেকেরই নজরদারি নেই। মাথাব্যথাও নেই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, শুধু কি কালো টাকা সাদা করতেই এই বিনিয়োগ?

প-তে প্রকৃতি, প-তে পরিবেশ, প-তে পর্যটন। সবগুলোর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত উত্তরবঙ্গ। উত্তরের পরিবেশের বৈচিত্র্যের যেমন আলাদা গুরুত্ব রয়েছে, তেমনই উত্তরের পরিবেশকে ঘিরে যে পর্যটন শিল্প তৈরি হয়েছে তার ব্যাপ্তি ও প্রভাবও অনেক বড়। সম্প্রতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরের পাহাড় থেকে ডুয়ার্স যখন পর্যটন ক্ষেত্রে বড় ফাঁপরে পড়েছে তখন সেটার লাভ-লোকসান নিয়েও চর্চা কম নয়। আর লাভ-লোকসানের কথা বললেই আসবে বিনিয়োগের কথা। উত্তরের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে বরাবর চর্চায় থেকেছে ‘বহিরাগতরা’। যেমন আলিপুরদুয়ার বা জলপাইগুড়ি জেলা বা পাহাড়ের বিভিন্ন হোমস্টে’র কথাই ধরা যাক। সেখানে বিনিয়োগ কখনও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, কখনও সেই বিনিয়োগ উত্তরের গণ্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকেও এসেছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা থেকে প্রচুর বিনিয়োগ রয়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার হোমস্টে, লজ বা রিসর্টে।

তবে উত্তরের পর্যটন ব্যবসায় অনেকের ‘ইনভেস্টমেন্ট’ থাকলেও ‘ইনভলভমেন্ট’ কতটা থাকে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। আর বিপর্যয়ের ক্ষতির পর সেই প্রশ্ন যেন আরও গুরুত্ব পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে বিনিয়োগ করলেও ব্যবসার দিকে অনেকেরই নজরদারি নেই। মাথাব্যথাও নেই অনেকের। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে শুধু কি কালো টাকা সাদা করতেই এই বিনিয়োগ? এই পুরো বিষয়টি বুঝতে হলে আগে বিনিয়োগের ধরন বুঝতে হবে। উত্তরবঙ্গের পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় যে হোমস্টে, লজ, রিসর্ট রয়েছে সেখানে মূলত তিন ধরনের বিনিয়োগ করা রয়েছে। প্রথমত, বিনিয়োগকারী নিজে জমি কিনে কোনও প্রপার্টি তৈরি করে নিজে চালাচ্ছেন বা অন্য কাউকে সেটা চালানোর জন্য লিজে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, জমি সহ কোনও প্রপার্টি লিজ নেওয়া। আর তৃতীয়ত, জমির মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে সেই জমিতে কোনও প্রপার্টি তৈরি করা। সেই প্রপার্টি থেকে যে আয় হবে সেটা নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে নেওয়া জমির মালিকের সঙ্গে। কখনও সেটা ৭৫:২৫, কখনও ৭০:৩০, আবার কখনও ৬৫:৩৫ শতাংশের অনুপাতের মধ্যেই থাকে। এক্ষেত্রে অনেক সময় যে জমির মালিক তাঁকেই কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রপার্টিতে।

উত্তরবঙ্গের পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় যে হোমস্টে, লজ, রিসর্ট রয়েছে সেখানে মূলত তিন ধরনের বিনিয়োগ করা রয়েছে। প্রথমত, বিনিয়োগকারী নিজে জমি কিনে কোনও প্রপার্টি তৈরি করে নিজে চালাচ্ছেন বা অন্য কাউকে সেটা চালানোর জন্য লিজে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, জমি সহ কোনও প্রপার্টি লিজ নেওয়া। আর তৃতীয়ত, জমির মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে সেই জমিতে কোনও প্রপার্টি তৈরি করা। সেই প্রপার্টি থেকে যে আয় হবে সেটা নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে নেওয়া জমির মালিকের সঙ্গে।

বিশেষ করে বনবস্তির জমি বা তপশিলি উপজাতির জমি কিনতে না পারায় এইভাবে বিনিয়োগ হয়। আবার পর্দার আড়াল থেকেই জমির মালিকের মাধ্যমে অনেকেই বিনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসক, বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা বা বড় ব্যবসায়ীরা তাঁদের কালো টাকা বিনিয়োগও করেন। এই কালো টাকা যাঁরা বিনিয়োগ করেন, তাঁদের ব্যবসা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা নেই। তবে যাঁরা সত্যিই ব্যবসা করার জন্য বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে বিনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই শুধু লাভের গুড় খান। আর বেশিরভাগ কাজের দায়িত্ব থাকে জমির মালিকের উপরই। যিনি ছিলেন জমির মালিক, তিনি অজান্তেই একসময় সেই প্রপার্টির কেবল একজন কর্মী হয়ে ওঠেন। ব্যবসায় ক্ষতি, বিভিন্ন কাজ নিয়ে বিনিয়োগকারীর তেমন চিন্তা থাকে না। এই তালিকায় দক্ষিণের বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাই বেশি। দিন-দিন এই ট্রেন্ড বাড়ছে। তবে সব পর্যটনকেন্দ্রে এই বিনিয়োগের পেটার্ন কিন্তু একরকম নয়। জায়গাভিত্তিক ধরনধারণ আলাদা হয়।

যেমন কোনও পর্যটনকেন্দ্রে স্থানীয় বিনিয়োগ বেশি। কোনও জায়গায় বাইরের বিনিয়োগ বেশি। বাইরের বিনিয়োগ বেশি থাকলেও এবং বিনিয়োগকারীর প্রপার্টিতে নজর না থাকলে কী হতে পারে, তা সাম্প্রতিক দুর্যোগের পর কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। অনেক প্রপার্টি দুর্যোগে ক্ষতি হলেও সেগুলো সংস্কার করা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ নেই। পর্যটন বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন, এটার পিছনেও দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথমত, কালো টাকা বিনিয়োগ যাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের কাছে প্রপার্টি নিয়ে তেমন চিন্তা নেই। আর যাঁরা সত্যিই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, এই পর্যটন শিল্পের প্রসারে বিনিয়োগ করেছেন, তাঁদের উপযুক্ত স্বীকৃতি মেলেনি। পর্যটন বিশেষজ্ঞ রাজ বসু মনে করেন, শিল্প বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সম্মেলন করা হয়। উত্তরের পর্যটন শিল্পে অনেকেই নিজে থেকে এসে বিনিয়োগ করেছেন। তবে বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন মহল থেকে গুরুত্ব ও স্বীকৃতি না পাওয়ায় এই পথ থেকে চোখ ফিরিয়েছেন।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক সম্রাট সান্যাল মনে করেন, স্থানীয় বিনিয়োগ হলেই ব্যবসার গুরুত্ব থাকে। কেননা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিজেদের মতো করে পুরো কাজটা করতে পারেন এবং সেই প্রপার্টিতে, সেখানের পরিবেশে বা খাওয়াদাওয়ায় স্থানীয় ছোঁয়া থাকে। এটা পর্যটকদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই বিনিয়োগ নিয়ে অনেক স্থানীয় ব্যবসায়ীর জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। কোনও প্রপার্টির ক্ষতি হলেও সেটা নিয়ে অনেক বিনিয়োগকারীর কোনও মাথাব্যথা নেই। আবার যে কোনও বিপর্যয় হলে যে হোমস্টে, লজ, রিসর্টের কর্মীরা অসহায় হয়ে পড়তে পারেন, সেটারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া বন্যা পরিস্থিতিতে ডুয়ার্সের যে সব এলাকায় ক্ষতি হয়েছে সেখানে আটকে থাকা পর্যটকদের পাশে সহানুভূতি নিয়ে দাঁড়ালেও, যাকে বলে টেকনিকাল সাহায্য, তা কিন্তু করতে পারেননি সেইসব প্রপার্টির কর্মীরা। কারণ তাঁদের তো বিপর্যয় মোকাবিলার প্রাথমিক প্রশিক্ষণটুকু দেওয়াই হয়নি কোনওদিন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় যে লজ, হোমস্টে, রিসর্টগুলো রয়েছে সেখানকার কর্মীদের বিপর্যয় মোকাবিলার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। এতে যে কোনও বিপদ হলে পর্যটকদের প্রাথমিক সাহায্যটুকু করতে পারবেন তাঁরাই। বন দপ্তর, পুলিশ, প্রশাসনের ভরসায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে না।

মায়াবী কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘুম থেকে। ছবি সৌজন্যে : অগ্নিশ্বর ঘোষাল

শুনসান মিরিক লেন। ছবি : দীপ সাহা

রাস্তায় ধস

হোক ঘুরে দাঁড়ানোর কথাও

সানি সরকার

দীর্ঘ বছর ধরে অত্যাচার সহ্য করতে করতে এখন প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। যার শেষ কোথায়, কেউ জানে না। তাহলে কি থমকে যাবে জীবন, পাহাড়ি পর্যটন? একদম নয়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই যেহেতু সম্ভব নয়, ফলে প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে।

অক্টোবরের শুরুতেই সিকিমের জিরো পয়েন্ট শ্বেতশুভ্র। তুষারপাতের অপেক্ষায় থাকা সান্দাকফুতেও ট্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে এখন আগের মতো আগ্রহটা আর দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না তুষারপাতের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার ঘটনাও। পরিবর্তে পাহাড়-সমতলের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি এবং দুর্যোগ নিয়ে চর্চা, নানান আলোচনা। যেখানে নেই জীবনসংগ্রামের কথা, ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা বা শক্তি জোগানোর প্রয়াস।

আছে ক্ষতির অঙ্ক কষা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত উত্তরে আর ১০টি ক্ষেত্রের সঙ্গে মাটিতে মিশেছে পর্যটন। প্রাথমিক হিসেবেই কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি পর্যটনে। পুজো পর্যটন শুরু হতেই যদি এমন ঝটকা লাগে, তবে তো চরম মূল্য দিতে হবেই। দিচ্ছেন পাহাড়িয়ারা। বিকল্প আয়ের পথ তেমনভাবে না থাকাতেই তাঁরা পর্যটনকে আকড়ে বাঁচেন এবং বাঁচতে চান। পর্যটকদের পা পড়লে তাঁদের মুখে হাসি ফেরে। আতিথেয়তার মধ্যে দিয়ে ঘরে নিয়ে যান আনাজ। সেই রোজগারের পথে যেন অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে প্রকৃতি। তাই পাহাড়ের সর্বত্র এখন হাহাকার, আর্তনাদ। ভবিষ্যতের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। কীভাবে এমন দুর্যোগ থেকে মুক্তি মিলবে, বুঝে উঠতে পারছেন না তেমন কেউই।

কিন্তু বাস্তব হল, জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তনে এমন দুর্যোগ ভবিষ্যতে পদে পদে ঘটবে। যার প্রমাণ মিলছে নানান ঘটনায়, গত কয়েক বছর ধরে। মেঘভাঙা বৃষ্টি এখন পাহাড়ি অঞ্চলে অপরিচিত নয়। এক ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে প্রায়সময়ই। টানা কয়েকদিন শুষ্ক থাকার পর যখন এমন বৃষ্টি হচ্ছে, তখন তা ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেহেতু নদীর ব্যাপ্তি ও গভীরতা কমে গিয়েছে ড্রেজিং ও দখলদারিতে, ফলে হড়পার সংখ্যাও বাড়ছে। ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। হড়পা সবসময়ই চলার পথে সামনে যা পায়, তা ভেঙে গুঁড়িয়ে নিয়ে নীচে নামতে চায়। চরম মূল্য দিতে হচ্ছে মানুষকেই। পাহাড়ে নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তার ধারের কংক্রিটের নিকাশিনালা। একসময় মাটির নালা থাকায়, বৃষ্টি হলে কিছুটা জল চলে যেতে পারত ভূপৃষ্ঠের গভীরে। কিন্তু এখন সে উপায় নেই। কংক্রিটের নালা উপচে রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে জল বইতে থাকে। যা রাস্তাকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলে ভূমিধস ঘটাচ্ছে। দিনের পর দিন বন্ধ থাকছে রাস্তা। বিপর্যস্ত হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। বৃক্ষচ্ছেদনের ফল ভুগতে হচ্ছে নিয়মিত ধসের মধ্যে দিয়েও।

সাম্প্রতিক যে দুর্যোগ ঘটেছে উত্তরে, তার ধ্বংস রূপ দেখে প্রবল বৃষ্টিকে দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু প্রবল বর্ষণ নয়, সঙ্গে সিরিয়াল লাইটনিং বা বজ্রপাত ঘটেছিল সেদিন। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বজ্রপাতই। জলবায়ুর পরিবর্তনে পালটে যাওয়া আবহাওয়ায় ভবিষ্যতে বজ্রপাত এবং তাতে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা বাড়বে বলেই আশঙ্কিত আবহবিদরা। কেননা, সংখ্যার নিরিখে ভয়টা বেশি নয়, ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বজ্রপাতের ধংসাত্মক ক্ষমতা। যেহেতু ক্রমশই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে অনায়াসে। বজ্রপাতও ঘটছে। এমন সব ঘটনার পিছনে কিন্তু রয়েছে মানুষের হাত এবং প্রশাসনিক উদাসীনতা। রাজনৈতিক মদত ও হস্তক্ষেপও সমানভাবে দায়ী।

আসলে সকলের যেমন একটা সহ্য ক্ষমতা রয়েছে, তেমন প্রকৃতিরও আছে। দীর্ঘ বছর ধরে অত্যাচার সহ্য করতে করতে এখন প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। যার শেষ কোথায়, কেউ জানে না। এমনকি বুঝতে পারছেন না আবহবিদরাও। তাহলে কি থমকে যাবে জীবন, পাহাড়ি পর্যটন? একদম নয়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই যেহেতু সম্ভব নয়, ফলে প্রকৃতির সঙ্গেই চলতে হবে নানান ঝড়ঝাপটা সামলে। ভবিষ্যতের জন্য চাই শুধু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। প্রয়োজন অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ বন্ধে কড়া পদক্ষেপ, বেশি সংখ্যক শেলটার হাউস এবং আবহাওয়ার মতিগতির ওপর নজর রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। ৪ অক্টোবর রাতে প্রবল বর্ষণ হয়েছে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সিকিম পাহাড়েও। কিন্তু সিকিমে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কারণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস মতো সিকিম প্রশাসন ধসপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা আগে, দিনের আলোতে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই জল যাতে সহজে নদীতে মিশতে পারে, তার পথ তৈরি করে দিয়েছিল। সজাগ ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরও।

বাংলা ঠেকে শিখলে মঙ্গল।

আলোর উৎসবে অন্ধকার

সপ্তর্ষি সরকার

যে মানুষগুলো আজ বানভাসি, সর্বহারা হয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইছেন, সেই মানুষগুলোই সচরাচর ধূপগুড়ির কালীপুজোর প্রাণ। তাঁরাই রাতে শহরের মণ্ডপে মণ্ডপে হাজির হন বলেই জৌলুস আসে উৎসবে। বিপর্যস্ত সেই মানুষগুলোকে নিশ্চয়ই এবারে মিস করবে ধূপগুড়ির কালীপুজো। এমন লাখো মানুষ যখন বিপর্যয়ের মুখে তখন পুজোর জৌলুস কমবে বৈকি।

কয়েকদিন আগে যে দুর্গাপুজো হল, তাতে দেবী দুর্গা মূল চরিত্রে ঠিকই, তবে মজার ব্যাপার হল দেবীর প্রতিমা গড়া থেকে শুরু করে পুজো করা, কেনাবেচা, বিসর্জন, আনন্দ সবেতেই মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য। সোজা কথা বললে, নামে দেবদেবীকে ঘিরে ধর্মীয় উৎসব হলেও কাজে মানুষেরই জয়জয়কার। এই যে কয়েকদিন পর কালীপুজো আসছে, তাতেও কিন্তু খাতায়-কলমে দেবী কালিকার উপাসনা হলেও রাত জেগে বাজি পোড়ানো, আনন্দ, উৎসব সবেতেই শামিল হবে সেই মানুষই। সম্ভবত সেই কারণেই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় লিখে গিয়েছেন, ‘মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার পরে, করে দেব মহিমা নির্ভর।’

মানুষ ও দেবতাদের এমন ঘোরপ্যাঁচ সমীকরণের মধ্যে আপাতত মানুষই বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে। কেন? অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরাকে একসময় লোকে দৈব দুর্বিপাক বলত। সেই দুর্বিপাকেই আপাতত পশ্চিম ডুয়ার্সজুড়ে মানুষের জীবন ছারখার। বানের জলে নিশ্চিহ্ন হয়েছে মাথা গোঁজার ঠাঁই, ভেসেছে সহায়সম্বল, হারিয়েছে পরিজন, ডুবে মরেছে সাধের পোষ্য। এক রাতে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টি খেপিয়ে তুলেছিল জলঢাকা, গাঠিয়া, ডায়নাকে। সেই প্রলয়ে ধুয়েমুছে সাফ লাখো মানুষের জীবন, জীবিকা, ঘরবাড়ি, চাষাবাদ। রাত পোহাতেই শুরু হয়েছে ত্রাণ, পুনর্বাসন। স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চললেও বানভাসি মানুষের জীবনে পড়া পলির স্তর সরিয়ে ছন্দে ফেরা অত সহজ নয়। এদিকে, আলোর উৎসব থুড়ি, দীপাবলির আর দিন সাতেকই বাকি। তবে জীবন যখন তার নিজস্ব ছন্দে থাকে না, তখন উৎসব মোটেই আনন্দ দেয় না। ধূপগুড়ি আর ময়নাগুড়ির স্বনামধন্য কালীপুজোতেও তাই সেসব বানভাসি মানুষের শোকের ছায়া যে পড়বেই, সেকথা বলাই বাহুল্য।

যদি মনে করেন, তিনটি ব্লকের নদীপাড়ের মানুষের বানভাসি হওয়ার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মেগা কালীপুজোর জৌলুস কমার সম্পর্ক থাকাটা একেবারেই সম্ভব নয়, তাহলে একটু তলিয়ে দেখতেই হবে। একদিনের কালীপুজো এবং দীপাবলিকে ঘিরে যে দিন সাতেক ধরে রাতজাগা, জনসমাগম হয় ধূপগুড়ি শহরে, সেই লোকগুলো কিন্তু খড়-মাটি-রং দিয়ে গড়া নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। মেরেকেটে যে শহরে লাখ খানেক লোকের বাস, সেই শহরে প্রতি রাতে যে লাখো লাখো লোকের ভিড় হয়, তার অধিকাংশই বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থী। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, যে মানুষগুলো আজ বানভাসি, সর্বহারা হয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইছেন, সেই মানুষগুলোই সচরাচর ধূপগুড়ির কালীপুজোর প্রাণ। তাঁরাই রাতে শহরের মণ্ডপে মণ্ডপে হাজির হন বলেই জৌলুস আসে উৎসবে। বিপর্যস্ত সেই মানুষগুলোকে নিশ্চয়ই এবারে মিস করবে ধূপগুড়ির কালীপুজো। এরাই তো তাঁরা, যাঁরা রাত জেগে লাইন দিয়ে মণ্ডপে ঢোকেন, চাউমিন, এগরোল, মোগলাইয়ের দোকানে ভিড় জমান, নাগরদোলা চড়েন, গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিস কিনে বাড়ি ফেরেন। শয়ে বা হাজারে নয়, এমন লাখো মানুষ যখন বিপর্যয়ের মুখে তখন পুজোর জৌলুস কমবে বৈকি। শহরের এক পুজো কর্মকর্তা সুব্রত বসুর কথায়, ‘সহ নাগরিকদের একটা বড় অংশ যখন বন্যাবিধ্বস্ত, তখন উৎসবে তার ছায়া পড়বেই। বাস্তব হল এই মানুষগুলোকে ছাড়া আয়োজনও অসম্পূর্ণ। আমরা চাইছি দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দ ফিরুক জলঢাকাপাড়ের মানুষের জীবনে।’

এক রাতে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টি খেপিয়ে তুলেছিল জলঢাকা, গাঠিয়া, ডায়নাকে। সেই প্রলয়ে ধুয়েমুছে সাফ লাখো মানুষের জীবন, জীবিকা, ঘরবাড়ি, চাষাবাদ। স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চললেও বানভাসি মানুষের জীবনে পড়া পলির স্তর সরিয়ে ছন্দে ফেরা অত সহজ নয়। এদিকে, আলোর উৎসব থুড়ি, দীপাবলির আর দিন সাতেকই বাকি।

কালীপুজো ছাড়াও ধূপগুড়ির আরেক পরিচয় আলুর শহর হিসেবে। উত্তরবঙ্গের আলুর হাব এই জনপদ। একদিকে যখন কালীপুজোর শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে অন্যদিকে তখন প্রাক মরশুমি পোখরাজ আলুর বীজ নামতে শুরু করেছে আড়তগুলোয়। আগরি বা জলদি জাতের সেই আলুর মূল গন্তব্য নদীচর এলাকা। সেখানে আপাতত বানে ভেসে আসা পলির আস্তরণ। ধূপগুড়িতে চালু প্রবাদ ‘আলু ভালো তো সব আলো।’ সেই আলুর বাজার গত মরশুম থেকেই মন্দার কবজায়। এবারের শুরুটাও প্লাবনের জেরে আপাতত অন্ধকারে। দীপাবলির আলোয় সেই অন্ধকার কাটবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে এ তল্লাটের সবাই। পুজো যেমন এই শহরে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, ঠিক তেমনি আলুও এখানে নিছক সবজি নয়। বীজ থেকে চাষ হয়ে কোল্ড স্টোরে লোডিং আবার আনলোড হয়ে বাজারজাত হওয়া অবধি এর সঙ্গে জড়িত লাখো লাখো মানুষের রুজিরুটি। সেই আলু যখন ভালো নেই তখন উৎসবে আলো কতটা জ্বলবে তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই।

হেমন্তের গোড়ায় এই বান শেষ করেছে শিম, মুলো, ফুলকপি, বেগুনের মতো শীতকালীন আগুরি বা প্রাক মরশুমি সব ফসল। চাষের জমিতে সেই ধাক্কাও কালীপুজো ও দীপাবলির আলোর ওপর কালো ছায়া ফেলছে। দীপাবলি আখেড়ে ঘরে ফেরার উৎসব। বনবাস শেষে রামচন্দ্রের সস্ত্রীক বাড়ি ফেরাকে কেন্দ্র করে যে আলোর উৎসবের অবতারণা তার মুখেই সব হারিয়ে বাড়িছাড়া নদীপাড়ের বহু মানুষ। তাঁদের ঘরে কবে কখন ফের আলো জ্বলবে তা এখনও থকথকে পলির নীচে চাপা।

দু’কূল ছাপিয়ে জলঢাকা ফের শান্ত, নিরীহ রূপে ফিরতে চাইছে। তবে তার ধ্বংসলীলার ছাপ এত সহজে মোছার নয়। সেই ছাপ ধূপগুড়ির মেগা কালীপুজোর আবহেও। সব অন্ধকার, সংশয়, দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা কাটিয়ে ধূপগুড়ির কালীপুজো স্বমহিমায় ফিরবে কি না তা জানতে এখনও কিছুটা সময় বাকি। তবে সহ নাগরিকদের ছেড়ে এ শহর উৎসবে মাততে চায়নি কোনওদিনই। তাই বানভাসি পরিবারে আলো ফেরার আশায় সকলে।

হম জহাঁ খড়ে হোতে হ্যায়... ৮৪তম জন্মদিনে অনুরাগীদের সামনে বিগ বি। শনিবার মুম্বইয়ে।

আফগান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রকেও তোপ বিরোধীদের

সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাত্য মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক মসৃণ করার রাস্তায় হাঁটছে ভারত। কিন্তু তা করতে গিয়ে নারী স্বাধীনতা নিয়ে আফগানিস্তানের গোঁড়া অবস্থানের জন্য বিপাকে পড়েছে কেন্দ্র। শুক্রবার চাণক্যপুরীস্থিত আফগান দূতাবাসে সেদেশের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনও মহিলা সাংবাদিককে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র কয়েকজন পুরুষ সাংবাদিক তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং মুত্তাকির বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতেও নারী অধিকার বা নারী স্বাধীনতা সংক্রান্ত কোনও উল্লেখ না থাকায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে মোদি সরকার। সাংবাদিক মহল তো বটেই, নেট নাগরিকরাও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এই ঘটনায়। বিতর্কের মুখে কেন্দ্রের সাফাই, আফগান দূতাবাসে মহিলা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকের কোনও ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তাতে ক্ষোভ থামছে না।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বক্তব্য, 'আমাদের সরকার কীভাবে তালিবানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে পূর্ণ প্রোটোকলের সঙ্গে ভারতের মাটিতে মহিলা সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে 'শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য' সাংবাদিক সম্মেলন করার অনুমতি দেয়? এবং কেন আমাদের মেরুদণ্ডহীন পুরুষ সাংবাদিকরা ঘরেই থেকে গেলেন?'

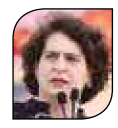

যদি মহিলাদের অধিকারের প্রতি আপনার স্বীকৃতি কেবল নির্বাচনের সময়কার রাজনৈতিক প্রদর্শন না হয়, তাহলে কীভাবে ভারতের সবচেয়ে দক্ষ মহিলা সাংবাদিকদের এমন অপমানিত হতে দেওয়া হল?

প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা

আমাদের সরকার কীভাবে তালিবানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে পূর্ণ প্রোটোকলের সঙ্গে ভারতের মাটিতে মহিলা সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে 'শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য' সাংবাদিক সম্মেলন করার অনুমতি দেয়? কেন আমাদের মেরুদণ্ডহীন পুরুষ সাংবাদিকরা ঘরেই থেকে গেলেন?

মহুয়া মৈত্র

তালিবান নারীকে মানুষই মনে করে না, তাই তাদের মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয় না। তালিবানদের কাছে মহিলাদের ঘরে থাকা, সন্তান জন্ম দেওয়া এবং স্বামী ও সন্তানদের সেবা করাই মূল কর্তব্য।

তসলিমা নাসরিন

মহুয়ার বক্তব্য, 'তালিবান মন্ত্রীকে মহিলা সাংবাদিকদের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়ে সরকার প্রতিটি ভারতীয় মহিলাকে অসম্মান করেছে। লজ্জাজনক মেরুদণ্ডহীন ভণ্ডদের দল।' কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'যদি মহিলাদের অধিকারের প্রতি আপনার স্বীকৃতি কেবল নির্বাচনের সময়কার রাজনৈতিক প্রদর্শন না হয়, তাহলে কীভাবে ভারতের সবচেয়ে দক্ষ মহিলা সাংবাদিকদের এমন অপমানিত হতে দেওয়া হল?'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'যখন আপনি মহিলা সাংবাদিকদের কোনও পাবলিক ফোরাম থেকে বাদ দিতে দেন, তখন আপনি ভারতের প্রতিটি নারীকে বোঝান যে, তাঁদের হয়ে দাঁড়ানোর মতো সাহস আপনার নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'নারীদের সমান অংশগ্রহণের অধিকার আমাদের সংবিধান স্বীকৃত করেছে। এই দেশে যেভাবে নারীদের দমন করে, সেই মানসিকতাকেই ভারত সরকার কূটনৈতিক প্রোটোকলের মাধ্যমে এখানে স্থান দিয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরমের বক্তব্য, 'পুরুষ সাংবাদিকদের উচিত ছিল তখনই প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসা, যখন তাঁরা দেখলেন তাঁদের মহিলা সহকর্মীদের বাদ দেওয়া হয়েছে।'

বৈষম্যের মুখে আপনার নীরবতা নারী শক্তি স্লোগানের ফাঁপা বাস্তবতাকেই প্রকাশ করছে।' বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীর মেয়ে তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক সুহাসিনী হায়দারও বলেন, 'তালিবান তাদের

সাউথ ব্লকের অবশ্য দাবি, আফগান বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের আমন্ত্রণপত্র তাদের তরফে পাঠানো হয়নি। বরং মুম্বইস্থিত আফগানিস্তানের কনসাল জেনারেলই নিজস্বভাবে নির্বাচিত সাংবাদিকদের কাছে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা বর্তমানে মুত্তাকির সফরের জন্য দিল্লিতে রয়েছেন। মন্ত্রকের বক্তব্যে স্পষ্ট করা হয়েছে, আফগান দূতাবাসের এলাকা ভারতের সরকারি এক্তিয়ারের বাইরে।

এদিকে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেন, 'তালিবান নারীকে মানুষই মনে করে না, তাই তাদের মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয় না। আফগান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। কিন্তু কোনও মহিলা সাংবাদিককে ঢুকতে দেননি। তালিবানদের কাছে মহিলাদের ঘরে থাকা, সন্তান জন্ম দেওয়া এবং স্বামী ও সন্তানদের সেবা করাই মূল কর্তব্য।' তিনি আরও বলেন, 'এই নারী বিদ্বেষী পুরুষেরা ঘরের বাইরে কোথাও মেয়েদের দেখতে চায় না-- না স্কুলে, না কর্মক্ষেত্রে। কারণ তারা নারীদের মানুষ বলে মনে করেন না। যদি পুরুষ সাংবাদিকদের সামান্যও বিবেক থাকত, তাহলে তারা এই বৈঠক থেকে উঠে যেত। নারী বিদ্বেষের ভিত্তিতে তৈরি রাষ্ট্র আসলে এক বর্বর রাষ্ট্র, যাকে কোনও সভ্য দেশের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়।'

মমতার পথে পদক্ষেপ, উচ্ছ্বসিত তৃণমূল

স্ট্যালিনের রাজ্যেও 'পাড়ায় সমাধান'

চেন্নাই ও কলকাতা, ১১ অক্টোবর : আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তৃণমূল বেছে নিয়েছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে। মানুষের মনের নাগাল পেতে জোড়া ফুলের এহেন কর্মসূচির দেখাদেখি এবার তামিলনাড়ুর এমকে স্ট্যালিনের সরকারও অনুরূপ একটি পদক্ষেপ করেছে। 'নাম্মা উরু, নাম্মা আরাসু' বা আমাদের গ্রাম, আমাদের সরকার শীর্ষক কর্মসূচি চালু হয়েছে তামিলনাড়ুতে। তাতে রাজ্যজুড়ে গ্রাম সভাগুলির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। স্থানীয় প্রশাসনে আরও বেশি করে মানুষজনের যোগদান এবং উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। অন্তত ১০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিল।

রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতিরাজ) গগনদীপ সিং বেদী জানিয়েছেন, এই ধরনের বৈঠকের ফলে গ্রামবাসীরা পানীয় জল, আলো, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন এবং অগ্রাধিকার দিতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের দেখাদেখি তামিলনাড়ুতেও নীচুস্তরের মানুষজনকে সরকারি কাজকর্মে শামিল করানোর এহেন মহাযজ্ঞ দেখে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল।

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত ঐতিহাসিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, সেগুলি নিয়ে যাঁরা একসময় আমাদের সমালোচনা করতেন তাঁরাই এখন নিজেদের রাজ্যে সেগুলি অনুসরণ করছেন।
>
> **কুণাল ঘোষ**

দলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত ঐতিহাসিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, সেগুলি নিয়ে যাঁরা একসময় আমাদের সমালোচনা করতেন তাঁরাই এখন নিজেদের রাজ্যে সেগুলি অনুসরণ করছেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন মডেলে উন্নয়নকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। সেগুলিই অন্য রাজ্য নকল করছে। বাংলা আজ যা ভাবছে, সেটা সারাদেশ পরে ভাবছে।' 'আমাদের পাড়া' প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ২৮ হাজার শিবির হয়েছে। তাতে ২ কোটির বেশি মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। প্রতি বুথ পিছু রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আমাদের পাড়া প্রকল্পের সাফল্য ইতিমধ্যে আমজনতা পেতে শুরু করেছেন। এবার বাংলার ধাঁচে তামিলনাড়ু সরকারও তৃণমূলস্তরে আমজনতার সমস্যা সমাধানের রাস্তায় হাঁটল।

কাশ্মীরে সতর্ক সেনা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ অক্টোবর : কাশ্মীরে জঙ্গি দমন অভিযানের সময় তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় ভারতীয় সেনার দুই প্যারাট্রুপারের। ঘটনাচক্রে দু'জনই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁদের একজন বীরভূমের বাসিন্দা ল্যান্সনায়েক সুজয় ঘোষ এবং অন্যজন মুর্শিদাবাদের ল্যান্স হাবিলদার পলাশ ঘোষ। অনন্তনাগে দুই জওয়ানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের সময় চরম প্রতিকূল আবহাওয়া ও তুষার ধসে আমাদের বাংলার দুই সাহসী প্যারা কমান্ডার শহিদ হওয়ার ঘটনায় আমি শোকাহত। বীরভূমের ল্যান্সনায়েক সুজয় ঘোষ এবং মুর্শিদাবাদের ল্যান্স হাবিলদার পলাশ ঘোষকে দেশ রক্ষায় তাঁদের অসীম বীরত্ব, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের জন্য আমার স্যালুট জানাই।'

এদিকে শীতে জোরদার তুষারপাত শুরু হওয়ার আগেই জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঠেকানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার বিএসএফের জম্মু সীমান্তের ইন্সপেক্টর জেনারেল শশাঙ্ক আনন্দ বলেন, 'শীতকালে কুয়াশা আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের জওয়ানরা চূড়ান্ত সতর্ক রয়েছেন। শীতের সময় সীমান্ত পার থেকে সন্ত্রাসীদের যে কোনও অনুপ্রবেশের চেষ্টা প্রতিহত করার জন্য আমরা সীমান্তে নজরদারি জোরদার করছি।'

'কোল্ডরিফ'-এ নিষেধাজ্ঞা দিল্লির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : শিশুদের কাফ সিরাপ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে কাফ সিরাপ খেয়ে একাধিক শিশুর মৃত্যুর ঘটনার আবহেই কেন্দ্রের এই নির্দেশিকা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশে বলা হয়েছে, দুই বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে কোনও অবস্থাতেই কফ বা ঠান্ডার ওষুধ প্রেসক্রাইব

কাফ সিরাপে শিশুদের মৃত্যুর পর নির্দেশিকা

করা উচিত নয়। পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের ক্ষেত্রেও এই ধরনের ওষুধ সাধারণত দেওয়া উচিত নয়। পাঁচ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে কাফ সিরাপ ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের সতর্ক ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন, ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, সঠিক মাত্রা অনুসরণ এবং একাধিক ওষুধের যৌথ ব্যবহার এড়ানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা পরিচালকদের কাছে। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, শিশুদের অধিকাংশের তীব্র কাশির সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেরে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই আরোগ্য সম্ভব। তাই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর, জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই পরামর্শ সরকারি ডিসপেনসারি, জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ পর্যায়ে প্রচার ও বাস্তবায়ন করার জন্য।

অন্যদিকে, শনিবার দিল্লি সরকার 'কোল্ডরিফ' কাফ সিরাপের বিক্রি, ক্রয় ও বিতরণে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সরকার এই ওষুধটিকে ঘোষণা করেছে 'সঠিক মানদণ্ডের অযোগ্য' বলে।

দিল্লি সরকারের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ুর স্রেসান ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার নামের সংস্থার তৈরি এই ওষুধে ডাইইথালিন গ্লাইকোল নামক বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান মেশানো পাওয়া গিয়েছে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, 'সমস্ত বিক্রেতা, ক্রেতা ও সরবরাহকারীদের অবিলম্বে এই ব্যাচের ওষুধ বিক্রি, ক্রয় বা বিতরণ বন্ধ করতে হবে। সাধারণ জনগণকেও অনুরোধ করা হচ্ছে এই ওষুধ ব্যবহার না করতে। কারণ, এটি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।'

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যে এই সিরাপ ব্যবহারের পর শিশুমৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। এর আগে অরুণাচলপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারও কোল্ডরিফের বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে।

বিদ্যুৎ এবার খোলাবাজারে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : দেশের বিদ্যুতের বাজার বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের এক খসড়া বিল অনুযায়ী, এবার সারা দেশে বিদ্যুতের খুচরো বণ্টন বা রিটেল পাওয়ার সেক্টর বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর ফলে, এতদিন বেশিরভাগ রাজ্যেই সরকারি সংস্থাগুলির যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তা শেষ হবে।

নতুন নিয়মের লক্ষ্য হল, গ্রাহকদের কাছে ভালো পরিষেবা ও উন্নত পরিকাঠামো পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে দিল্লি, ওডিশা বা মহারাষ্ট্রের মতো কয়েকটি শিল্পপ্রধান রাজ্য ছাড়া দেশের অধিকাংশ স্থানেই বিদ্যুতের বণ্টন রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খসড়া বিলে একই এলাকায় একাধিক বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

এই সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে আদানি, টাটা পাওয়ার, টরেন্ট পাওয়ারের মতো সংস্থাগুলি দেশজুড়ে তাদের ব্যবসা বাড়াতে পারবে। এই পদক্ষেপ বিদ্যুৎখাতে অর্থসংকট কাটাতে সাহায্য করবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

বিস্ফোরণে নিহত জওয়ান

রাঁচি, ১১ অক্টোবর : ঝাড়খণ্ডে ফের নিজেদের উপস্থিতি জানান দিল মাওবাদীরা। শুক্রবার চাইবাসায় তল্লাশি অভিযানের সময় মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে এক সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ২ নিরাপত্তাকর্মী। মৃতের নাম মহেন্দ্র লস্কর। সিআরপিএফের হেড কনস্টেবল মহেন্দ্র গভীর জঙ্গলে তল্লাশির সময় মাটির নীচে পুঁতে রাখা আইইডির ওপর পা দিয়ে ফেলেছিলেন। তাতেই ঘটে যায় বিস্ফোরণ। মৃত্যু হয় মহেন্দ্রর। তাঁর পাশে থাকা দুই জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের রাউরকেল্লার এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চাইবাসা এলাকায় মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর ছিল সিআরপিএফের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযানে নেমেছিল আধাসেনা।

দিল্লি থেকে চিনে ইন্ডিগোর বিমান

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরতির পর ভারত ও চিনের মধ্যে সরাসরি আকাশপথে যোগাযোগ আবার দ্রুত গতিতে শুরু হতে চলেছে। শনিবার ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স ঘোষণা করেছে, ১০ নভেম্বর থেকে তারা দিল্লি ও চিনের গুরুত্বপূর্ণ শহর গুয়াংঝৌর মধ্যে দৈনিক সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করবে। এর আগে ২৬ অক্টোবর থেকে কলকাতা-গুয়াংঝৌ রুটেও বিমান চলাচল শুরু করবে সংস্থাটি। ইন্ডিগোর এই পরিষেবা চালু হওয়ায় সর্বাধিক জনবহুল দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। শীঘ্রই অন্যান্য চিনা এয়ারলাইন্স ও এয়ার ইন্ডিয়াও এই রুটে পরিষেবা শুরু করবে বলে জানা গিয়েছে।

মোদির হাতে দুই কৃষি প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা ভোটের ঠিক একমাস আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চালু করলেন। শনিবার বিহারের ছাপরা জেলার ভূমিপুত্র জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী মোদি মোট ৩৫,৪৪০ কোটি টাকার কৃষি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের জন্য ৫,৪৫০ কোটি টাকার প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এছাড়াও ৮১৫ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, এই প্রকল্পগুলি আগামী দিনে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ডাল উৎপাদনে স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

দুটি প্রকল্পের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য কৃষি যোজনায় ২৪,০০০ কোটি টাকার বাজেটে ১০০টি পিছিয়ে পড়া জেলায় কৃষি উন্নয়ন, ফসল বৈচিত্র্য, সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে এবং আত্মনির্ভরতা মিশন প্রকল্পের আওতায় ১১,৪৪০ কোটি টাকার বাজেটে ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষের জমি সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াকরণ ও ক্ষতি হ্রাসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার লক্ষ্য হবে বর্তমানে ২৫২.৩৮ লক্ষ টন থেকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৩৫০ লক্ষ টন ডাল উৎপাদন করা। দুটি প্রকল্পই ক্যাবিনেটে আগেই অনুমোদিত হয়ে গিয়েছে। আগামী রবি মরশুম থেকেই তা চালু হবে।

প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের আহ্বান জানান, খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য শস্যের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী আগের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে কৃষিক্ষেত্রে নজর না দেওয়ার জন্য সরাসরি নিশানা করেন। তিনি বলেন, ইউপিএ সরকারের সময় কৃষিকাজকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, যা দেশের কৃষি খাতকে দুর্বল করেছে। মোদি উল্লেখ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষকদের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমেরিকা ছাড়ছেন সস্ত্রীক অভিজিৎ বিনায়ক

জুরিখ, ১১ অক্টোবর : ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যেই ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি (এমআইটি) ছাড়ছেন অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার দুফলো।

২০১৯ সালে দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত বিকল্প গবেষণার জন্য অর্থনীতি নোবেল সম্মান পান তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে সেই পুরস্কার পেয়েছিলেন মাইকেল ক্রেমার। সুইৎজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব জুরিখ জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে সেখানে যোগ দিতে চলেছেন অভিজিৎ ও এস্থার। সেখানে উন্নয়নের অর্থনীতির একটি নতুন দপ্তর চালু করবেন তাঁরা।

কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ শতাংশের বেশি আন্তর্জাতিক পড়ুয়া ভর্তি করলে বা জাতি বা লিঙ্গ বিবেচনা করলে তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে নির্দেশিকা জারি করে ট্রাম্প প্রশাসন। পালটা অভিজিতের বিশ্ববিদ্যালয় স্পষ্ট ভাষায় বলে, 'গবেষণার স্বাধীনতার পরিপন্থী কোনও নীতি আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব নয়।'

তবে আমেরিকা 'ত্যাগ' নিয়ে মুখ খোলেননি অভিজিৎ। তিনি শুধু বলেছেন, 'জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এবং নীতি-নির্ভর কাজের পরিবেশ পাব বলে আমার বিশ্বাস।' তবে এমআইটি'র সঙ্গেও তাঁরা আংশিকভাবে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ফ্লোরিয়ান শেওয়ার এক্স-এ লিখেছেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, নোবেলজয়ী এস্থার দুফলো এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের ১ জুলাই জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে লেম্যান ফাউন্ডেশনের অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করবেন।'

আইপিএসের আত্মহত্যা, এসপি বরখাস্ত

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : হরিয়ানার পদস্থ আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যা কাণ্ডে অভিযুক্ত হওয়ায় বরখাস্ত করা হয়েছে রোহতকের পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজর্নিয়াকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন সুরিন্দর সিং ভোরিয়া।

এই ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' ও 'মর্মান্তিক' বলে অভিহিত করে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি বলেন, 'অপরাধীরা যত প্রভাবশালীই হোক, কেউ রেহাই পাবে না। আমাদের সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।' মৃতের পরিবারকেও সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন সাইনি।

ক'দিন আগেই পূরণ কুমার নিজের চণ্ডীগড়ের বাড়িতে আত্মঘাতী হন। ন'পাতার সুইসাইড নোটে তিনি ১২ জন সিনিয়ার অফিসারের নাম উল্লেখ করে মানসিক হয়রানির অভিযোগ করেন এবং সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী ও আইএএস আধিকারিক অমনীত পূরণ কুমারের নামে লিখে যান।

অমনীত পুলিশে লিখিত অভিযোগে ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুর ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআর ও গ্রেপ্তারের দাবি জানান। ইতিমধ্যে ১৩ জনের নামে মামলা দায়ের হয়েছে। আত্মহনন কাণ্ডের তদন্তে ছয় সদস্যের বিশেষ দল গঠন করেছে চণ্ডীগড় পুলিশ।

আইপিএস আধিকারিকের শোচনীয় মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন অমনীত কুমারকে। চিঠিতে তিনি লেখেছেন, 'পূরণ কুমারের মৃত্যু প্রমাণ করে, উচ্চপদস্থ দলিত আধিকারিকরাও সামাজিক বৈষম্যের বঞ্চনা থেকে মুক্ত নন। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির মাধ্যমে পূর্ণ ন্যায়বিচারের দাবি জানাচ্ছি।'

বেঁচে থেকেও 'মৃত' ভোটার

পাটনা, ১১ অক্টোবর : একজন যোগ্য ভোটারেরও নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, সেইজন্য বারবার বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অথচ বেঁচে থেকেও পাঁচজন ভোটারকে খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত বলে দেখানোয় চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। বিহারে প্রথম দফার ভোট ৬ নভেম্বর। অথচ তার আগে ধোরাইয়া ব্লকের বাতসার গ্রামের ২১৬ নম্বর বুথের অন্তত ৫ জন ভোটারকে তালিকায় মৃত বলে দেখানো হয়েছে। এহেন গরমিল দেখে শুক্রবার ওই পাঁচজন বিডিও অরবিন্দ কুমারের দ্বারস্থ হন। মোহন শা, সঞ্জয় যাদব, রামরূপ যাদব, নরেন্দ্রকুমার দাস এবং বিষ্ণোবর প্রসাদ নামে ওই পাঁচজন বিডিও-র সামনে গিয়ে বলেন, 'স্যর, আমরা বেঁচে আছি।' সমাজকর্মী ইন্দ্রদেব মণ্ডলের নেতৃত্বে ওই পাঁচজন জানান, ভোটার তালিকায় ভুল থাকার কারণে তাঁদের এবার ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। সবকিছু শুনে বিডিও অরবিন্দ কুমার বিএলও-কে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করার নির্দেশ দেন এবং বাদ পড়া নামগুলি পুনরায় তালিকাভুক্ত করতে বলেন। বিডিও বলেন, একজনও যোগ্য ভোটার যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। এর আগে চম্পারণের দুমরি গ্রামের ১৫ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় শোরগোল পড়েছিল। বস্তুত, এসআইআরের ফলে বহু যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও কমিশন সেই অভিযোগ মানেনি।

ট্রাম্প সরকারের কোপে ৮ ভারতীয়

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : রাশিয়ার পর এবার ইরান ইস্যুতেও ভারতকে 'নিশানা' করল ট্রাম্প সরকার। ইরানের সঙ্গে তেল বাণিজ্যে যুক্ত থাকার 'অভিযোগে' ৮ জন ভারতীয় এবং এদেশের অন্তত ৯টি সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকার অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (ওএফএসি)। মার্কিন অর্থমন্ত্রকের অধীন ওএফএসিকে ইরানের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেইমতো সংস্থার তরফে শুক্রবার ইরানের তেল বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ৪০ জন ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতীয় সংস্থা ও নাগরিকরা।

তালিকায় থাকা ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বইভিত্তিক সিজে শাহ অ্যান্ড কোম্পানি, কেমোভিক, মোডিকেম, পারিকেম রিসোর্সেস, ইন্ডিসল মার্কেটিং, হরেশ পেট্রোকেম, শিব টেক্সকেম এবং দিল্লিভিত্তিক বিকে সেলস কর্পোরেশন। আমেরিকার কোপে পড়া ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন কেমোভিকের পরিচালক পীযূষ মাগনলাল জাভিয়া, ইন্ডিসল মার্কেটিংয়ের পরিচালক নীতি উনমেশ ভাট, হরেশ পেট্রোকেমের পরিচালক কমলা কাসাত, কুণাল কাসাত ও পুনম কাসাত। ইরান থেকে এলপিজি পরিবহণকারী জাহাজ সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত বরুণ পুলা, আয়াপ্পান রাজা ও সোনিয়া শ্রেষ্ঠার নাম রয়েছে।

৫ আসনের গেরোয় আরজেডি-কংগ্রেস

তেজস্বীর গড়ে চ্যালেঞ্জ পিকে'র

পাটনা, ১১ অক্টোবর : আরজেডির গড় বলে পরিচিত রাঘোপুরে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে পারেন প্রশান্ত কিশোর বা পিকে। শনিবার সেই জল্পনায় উসকানি দেওয়ার পাশাপাশি রাঘোপুরে তেজস্বীকে হারানোর হুংকারও দিয়েছেন ভোটকৌশলী। তিনি বলেন, 'আমি যদি রাঘোপুরে প্রার্থী হই তাহলে তেজস্বী যাদবকে দুটি আসনে লড়াই করতেই হবে। আমেথিতে রাহুল গান্ধির যে দশা হয়েছিল ওঁরও তাই হবে।' ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে রাহুল গান্ধি আমেথিতে বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। সেই বার ওয়েনাড থেকেও প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। জয়ীও হয়েছিলেন। যদিও ২০২৪ সালে আমেথিতে স্মৃতি ইরানি পরাজিত হন। পিকে বলেন, 'আমি এখানে মানুষের প্রতিনিধি কে হবেন সেই ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানতে এসেছি। রাঘোপুরের মানুষ যদি গরিবি ও অনগ্রসরতা থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে কার প্রার্থী হওয়া দরকার? কে তেজস্বীকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন? মানুষের মতামত নিয়ে আমরা আগামীকাল একটি সিদ্ধান্ত নেব।'

পিকের মতোই এবার ভোটে বিরোধী মহাজোটকে চাপে ফেলেছেন এআইমিম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা বিহারের ১০০টি আসনে লড়াই করবেন। তাঁরা বিহারে তৃতীয় বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন ওয়েইসি। এনডিএ এবং বিরোধী মহাজোট উভয় শিবিরই এবার এআইমিমের উপস্থিতি টের পাবে। গতবার মাত্র ২০টি আসনে লড়াই করে ৫টি আসনে জিতেছিল। সীমাঞ্চল এলাকার মুসলিম ভোটব্যাংকের দখল তাদের হাতে থাকলে ভোট কাটাকাটির সম্ভাবনা এবারও প্রবল। তাতে বিজেপিরই সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে আসনরফা নিয়ে এনডিএ এবং মহাজোটের অস্বস্তি কাটার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। সূত্রের খবর, বইসি, বাহাদুরগঞ্জ, রানিগঞ্জ, কাহলগাঁও এবং সহর্স আসনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে এখনও দড়ি টানাটানি চলছে আরজেডি-কংগ্রেসের মধ্যে। গতবার কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল কাহলগাঁও এবং বাহাদুরপুর আসনে। বাকি তিনটিতে আরজেডি লড়েছিল। পাঁচটি আসনেই তারা পরাজিত হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথমে ঠিক করেছিল সহর্স আসনে তাদের বন্ধু দল আইআইপিকে ছাড়বে। কিন্তু আরজেডি সেই দাবি মানতে নারাজ। একইভাবে কাহলগাঁও আসনটিও ছাড়তে নারাজ কংগ্রেস। জট বহাল রয়েছে এনডিএ শিবিরেও। তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ান। এই পরিস্থিতিতে বিহারের বিজেপি সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল বলেন, রবিবার এনডিএ-র আসনবণ্টন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হবে। এনডিএ-তে কোনও শরিকি সমস্যা নেই বলেও দাবি করেছেন তিনি।

> আমি যদি রাঘোপুরে প্রার্থী হই তাহলে তেজস্বী যাদবকে দুটি আসনে লড়াই করতেই হবে। আমেথিতে রাহুল গান্ধির যে দশা হয়েছিল ওঁরও তাই হবে।
>
> **প্রশান্ত কিশোর**

হামলায় সব হারিয়ে গাজা ছাড়ছেন প্যালেস্তিনীয়রা। শনিবার।

পাহাড় চূড়ায় বরফ হাসছে... *শনিবার সিমলা থেকে তুষারশুভ্র হিমালয়।*

নোবেল পেয়েই ফোন মারিয়ার দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর : চলতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ভেনেজুয়েলের জননেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে বেছে নিয়েছে নোবেল কমিটি। ঘটনায় ক্ষুব্ধ শান্তিতে নোবেল পাওয়ার স্ব-ঘোষিত দাবিদার ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার হোয়াইট হাউস থেকে নোবেল কমিটির বিরুদ্ধে প্রার্থী বাছাইয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলা হলেও চুপ ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শনিবার তিনি মুখ খুলেছেন। ট্রাম্পের দাবি, নোবেল জয়ের পর মারিয়া নিজেই তাঁকে ফোন করেছিলেন। ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী তাঁকে বলেছেন, তিনি নন, এবার নোবেল পাওয়ার যোগ্যতম দাবিদার ছিলেন ট্রাম্পই।

এদিন হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'নোবেল পাওয়ার পর উনি (মারিয়া) আমাকে ফোন করেছিলেন। আমাকে বলেছেন, আপনার সম্মানে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছি। আমি বলিনি নোবেল আমাকে দিন। কিন্তু ওরা দিয়েছে।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমি তাঁকে অনেক ব্যাপারে সাহায্য করেছি। ভেনেজুয়েলার অবস্থা ভয়াবহ। ওঁর সাহায্য প্রয়োজন ছিল। তবে আমি খুশি। কারণ, আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি।'

ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে গত ২০ বছর ধরে লড়াই করেছেন মারিয়া। তিনি নিজেই ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করেন। এমনটাই দাবি করেছেন ট্রাম্প। যদিও এ ব্যাপারে শনিবার পর্যন্ত মারিয়ার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আত্মগোপনে থাকা ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রীর অবস্থান নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন নোবেল কমিটির প্রধান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস স্বয়ং।

নোবেল কমিটি কোনও তথ্যপ্রকাশ না করলেও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মোট ৩৩৮টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। সম্ভাব্য প্রাপকদের তালিকায় ট্রাম্পও ছিলেন। কিন্তু প্রার্থী বাছাইয়ের কোনও শর্তই নাকি পূরণ করতে পারেননি বিশ্বজুড়ে ৮টি যুদ্ধ থামানোর দাবিদার মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

> নোবেল পাওয়ার পর উনি (মারিয়া) আমাকে ফোন করেছিলেন। আমাকে বলেছেন, আপনার সম্মানে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছি। আমি বলিনি নোবেল আমাকে দিন। কিন্তু ওরা দিয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

মাচাদোর সঙ্গে রাহুলের তুলনায় কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ায় উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেস এবার আকারে-ইঙ্গিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির জন্যও এই পুরস্কারের দাবি জানাল। দলের মুখপাত্র সুরেন্দ্র রাজপুত সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রীকে এবার সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিরোধী দলনেতাও দেশের সংবিধান বাঁচানোর লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।' কংগ্রেসের এই পোস্টের মাধ্যমে রাহুলকে নোবেল পুরস্কারের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান বিরোধী দলের এই দাবিকে বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা 'অদ্ভুত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যদি ভণ্ডামি, মিথ্যা বলা, ৯৯ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়া এবং ১৯৭৫ ও ১৯৮৪ সালে গণতন্ত্র হত্যার জন্য কোনও নোবেল পুরস্কার থাকত, তবে রাহুল গান্ধি অবশ্যই পেতেন।' তাঁর খোঁচা, কংগ্রেস এই দাবি তুলে নিজেদের হাস্যকর করে তুলছে। তবে রাহুল গান্ধিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার দাবি নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের বাকি দলগুলির তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ রাহুল গান্ধিকে বিরোধী মুখ হিসেবে আরও প্রতিষ্ঠিত করার একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

জিও ভারতে সুরক্ষা সবার আগে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসের মঞ্চে এবার বিরাট চমক দিল জিও! সাধারণ ভারতীয় পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা কমাতে জিও ভারত ফোনগুলিতে যুক্ত হল এক নতুন বৈশিষ্ট্য – 'সেফটি-ফার্স্ট' ক্ষমতা। শিশু, বয়স্ক বাবা-মা এবং নির্ভরশীলদের সব সময় সংযুক্ত, সুরক্ষিত ও নজরদারিতে রাখার এই স্মার্ট সমাধান এনেছে জিও। এই 'সেফটি-ফার্স্ট' ফিচারের সাহায্যে অভিভাবকরা এখন তাঁদের প্রিয়জনের অবস্থান জানতে পারবেন, কে কল করছে বা মেসেজ পাঠাচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং ডিভাইসের ব্যাটারি ও নেটওয়ার্কের স্থিতিও রিয়েল-টাইমে জানা যাবে। মাত্র ৭৯৯ থেকে শুরু হওয়া জিও ভারত 'সেফটি-ফার্স্ট' ফোনগুলি জিও স্টোর, মোবাইল আউটলেট এবং অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। এটি সহজ ও সাশ্রয়ী উপায়ে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিরাপদ এবং সরল করবে বলে মনে করেন রিলায়েন্স জিওর প্রেসিডেন্ট সুনীল দত্ত।

১০০-য় ১২০! যোধপুরে নম্বর কেলেঙ্কারি

যোধপুর, ১১ অক্টোবর : স্কুলের কোনও অঙ্ক পরীক্ষায় একবার ১০০-য় ১১০ পেয়েছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিজ্ঞানাচার্যকে নিয়ে এই ঘটনা এতদিন নিছক গালগপ্পো হিসাবেই চালু ছিল। কিন্তু এবার গল্পই সত্যি হয়ে গিয়েছে রাজস্থানের যোধপুরের এমবিএম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ফলাফলে দেখা যায়, ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে কিছু শিক্ষার্থী পেয়েছেন ১২০ নম্বর! এই অবিশ্বাস্য ভুল প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলাফল তড়িঘড়ি ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, মার্কশিট প্রক্রিয়াকরণের সময় অভ্যন্তরীণ নম্বর ভুলবশত মূল প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই গণ্ডগোল ঘটে। উপাচার্য অধ্যাপক অজয় শর্মা স্বীকার করেছেন, 'টেস্টিং এজেন্সির ভুলে মাত্র ১৫-২০ মিনিটের জন্য ভুল ফলাফল আপলোড হয়েছিল।' তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে ইতিমধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনএসইউআই) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই অবহেলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছে। রাজ্য সরকারও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, এই ঘটনা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলছে।

ধৃত পাক চর

জয়পুর, ১১ অক্টোবর : পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে রাজস্থানের আলোয়ার থেকে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম মঙ্গত সিং। তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন তথ্য মঙ্গত পাকিস্তানের আইএসআইয়ের হাতে তুলে দিতেন।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ইশা শর্মা নামে এক পাকিস্তানি মহিলা সমাজমাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে মঙ্গতকে হানি ট্র্যাপে ফাঁসায়। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এরপর তরুণের আপত্তিজনক ছবি দেখিয়ে ভয় দেখানো শুরু হয়। দেখানো হয় বিপুল টাকার প্রলোভনও। এসবের ফাঁদে পড়ে যান তিনি। দুটি পাকিস্তানি সিম ছিল তরুণের।

চিনা পণ্যে ১০০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক

ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর : চিনের বিরুদ্ধে শুল্ক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকায় রপ্তানি করা যাবতীয় চিনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শনিবার সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে ট্রাম্প জানান, নভেম্বরের শুরু থেকে চিনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ওইসব পণ্যের বর্তমান শুল্ক হারের সঙ্গে বর্ধিত শুল্ক যুক্ত হবে। অর্থাৎ, যদি কোনও পণ্যে এখন ৩০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর থাকে, তা বেড়ে ১৩০ শতাংশ হবে। শুধু তাই নয়, মার্কিন সংস্থাগুলির তৈরি সফটওয়্যার চিনে রপ্তানির ক্ষেত্রেও কড়াকড়ির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্প লিখেছেন, '১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে (অথবা তার আগেই, গোটা বিষয়টি চিনের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করবে) চিনের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে আমেরিকা। ওরা বর্তমানে বিভিন্ন পণ্যের ওপর যে হারে শুল্ক আরোপ করছে, তার ওপর নতুন হার কার্যকর হবে। এছাড়াও ১ নভেম্বর থেকে আমরা সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যারের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করব।' চলতি মাসের শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়া-প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন (এপিইসি) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর পূর্বনির্ধারিত বৈঠকও বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

চিনা পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধির দায় চিনের ওপর চাপিয়েছেন তিনি। এদিন চিনের বাণিজ্য নীতিকে সরাসরি আক্রমণ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'বাণিজ্য ক্ষেত্রে চিন অভূতপূর্ব আগ্রাসী নীতি নিয়ে চলছে। গোটা বিশ্বকে ওরা চিঠি পাঠিয়ে ১ নভেম্বর থেকে রপ্তানিতে বড়সড়ো বিধিনিষেধের কথা জানিয়েছে। ওরা যেসব পণ্য উৎপাদন করে সেগুলির সিংহভাগ এই নিয়ন্ত্রণের আওতায় চলে আসবে। এতে সব দেশ সমস্যায় পড়বে। এর ফলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

ভোটে লড়বেন না ফারুক

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর : আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে পুনরায় প্রার্থী হতে নারাজ ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) সুপ্রিমো ফারুক আবদুল্লা। ওই আসনটি জোট শরিক কংগ্রেসকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর দল। ২৪ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের ৪টি রাজ্যসভা আসনে ভোট হবে। শুক্রবার তিনটি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে এনসি। দলের সাধারণ সম্পাদক আলি মহম্মদ সাগর জানিয়েছেন, চৌধরী মহম্মদ রামজান, শাম্মি ওবেরয় এবং সাজাদ কিচলুকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা হয়েছে। একটি আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার উপদেষ্টা তথা দলের নেতা নাসির আসলাম ওয়ানি বলেন, 'ফারুক আবদুল্লা এবার সংসদে থাকবেন না। আমাদের মনে হয়, দিল্লির বদলে জম্মু ও কাশ্মীরে ওঁকে আমাদের বেশি প্রয়োজন।' জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় এনসি-র যা শক্তি রয়েছে তাতে দুটি আসন তাদের অনুকূলে যাবে।

অনিল-ঘনিষ্ঠ গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : 'রিলায়েন্স অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপ'-এর প্রধান অনিল আম্বানির ঘনিষ্ঠ সহযোগী অশোককুমার পালকে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। অশোক রিলায়েন্স পাওয়ারের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ও চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার। শুক্রবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে অনিলের প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির মামলায় ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন অশোক। অভিযোগ, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাংকের দেওয়া প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার অবৈধ ঋণ লেনদেনের সঙ্গে অশোক ও অনিলের একাধিক সংস্থা যুক্ত ছিল। ইডি দেখছে ঋণ মঞ্জুরিতে কোনও ঘুষ বা নিয়মভঙ্গ হয়েছে কি না।

এই মামলায় আগে ইডি অনিলের বিভিন্ন অফিসে অভিযান চালিয়েছিল। এবার বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) অনুযায়ী অশোক পালকে গ্রেপ্তার করা হল। মামলার তদন্ত চলছে এবং সংস্থাগুলির আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আদিত্যের হাতযশে পাতে আসছে 'হার্বাল এগ'

ভোপাল, ১১ অক্টোবর : ডিম কে না খায়! বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে প্রায় সবারই পাতে ডিম পড়লে এক থালা ভাত নিমেষে শেষ। কিন্তু সেই ডিম যদি 'হার্বাল', মানে আয়ুর্বেদিক মতে তৈরি হয়? কখনও কি চেখে দেখেছেন এই হার্বাল এগ? না খেয়ে থাকলে জেনে রাখুন, এটাই এখন ভারতের এক নম্বর হেলথ ডায়েট! এই ডিম তৈরি করা হচ্ছে মুরগিদের তুলসী, হলুদ, অশ্বগন্ধা, এমনকি ওরিগানোর মতো মশলা-পাতা মেশানো বিশেষ খাবার খাইয়ে। আর তাতেই নাকি ডিমের গুণাগুণে আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে ভোপাল থেকে। আদিত্য গুপ্তা নামে এক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী তাঁর ফার্মের ৬,০০০ মুরগিকে খাওয়াচ্ছেন প্রায় ২৫০ রকমের ভেষজ মেশানো বিশেষ খাবার। তিনি বলেছেন, এতে ডিমের স্বাদ তো ভালো হচ্ছেই, উধাও সেই চেনা 'আঁশটে গন্ধ'টাও। আর গুণ? পুষ্টিবিদরা বলছেন, এই ডিমে ভালো কোলেস্টেরল শুধু বেশি নয়, বেশি রয়েছে প্রোটিন আর ভিটামিন ডি-এর মাত্রাও!

আদিত্য তো তাঁর এই খাবারের ফর্মুলা পেটেন্টও করে নিয়েছেন! কিন্তু কী আছে সেই ফর্মুলায়? প্রশ্ন শুনে রহস্যময় হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে আদিত্যের জবাব, 'সব হার্বের নাম বলতে পারব না, ওটা ট্রেড সিক্রেট!'

শুধু ভোপাল নয়, দিল্লি-গুরুগ্রামের এগ্গজ, হেনফ্রুট, এগনেস্ট প্রমুখ ব্র্যান্ডও এখন আদিত্যের পথ ধরেছে। আগে ডিমের গায়ে 'ফ্রি-রেঞ্জ', 'অর্গানিক' ইত্যাদি লিখে ক্রেতাদের আকর্ষণ করা হত। এখন নতুন হিরো 'হার্বালি-এগ'! অবশ্য দামও একটু চড়া, সাধারণ ডিমের চেয়ে প্রায় দেড় থেকে তিন গুণ বেশি দাম এই আয়ুর্বেদিক ডিমের। তবে তাতে ক্রেতাদের মুখভার হচ্ছে না। স্বাস্থ্যটা তো ধরে রাখতে হবে!

ভোপালের এক বাসিন্দা এও জানিয়েছেন, হার্বাল ডিম নাকি এমন 'ক্লিন' যে, নিরামিষ হেঁশেলে জায়গা করে নিতেও তার অসুবিধা হচ্ছে না! প্রাক্তন সেনা শৈলেন্দ্র সিং রানার কথায়, 'আঁশটে গন্ধের জন্য ডিম কোনওকালেই আমার পছন্দ হত না। কিন্তু হার্বাল ডিমে সেসব না থাকায় খেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না। প্রতিদিন দিব্যি খাচ্ছি।' প্রাক্তন জওয়ান কবুল করলেন, এই ডিম নাকি জীবনদায়ী ওষুধের কাজ করছে তাঁর বাড়িতে!

পোর্টফোলিওতে থাকুক কর্পোরেট বন্ড ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

কম ঝুঁকি এবং প্রায় নিশ্চিত রিটার্নের লক্ষ্যে লগ্নিকারীদের কাছে ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে কর্পোরেট বন্ড ফান্ড। দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছরে লগ্নিকারীরা কর্পোরেট বন্ড ফান্ডের দিকে ঝুঁকছেন। পোর্টফোলিওর কিছু অংশ কর্পোরেট বন্ড ফান্ডকে জায়গা দিলে তা যেমন বৈচিত্র্য আনবে, তেমনই একটি প্রায় স্থিতিশীল রিটার্নের সুযোগ করে দেবে। সেই রিটার্নের হার অন্যান্য স্থিতিশীল আয় যেমন ফিক্সড ডিপোজিট, ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্পগুলির তুলনায় সাধারণত বেশিই হয়।

কর্পোরেট বন্ড ফান্ড কী?

কর্পোরেট বন্ড ফান্ড হল এক ধরনের ডেট মিউচুয়াল ফান্ড। এই ধরনের ফান্ড লগ্নিকারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থ বিভিন্ন সংস্থার বন্ডে বিনিয়োগ করে। বর্তমান নিয়মানুসারে মোট তহবিলের ন্যূনতম ৮০ শতাংশ কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ করতে হয়। বাকি অর্থ সরকারি বন্ড, ট্রেজারি বন্ড, ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করা হয়।

কর্পোরেট বন্ড ফান্ড কীভাবে কাজ করে?

আপনি যদি কোনও কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে লগ্নি করেন, তখন ন্যাভ (নেট অ্যাসেট ভ্যালু) অনুযায়ী আপনাকে ইউনিট দেয় বন্ড জারি করা সংস্থা। ওই বন্ডের পোর্টফোলিওতে থাকা সংস্থাগুলি যখন সুদ দেয় তখন সেই সুদ ন্যাভ অনুযায়ী লগ্নিকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি ন্যাভ বাড়লে লগ্নিকারীদের সম্পদও বাড়ে।

কর্পোরেট বন্ড ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

■ কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে বিভিন্ন ধরনের সংস্থার জারি করা বন্ডে বিনিয়োগ করায় বৈচিত্র্য বাড়ে, ফলে ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

■ কর্পোরেট বন্ড জারি করা সংস্থাগুলি নিয়মিত সুদ দেয়। ফলে স্থিতিশীল এবং নিয়মিত আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে এই ফান্ড।

■ এই ধরনের ফান্ড ওপেন এন্ডেড হওয়ায় যে কোনও সময়ে তা বিক্রি করা যায়।

■ কর্পোরেট বন্ডে সরাসরি বিনিয়োগ না করে কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতা, পেশাদার ব্যবস্থাপনা আপনার লগ্নি সুরক্ষিত করার পাশাপাশি সম্পদ বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়।

■ এককালীন বা এসআইপি—দু'ভাবেই এই ফান্ডে লগ্নি করা যায়।

কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে লগ্নির ঝুঁকি

প্রায় নিশ্চিত রিটার্নের সুবিধা থাকলেও কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে লগ্নিতে একাধিক ঝুঁকিও রয়েছে।

■ সুদের হার পরিবর্তনশীল। বাজারে সুদের হার কমলে কর্পোরেট বন্ড ফান্ড থেকে আয়ও কমবে।

■ কর্পোরেট বন্ড ফান্ডের তহবিল যেসব সংস্থার বন্ডে লগ্নি করা হয়, সেইসব সংস্থা ডিফল্টার হলে বন্ড ফান্ডের ন্যাভ কমে যায়।

আয়কর

কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে লগ্নিতে স্বল্পমেয়াদি (৩ বছরের কম) বা দীর্ঘমেয়াদি (৩ বছরের বেশি) হিসেবে কোনও সুবিধা পাওয়া যায় না। এই ফান্ড থেকে প্রাপ্ত আয় লগ্নিকারীর মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাঁর আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী করযোগ্য হয়।

কারা বিনিয়োগ করবেন

যাঁদের লগ্নির অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা সরাসরি কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু যাঁদের বন্ডে লগ্নির অভিজ্ঞতা কম বা যাঁরা ঝুঁকি নিতে চান না তাঁদের জন্য কর্পোরেট বন্ড ফান্ড আদর্শ হতে পারে।

■ মূলধন সুরক্ষিত করার পাশাপাশি স্থিতিশীল আয় চাইলে কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে লগ্নি করা যেতে পারে।

■ শেয়ার বাজার বা ইকুইটি নির্ভর মিউচুয়াল ফান্ডে রিটার্ন বেশি হলেও এই ধরনের লগ্নিতে ঝুঁকি বেশি। ঝুঁকি এড়াতে চাইলে কর্পোরেট বন্ড ফান্ড আদর্শ বিকল্প হতে পারে।

■ কর্পোরেট বন্ড ফান্ডের ন্যূনতম মেয়াদ সাধারণত ১-৪ বছর হয়। যাঁরা স্বল্প মেয়াদে লগ্নি করতে চান তাঁদের জন্য কর্পোরেট বন্ড ফান্ড ভালো বিকল্প হতে পারে।

লগ্নির আগে করণীয়

■ কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে লগ্নির আগে আপনার আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, লগ্নির মেয়াদ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

■ যে ফান্ডে লগ্নি করবেন, সেই ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স, পোর্টফোলিও ইত্যাদি বিশদে পর্যালোচনা করতে হবে।

■ ফান্ডের খরচ বিনিয়োগের রিটার্ন কমিয়ে দেয়। কোনও ফান্ডে লগ্নির খরচ খতিয়ে দেখা একান্ত জরুরি।

■ ফান্ড ম্যানেজারের অতীত রেকর্ড ও বিবেচনা করতে হবে।

■ লগ্নির আগে অবশ্যই আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

পোর্টফোলিও

কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে ঝুঁকি কম থাকলেও এতে রিটার্নও সীমিত। তাই যে কোনও লগ্নিকারীর মোট লগ্নি পোর্টফোলিওর ৫-১০ শতাংশ কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে লগ্নি করা যেতে পারে। উঁচু হারে রিটার্ন পেতে অন্যান্য মিউচুয়াল ফান্ড বা শেয়ার বাজারে লগ্নির কথা ভাবে যেতে পারে। যে কোনও লগ্নিকারীর পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য রাখতে অবশ্যই লগ্নি করা যেতে পারে কর্পোরেট বন্ড ফান্ডে।

কয়েকটি জনপ্রিয় কর্পোরেট বন্ড ফান্ড

নাম	এক বছরে রিটার্ন
১) বরোদা বিএনপি প্যারিবাস কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৯৮ শতাংশ
২) অ্যাক্সিস কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৯১ শতাংশ
৩) এইচএসবিসি কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৮১ শতাংশ
৪) কোটাক কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৫৫ শতাংশ
৫) নিপ্পন ইন্ডিয়া কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৫৩ শতাংশ
৬) পিজিআইএম ইন্ডিয়া কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৫৩ শতাংশ
৭) আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৪৫ শতাংশ
৮) ইউটিআই কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৪০ শতাংশ
৯) এসবিআই কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৩৮ শতাংশ
১০) ইউনিয়ন কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.৩৬ শতাংশ
১১) ইনভেসকো ইন্ডিয়া কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.২৬ শতাংশ
১২) ডিএসপি কর্পোরেট বন্ড ফান্ড	৮.২২ শতাংশ

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞেরমতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

নতুন ট্রাম্প টারিফে আবার সংকট?

বোধিসত্ত্ব খান

ট্রাম্পের টারিফ নতুন করে বিশ্ব বাজারকে সংকটে ফেলতে চলেছে। শুক্রবার রাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চিনের ওপর নতুন করে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ কর বসাতে চলেছেন এবং তা ১ নভেম্বর থেকে চালু হবে। চিন সম্প্রতি রেয়ার আর্থ খনিজ (যেগুলি মোবাইল চিপ, ব্যাটারি, এরোপ্লেন, মিসাইল প্রভৃতিতে কাজে লাগে) রপ্তানির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বসিয়েছে। এর ফলে আমেরিকার হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মাঝে বাণিজ্যযুদ্ধ কিছুটা থেমেছিল। কিন্তু এর ফলে নতুন করে বিশ্বজুড়ে সাপ্লাইচেন, ইলেক্ট্রনিক্স গাড়ি ও রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টরে চাপ বাড়বে। এই দুটি ঘটনা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে আমেরিকার শেয়ার বাজারের ওপর।

শুক্রবার রাতে আমেরিকার বিভিন্ন ইনডাইসেসগুলিতে দারুণ পতন আসে। ন্যাসড্যাক (-৩.৫৬ শতাংশ), এস অ্যান্ড পি (-২.৭১ শতাংশ), ডাউজোন্স (-১.৯০ শতাংশ) পতন দেখেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, সামনের দিনগুলিতে বিশ্ববাজার নিজেকে সামলাতে পারবে কি না। রেয়ার আর্থ কেনার ব্যাপারে চিন ভারতকে শর্ত দিয়েছে যে, ভারত রেয়ার আর্থ পেলে তা আমেরিকাকে বিক্রি করতে পারবে না। অর্থাৎ চিন ভারতকে রেয়ার আর্থ দেবে কিন্তু তা ঘুরপথে যেন আমেরিকায় না পাড়ি দেয়। টারিফ ট্রাম্পের একমাত্র মন্ত্র হয়ে ওঠায় আমেরিকা তো সমস্যাতেই পড়ছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও বিপদে ফেলছে।

অক্টোবর থেকে বিভিন্ন কোম্পানির দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলাফল প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। টাটা গ্রুপের দুটি কোম্পানি টিসিএস এবং টাটা এলিক্সি ফল প্রকাশ করেছে। এছাড়া ওয়ারি রিনিউয়েবলস, জিএম ব্রিউয়ারিজ তাদের ফলাফল প্রকাশিত করেছে। টিসিএসের ফলাফল আহামরি কিছু হয়নি। সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ এদের মোট লাভ ছিল ১১,৯৫৫ কোটি টাকা। সেটা ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২১৩১ কোটি টাকা। ওয়ারি রিনিউয়েবলস সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ লাভ করেছিল ৫৪ কোটি টাকা। সেটা ২০২৫-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এবং লাভ দাঁড়িয়েছে ১১৬ কোটি টাকায়।

টাটা এলিক্সির ফলাফল বিগত কয়েকটি কোয়ার্টার ধরে নিম্নগামী হয়ে রয়েছে। ২০২৪-এ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ২২৯ কোটি টাকার লাভের তুলনায় এই কোম্পানির লাভ কমে দাঁড়িয়েছে ১৫৫ কোটি টাকাতে। সামনের সপ্তাহে ইনফোসিস, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি কোম্পানিগুলির ফলাফল আসবে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পর পর আটদিন বাজার পতন দেখে। তারপর অবশ্য বাজার শক্তি দেখিয়ে কেবল ফিরেই আসেনি, বিভিন্ন স্টকগুলি নতুন করে গতি লাভ করেছে।

বহু কোম্পানির শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আভান্টেল, বাজাজ কনজিউমার, বিজিআর এনার্জি, কানারা ব্যাংক, ইটারনাল, নাইকা, জিএম ব্রিউয়ারিজ, জিএমডিসি, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ইন্ডিয়ান মেটালস, পলিক্যাব, আরবিএল ব্যাংক, এসবিআই, ইয়েস ব্যাংক প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ক্লিন সায়েন্স টেকনলজি, রুট মোবাইল, টিপস মিউজিক প্রভৃতি।

তবে বিগত কয়েকদিনে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে মেটাল সেক্টর। কপার এবং রুপোর দাম আকাশ ছুঁয়ে যাওয়ায় লাভবান হয় কপার এবং রুপো উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলি। ভালো উত্থান এসেছে হিন্দালকো, বেদান্ত, হিন্দুস্থান কপার, হিন্দুস্থান জিঙ্ক প্রভৃতিতে। এনএমডিসির মতো কোম্পানিও বৃদ্ধি দেখে এই আশায় যে, চিনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যেখানে বিশ্বজুড়ে একের পর এক রুপো এবং কপার খনিগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং রিনিউয়েবল এনার্জি, সেমিকনডাক্টর এবং ইলেক্ট্রিক ভেহিকলের চাহিদা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, বিগত পাঁচ বছরে যে পরিমাণ রুপো উত্তোলন করা হয়েছে খনি থেকে তার থেকে অনেক বেশি চাহিদা বেড়েছে রুপোর।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটাল ভারতীয় শেয়ার বাজার। চলতি সপ্তাহে পাঁচদিনের মধ্যে চার দিনই ঊর্ধ্বমুখী ছিল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮২৫০০.৮২ এবং ২৫২৮৫.৩৫ পয়েন্টে। এই সপ্তাহে দুই সূচকের উত্থান হয়েছে যথাক্রমে ১২৯৩.৬৫ এবং ৩৯১.১ পয়েন্ট। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও এখনই স্থিতিশীল না-ও হতে পারে শেয়ার বাজার। তবে বড় পতনের সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। প্রতিটি পতনকে নয়া লগ্নির সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। শেয়ার নির্বাচনে যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণ করাও একান্ত জরুরি।

চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৫ থেকে ৬.৮ শতাংশ বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় তা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। সেই উত্থানকে আরও গতিশীল করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হামাস এবং ইজরায়েলের মধ্যে শান্তিচুক্তি করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তার ভূয়সী প্রশংসা করে মোদি জানিয়েছেন, দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা ইতিবাচক পথেই এগোচ্ছে। তাঁর এই বার্তা ভারতীয় শেয়ার বাজারে আস্থা ফিরিয়েছে লগ্নিকারীদের। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়ালের ইঙ্গিত নভেম্বরের মধ্যেই দুই দেশ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারে। এই বার্তা ভারতীয় শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করেছে।

শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিও। চলতি সপ্তাহে তারা ফের ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যাশার থেকে টিসিএসের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফল ভালো হওয়ায় ফের শেয়ার বাজারে লগ্নির উৎসাহ বেড়েছে। সব মিলিয়ে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক পরিবেশ ফের ফিরে এসেছে। এবারের ভালো বর্ষায় শস্য উৎপাদন ভালো হবে। যার জেরে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার প্রত্যাশাও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এমন পরিস্থিতিতেও উদ্বেগ বাড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সপ্তাহের শেষলগ্নে তিনি চিনের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যা শুক্রবার মার্কিন শেয়ার বাজারে ধস নামিয়েছে। সোমবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে এর প্রভাব পড়তে পারে। এর পাশাপাশি প্রথম সারির সংস্থাগুলি দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কেমন ফল প্রকাশ করে, তার ওপরও সূচকের ওঠানামা নির্ভর করবে।

অন্যদিকে একের পর এক নয়া উচ্চতার রেকর্ড গড়ছে সোনা। ওঠানামা চললেও আগামী কয়েকদিন ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে সোনার দাম। আর এক মূল্যবান ধাতু রুপোও একই পথে হাঁটতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ক্যামস :** বর্তমান মূল্য-৩৮৬০.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৩৬৭/৩০৩১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৭৫০-৩৮২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯১২৩, টার্গেট-৪৬০০।

■ **মহানগর গ্যাস :** বর্তমান মূল্য-১২৯৪.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৭১/১০৭৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২৬০-১২৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৭৯০, টার্গেট-১৪৪৫।

■ **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৯০.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৭৪/৩২৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৭৫-৩৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৪৬৫০, টার্গেট-৪৬৫।

■ **পিডিলাইট ইন্ড :** বর্তমান মূল্য-১৫১০.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৫২/১৩১১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৪৫০-১৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৩৭৩৫, টার্গেট-১৭০০।

■ **এনসিসি :** বর্তমান মূল্য-২১০.৭৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৬/১৭০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২০০-২০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩২৩৩, টার্গেট-২৬০।

■ **মাজগাঁও ডক :** বর্তমান মূল্য-২৮৭০.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৭৭৫/১৯১৮, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-২৮০০-২৮৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৫৭৭৪, টার্গেট-৩১৫০।

■ **জাইদাস ওয়েলনেস :** বর্তমান মূল্য-৪৫৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৩১/২৯৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪২৫-৪৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৫০৮, টার্গেট-৫৭০।

কী কিনবেন কী বেচবেন

সংস্থা : বাজাজ ফিন্যান্স

● **সেক্টর :** ফিন্যান্স-এনবিএফসি
● **বর্তমান মূল্য :** ১০২৩ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৬৪৫/১০৩৬
● **মার্কেট ক্যাপ :** ৬৩৭০৮৮ কোটি
● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ১৫৫.৩৯ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ২.৭৩
● **ইপিএস :** ২৮ ● **পিই :** ৩৬.৫৭
● **পিবি :** ৬.৫৯ ● **আরওসিই :** ১১.৪ শতাংশ ● **আরওই :** ১৯.২ শতাংশ
● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে
● **টার্গেট :** ১১৫০

একনজরে

■ বাজাজ ফিন্যান্স দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এনবিএফসি। রিটেল, এসএমই এবং কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে ঋণ দেয় এই সংস্থা।

■ শহর এবং গ্রাম উভয় এলাকাতে উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার। সারা দেশে ৪ হাজারেরও বেশি স্থানে শাখা রয়েছে এই সংস্থার।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ বিগত পাঁচ বছরে ২৫.৯ শতাংশ সিএজি আরে মুনাফা বৃদ্ধি করছে এই সংস্থা।

■ বিগত পাঁচ বছরে লাগাতার আয় বাড়িয়ে চলেছে বাজাজ ফিন্যান্স।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে সংস্থার নিট মুনাফা ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৬৫ কোটি টাকা হয়েছে।

■ সংস্থার ৫৪.৭৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৭.০২ শতাংশ এবং ১৯.২৯ শতাংশ শেয়ার।।

■ শেয়ার খান, দেবেন চোস্কি সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

■ নেতিবাচক দিক হল পিবি রেশিও ৬.৫৯ যা অনেকটাই বেশি এবং ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও অনেকটাই কম।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

স্লুইসগেটেই চিন্তা মাথাভাঙ্গায়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১১ অক্টোবর : অতিবৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির শিকার পাহাড়-ডুয়ার্সের একাংশ। সেটাই যেন ভয় ধরাচ্ছে মাথাভাঙ্গায়। কারণ, উত্তরের অন্য নদীর মতো মাথাভাঙ্গা শহর রক্ষাকারী বাঁধের পাশাপাশি স্লুইসগেটগুলি নিয়েও বাড়ছে চিন্তা। মানসাই এবং সুটুঙ্গা নদীবেষ্টিত এই শহরের নিরাপত্তা এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

মাথাভাঙ্গা শহরে বৃষ্টির জলনিকাশির জন্য বাঁধে নির্মিত প্রায় ১০টি স্লুইসগেট রয়েছে। কিন্তু, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ৫ অক্টোবর বিপদসীমার উপরে বইছিল মানসাই নদীর জল। তা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন শহরবাসী। সেই পরিস্থিতি দেখে ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি স্লুইসগেট বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। দীর্ঘ চেষ্টার পর বালির বস্তা ফেলে স্লুইসগেট দিয়ে জল ঢোকা আটকাতে পেরেছিলেন সেচকর্মীরা। এই ঘটনায় স্লুইসগেটগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতির দিকটি প্রকাশ্যে চলে এনেছে।

স্থানীয় কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ রায় বলেন, মানসাই নদীর জল যখন বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল তখন স্লুইসগেট বন্ধ না হওয়ায় ওয়ার্ডে সেই জল ঢুকেছিল। ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত বালির বস্তা দিয়ে স্লুইসগেটের মুখ বন্ধ করতে হয়।

এদিকে শহরবাসীর একাংশের অভিযোগ, বাঁধ ও স্লুইসগেট সংলগ্ন এলাকাগুলোয় অবৈধ দখলদারির কারণে সমস্যা গভীর হয়েছে। শহরের বাসিন্দা শুভজিৎ সরকারের মতো অনেকের দাবি, অবিলম্বে এগুলি দখলমুক্ত করা হোক। তোপ দেগেছে বিজেপি। জেলা নেতা মনোজ ঘোষ অভিযোগ করেন, প্রশাসন ও পুরসভার নিষ্ক্রিয়তার কারণে জবরদখল চলছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্লুইসগেটগুলি বিকল হয়ে পড়ছে। বিষয়গুলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা কোনও উদ্যোগই নেয় না।

যদিও, সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষের দাবি, সবটাই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ৫ অক্টোবরের ঘটনাকে তিনি 'আশ্চর্যজনক' উল্লেখ করে জানান, মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং শীঘ্রই সংস্কারের কাজ হবে।

ফলে কবে স্লুইসগেটগুলিকে পুরোদমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে সেই দিকে নজর শহরের।

রক্ষণাবেক্ষণ নেই সেচ দপ্তরের, চোখ রাঙাচ্ছে নদী

মানসাই নদীতে বেহাল স্লুইসগেট।

- মাথাভাঙ্গা শহর রক্ষায় ১০টি স্লুইসগেট রয়েছে
- ৫ অক্টোবর মানসাইয়ের জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছিল
- সেই সময় স্লুইসগেটে বালির বস্তা ফেলে জল ঢোকা রুখতে হয়েছে প্রশাসনকে
- দ্রুত স্লুইসগেটের রক্ষণাবেক্ষণ না হলে বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্ভোগ হতে পারে মাথাভাঙ্গা শহরে

> মানসাই নদীর জল যখন বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল তখন স্লুইসগেট বন্ধ না হওয়ায় ওয়ার্ডে সেই জল ঢুকেছিল। ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত বালির বস্তা দিয়ে স্লুইসগেটের মুখ বন্ধ করতে হয়।
>
> – বিশ্বজিৎ রায় *কাউন্সিলার*

পুরসভার ব্লাড ব্যাংকের দরজা বন্ধই

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর : এক বছর, দু'বছর করে পেরিয়ে গিয়েছে পাঁচ বছরের বেশি সময়। অথচ এতদিনেও বন্ধ দরজা আর খুলল না কোচবিহার পুরসভা ব্লাড ব্যাংকের। সাগরদিঘি সংলগ্ন এসপি অফিসের কাছে থাকা ব্লাড ব্যাংকটি বন্ধ থাকা নিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে শহরবাসীও। এদিকে এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। তারা এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দোহাই দিচ্ছে।

সরকারিভাবে কোচবিহার শহরে একমাত্র এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। সেখানে থেকে প্রতিদিন গড়ে ৫০ থেকে ৬০ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করা হয়। রক্তের অপ্রতুলতা থাকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে দুপুর ২টার পর ঠিকমতো রক্ত সরবরাহ করা হয় না বলে অভিযোগ। ফলে প্রয়োজন হলেও রক্ত পেতে সমস্যায় পড়তে হয় রোগীর আত্মীয়স্বজনদের। পুরসভার ব্লাড ব্যাংকটি চালু হলে কিছুটা হলেও সেই সমস্যা মিটবে বলে দাবি রোগীর পরিজনদের। এক রোগীর বন্ধু শংকর রায় বললেন, 'শুক্রবার রাতে আমার দিনহাটার এক বন্ধু অপারেশনের জন্য কোচবিহারের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। রাতেই তাঁর রক্তের প্রয়োজন হলেও রক্ত জোগাড় করতে না পারায় শনিবার সকালে অপারেশন করতে হয়েছে। পুরসভার ব্লাড ব্যাংক পুনরায় চালু করা হলে এই সমস্যা অনেকটাই মিটিতে পারে।'

যদিও পুরসভার ব্লাড ব্যাংক চালুর সম্ভাবনা যে প্রায় নেই তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমি চেয়ারম্যান হওয়ার অনেকদিন আগেই ব্লাড ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরসভার তরফে এগুলো এখন আর চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া এখন তো হাসপাতালেই ব্লাড ব্যাংক রয়েছে।'

সরকারিভাবে এমজেএনের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে শহরের সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ব্লাড ব্যাংক থেকেও রোগীদের রক্ত সরবরাহ করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, হাসপাতালে থেকে রোগীরা যে কোনও সময়ই রক্ত পেতে পারেন। তবে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে আসা রোগীরা দুপুর ২টার মধ্যেই রক্ত সংগ্রহ করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে কোনও রোগীর রক্তের প্রয়োজন পড়লে তা জোগাড় করতে নাভিশ্বাস ওঠে রোগীর পরিজনদের। দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার সহ বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান সম্পর্কিত কাজ করছেন কোচবিহারের প্রবীণ বাসিন্দা অরূপ গুহ। তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরসভার ব্লাড ব্যাংকটি চালু হলে সমস্যা কিছুটা হলেও মিটবে।'

শুক্রবার পুরসভা সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, পুরসভার ব্লাড ব্যাংকের বোর্ডের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও কেন তা নতুন করে খোলা হচ্ছে না তা বুঝতে পারছেন না শহরবাসীও। শহরের বাসিন্দা দেবজ্যোতি চক্রবর্তীকে তাই বলতে শোনা গেল, 'হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের চাহিদা অনেক বেশি। পুরসভার ব্লাড ব্যাংকটি চালু হলে সমস্যা অনেকটাই মিটবে। তবে এবিষয়ে মানুষকে আরও বেশি সচেতন থাকতে হবে।'

এই ভবনে চলত পুরসভার ব্লাড ব্যাংক। ছবি : জয়দেব দাস

> শুক্রবার রাতে দিনহাটার এক বন্ধুর অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্ত জোগাড় করতে না পারায় শনিবার সকালে অপারেশন করতে হয়েছে। পুরসভার ব্লাড ব্যাংক চালু থাকলে এই ধরনের পরিস্থিতি হত না।
>
> শংকর রায় *রোগীর বন্ধু*

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	৪
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	২
মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৪
এবি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	২৫
ও নেগেটিভ	০
দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৪৮
ও নেগেটিভ	০

দলবদল

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর : আগামী বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস আগে বিজেপি ছেড়ে শনিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির যুবমোর্চার কোচবিহার শহর দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি শুভময় দে সরকার। এদিন কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে এসে তিনি ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। এর ফলে ভোটের আগে তৃণমূল আরও শক্তিশালী হবে বলে তৃণমূল জেলা সভাপতি জানিয়েছেন।

ভেঙেছে চাঙড়। ফাটল দেওয়ালে। পুরসভার প্রবাস অতিথিশালার এখন এমনই দশা। শনিবার। ছবি : জয়দেব দাস

প্রতারণার ফাঁদে কাউন্সিলার

তুফানগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : এবার প্রতারণার ফাঁদে তুফানগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। অনিমেষ তালুকদার নামে ওই কাউন্সিলার জানান, ব্যাংককর্মী পরিচয় দিয়ে শনিবার সকালে তাঁর কাছে ফোন আসে। এরপর কেওয়াইসি-র নাম করে তথ্য চান প্রতারক। সরল মনে আমি তা জানাতেই অ্যাকাউন্ট থেকে ৪১ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। এই ঘটনার পর তুফানগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। ভুয়ো ফোন থেকে সাবধান থাকতে হবে।

জরাজীর্ণ পুরসভার প্রবাস, নেই হুঁশ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর : বারবার আয় বাড়ানোর কথা বললেও আয়ের উৎসের দিকে কতটা নজর আছে কোচবিহার পুরসভার, উঠতে শুরু করেছে সেই প্রশ্ন। পুরসভার কিছু সম্পত্তির দিকে নজর দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। কার্যত জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ভবানীগঞ্জ বাজারের উত্তর দিকে তিনতলায় থাকা পুরসভা পরিচালিত অতিথিনিবাস, 'প্রবাস'। ২৮ শয্যার এই অতিথিশালায় সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকটা ধাপ ভাঙা। দেওয়ালে পান ও গুটখার আলপনা। সেইসব ছাড়িয়ে তিনতলায় পৌঁছোলে চোখে পড়বে, বিল্ডিংয়ের ভগ্ন অবস্থা।

ভবানীগঞ্জ বাজারের উত্তরায়ণে ১৯৯৬ সালে ৮ মে উদ্বোধন হয়েছিল পুরসভার অতিথিনিবাসটি। উদ্বোধনের পর আর সেভাবে কখনও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি এই অতিথিনিবাসটির। বহু বছর বেহাল দশায় রয়েছে প্রবাস। পান্থশালায় গিয়ে দেখা গেল, যখন-তখন ওপর থেকে ভেঙে পড়ছে চাঙড়। প্লাস্টার ভেঙে রড বেরিয়ে আছে কিছু জায়গায়। কিছু রড আবার বাইরে বেরিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। ছাদ থেকে গাছের শিকড় নেমেছে। বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ছে ঘরে। দিনকয়েক আগের বৃষ্টির জল এখনও জমে রয়েছে ঘরের ভেতর। শৌচাগারের অবস্থাও তথৈবচ। রংচটা বিছানার চাদর, ফাটা গদি। জানলার কাচ ভাঙা। রেলিং ভেঙে সেখানকার রডও বেরিয়ে রয়েছে হতশ্রী দশায়। জল পড়ার সমস্যা বেশি থাকার কারণে ১০ নম্বর ঘরটি তালা দিয়ে রাখা হয়েছে।

টাকা অভাবে থমকে মেরামত

পুরসভার এই অতিথিশালায় রয়েছে মোট ১১টি ঘর। এর মধ্যে একটি ডর্মিটরি। সেখানে রয়েছে বারোটি শয্যা। ডাবল বেড ২০০ টাকা, সিঙ্গল ১৫০ এবং ডর্মিটরিতে ১০০ টাকা ব্যয়ে থাকা যায়। জানা গেল, বর্তমানে সেখানে রয়েছেন মাত্র পাঁচজন। যদিও এ বিষয়ে কেউ সেভাবে মুখ খুলতে চাননি। যেহেতু অনেকটা কম খরচে থাকা যায়, তাই চিকিৎসা করাতে বা ব্যবসায়িক কারণে আসা অনেকেই এখানে থাকতে আগ্রহী। কিন্তু ঘরের যা পরিস্থিতি তাতে বেশিরভাগ মানুষ ফিরে যান। দিনরাত মিলিয়ে ছয়জন কর্মী রয়েছেন প্রবাসে। তাঁদের বক্তব্য, বহুবার বলেও উন্নতি হয় না। মাঝে বেশ কয়েকদিন জলকষ্ট ছিল। মাত্র ক'দিন হল পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আয় বাড়াতে পুরকর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে পুরসভা। এই নিয়ে নাগরিকরা অসন্তুষ্ট। অথচ যেদিকে নজর দিলে সত্যিই আয় কিছুটা বাড়বে, সেদিকে নজর নেই! এভাবে প্রাণ হাতে করে কে রাত কাটাবেন ওখানে? অবিলম্বে ঘরগুলো মেরামত করা উচিত।'

এই বিষয়ে পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার নজরে আছে। আলোচনাও হয়েছে। পুরসভার বেতন ইত্যাদি মিটিয়ে কিছুটা অর্থসংস্থান হলেই ঘর মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

প্রতিমা গড়তে পাঁচ মন পাটকাঠি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর : নজরকাড়া দুর্গাপুজোয় বরাবরই নামডাক দিনহাটার। চারদিনই ঢল নামে উত্তরের বিভিন্ন জেলার দর্শনার্থীদের। কিন্তু, কালীপুজোতেও উত্তরের জেলাগুলিকে টক্কর দেবার মতো প্রস্তুতি নিচ্ছে দিনহাটা শহর। এই শহরের অন্যতম বড় এবং খ্যাতনামা পুজোর মধ্যে নাম নেই সংঘ। শহরের সেই সংহতি ময়দানে এবার তারা গড়ছে সওয়া উনিশ হাত কালী প্রতিমা। উদ্যোক্তারা বলছেন, দিনাহাটা শহর তো বটেই, এই পুজো উত্তরবঙ্গকে তাক লাগিয়ে দেবে।

দুর্গাপুজোর আমেজ কাটতেই কালীপুজোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দিনহাটা শহর। দিনহাটা সংহতি ময়দানে নাম নেই সংঘের পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। নিজে পুজোর সবকিছু পরিচালনা করেন। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হবে। বিশেষ আকর্ষণ এই বিরাট কালী প্রতিমা। এই পুজোর বৈশিষ্ট্যই কালী প্রতিমার বিশাল রূপ। পুরাতন কাঠামোতেই প্রতিবছর প্রতিমা তৈরি হয়। তবে এই পুজোয় প্যান্ডেল থেকেও মায়ের প্রতিমাই দর্শনার্থীদের কাছে মূল আকর্ষণ।

এবছর নাম নেই সংঘের পুজোর ৫১তম বর্ষ। তবে এই পুজোর বাড়তি পাওনা হিসেবে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও থাকছে চোদ্দোদিনের বিরাট মেলা। যেখানে প্রসাধনী, বাসন, খেলনার দোকানের পাশাপাশি নাগরদোলা, ব্রেকডান্সও থাকছে।

পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে জানা গিয়েছে, বিশাল এই মূর্তি গড়তে প্রায় পাঁচ মন পাটকাঠি, দুই হাজার খড়ের আঁটি, ৫০ কেজি সুতলি, এঁটেল-বেলে-কালো তিন রকমের মাটি এবং প্রতিমার চুল তৈরিতে ৮০ কেজির মতো পাটের প্রয়োজন হচ্ছে। স্থানীয় মৃৎশিল্পীদের তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুজার পর থেকেই প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। দশ থেকে বারোদিনের মধ্যে শিল্পীর ছোঁয়ায় প্রতিমা পূর্ণতা পাবে। তবে অনেকে সংহতি ময়দানে এই প্রতিমা দেখার জন্য ভিড় করছেন।

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শিবনাথ বসু জানান, তাঁদের পুজো পুরোপুরি তান্ত্রিক মতে হয়ে থাকে। রাতভর চলতে থাকা পুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন। সকলে একবার হলেও বড়কালীর দর্শন করবেনই। যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা চাকির কথায়, আমাদের পুজোয় আড়ম্বর নয়, নিষ্ঠাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুজোর পরের দিন সকালে খিচুড়ি প্রসাদও বিতরণ করা হয়।

শহরের বাসিন্দা বাবলা মিশ্রর কথায়, দিনহাটায় কালীপুজোয় অন্যতম আকর্ষণই হল সংহতি ময়দানের চোদ্দোদিনব্যাপী কালীমেলা। সেই বড়কালীর দর্শনের বিষয় তো রয়েছে। গৃহবধূ অঞ্জলি রায় বলেছেন, দিনহাটায় দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজো অতটা বড় করে না হলেও এই পুজো নাম নেই সওয়া উনিশ হাত কালীর অন্যতম আকর্ষণ বিন্দু।

নাম নেই সংঘের সওয়া উনিশ হাত কালী প্রতিমা। শনিবার।

স্ত্রীকে ২ লক্ষ টাকায় মুম্বইয়ে বিক্রির অভিযোগ

করণদিঘি, ১১ অক্টোবর : স্ত্রীকে দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুম্বইয়ের থানে এলাকায় এক পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার করণদিঘি থানায় স্বামী আহম্মদ রেজা, বিয়ের ঘটক মুসলিম সোলেমান সহ ছয়জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। করণদিঘি থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। মূল অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ।'

পুলিশের কাছে ওই তরুণী জানিয়েছেন, বছর দেড়েক আগে ঘটক সোলেমানের সঙ্গে আহম্মদ সহ ছয়জন তাঁদের বাড়িতে আসেন। সেখানে কথাবার্তার পর আহম্মদ তাঁর ফোন নম্বর নেন। পরবর্তীতে ফোনে দুজনের মধ্যে বহুবার কথাবার্তা হয়। একদিন আহম্মদ তাঁকে বিয়ে করার কথা বললে তিনি রাজি হয়ে যান। রায়গঞ্জ আদালতে তাঁকে কিছু কাগজপত্রে সই করিয়ে আহম্মদ জানান, বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁরা দূরে কোথাও গিয়ে সংসার শুরু করবেন।

ওই তরুণী এদিন করণদিঘি থানায় তাঁর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন। তাঁর বক্তব্য, মুম্বইয়ে একটি বড় বাড়িতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তোলেন আহম্মদ। জানান, বাড়িটি তাঁরা ভাড়া নিয়েছেন। এরপর খাবার আনার কথা বলে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি আহম্মদ। ক্রমে ওই তরুণী জানতে পারেন, তাঁকে মুম্বইয়ের পতিতাপল্লিতে ২ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন আহম্মদ। শুধু তাই নয়, তাঁর মতো মালদা, হরিরামপুর থেকে একাধিক মেয়েকে এভাবেই ওই পতিতাপল্লিতে এনে তুলেছেন তিনি। দীর্ঘ এক বছর তিন মাস তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখে পতিতাপল্লির দালালরা। তারা জানিয়ে দেয়, ২ লক্ষ টাকা ফেরত দিলেই তাঁকে ছাড়া হবে।

৬ নভেম্বর ভোররাতে ঘরের জানলা ভেঙে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন ওই তরুণী। শরীরের একাধিক জায়গায় চোট পেলেও তা উপেক্ষা করেই মুম্বইয়ের একটি রেলস্টেশনে গিয়ে রেলপুলিশকে সমস্ত খুলে বলেন। তারা স্থানীয় থানায় অভিযোগ করতে বললেও ওই তরুণী রাজি হননি। এক পুলিশকর্মী ৭০০ টাকা দেন। রেল পুলিশ গুয়াহাটিগামী একটি ট্রেনে তুলে দেয়। ডালখোলায় নেমে সোজা বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর আহম্মদকে বারবার ফোন করলেও মোবাইল সুইচড অফ পেয়েছেন। বাবা-মা কেন দেড় বছর ধরে আপনার খবর নেননি, প্রশ্ন করায় তরুণী বলেন, 'বাবা-মায়ের কাছে মোবাইল ফোন নেই। আমার স্বামী পতিতাপিল্লতে আমাকে বিক্রি করে দিলেও আমার পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল। আমার পরিবারের লোককে বুঝতে দেয়নি যে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্ষুদ্র চিয়া, বৃহৎ শক্তি

ছোট্ট এই চিয়া বীজ আসলে স্বাস্থ্যের এক গোপন ভাণ্ডার! এতে আছে প্রচুর ফাইবার, যা হজম ক্ষমতা বাড়ায় আর কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ফাইবার পেট ভরা রাখে বলে ওজন নিয়ন্ত্রণেও এটি দারুণ উপকারী। এছাড়া রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটি সাহায্য করে। চিয়া বীজে আছে ওমেগা-৩, যা রক্তচাপ ও প্রদাহ কমায়, আর হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে বাঁচায়, যা ক্যানসার ও বার্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য চিয়া বীজ ভিজিয়ে খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

অবিশ্বাস্য ব্যাকটিরিয়া

কিডনিতে পাথর মানেই কি অপারেশন? সম্ভবত না! বিজ্ঞানীরা এক ধরনের ব্যাকটিরিয়াকে জেনেটিক্যালি পরিবর্তন করেছেন, যা কিডনিতে পাথর হওয়ার অন্যতম কারণ 'অক্সালেট' নামক যৌগকে ভেঙে দিতে পারে। পরীক্ষাগুলোতে দেখা গিয়েছে, এই নতুন ব্যাকটিরিয়া শরীরের অক্সালেট কমানোর সঙ্গে সঙ্গে পাথর তৈরি হওয়ার ঝুঁকিও কমিয়ে দেয়। এই পদ্ধতি প্রচলিত চিকিৎসা যেমন- অস্ত্রোপচার বা শকওয়েভ থেরাপির চেয়ে নিরাপদ হতে পারে। এ বিষয়ে মানবদেহে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করার পরিকল্পনা চলছে। যদি এটি সফল হয়, তাহলে কিডনির পাথর নিরাময়ের ক্ষেত্রে এটি এক বিপ্লব ঘটাবে।

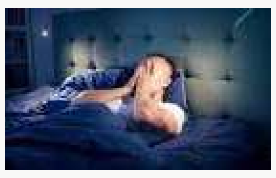

ঘুমের ফাঁকি, ওজনের ঝুঁকি

আপনি কি যথেষ্ট ঘুমোচ্ছেন? আপনার ঘুমের পরিমাণ আপনার ওজন আর মেটাবলিজমের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে, তা শুনলে অবাক হবেন! এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা রাতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন, তাঁরা সাড়ে আট ঘণ্টা ঘুমোনো ব্যক্তিদের চেয়ে ৫৫ শতাংশ কম ফ্যাট ঝরিয়েছেন। যদিও তাঁদের খাবার একই ছিল! ঘুমের অভাবে শরীর 'ঘ্রেলিন' আর 'লেপটিন' হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে। এতে খিদে বেড়ে যায়, আর 'কর্টিসল' হরমোনের মাত্রা বাড়ে, যা শরীরকে ফ্যাট জমাতে উৎসাহিত করে। এছাড়া 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বেড়ে যাওয়ায় খাবার থেকে পাওয়া ক্যালোরি শক্তিতে পরিণত না হয়ে ফ্যাট হিসেবে জমা হয়। তাই ভালো ঘুম না হলে শুধু ডায়েট করে ওজন কমানো কঠিন।

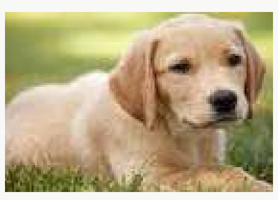

হিংসা করে কুকুর

আপনি যখন অন্য পোষা প্রাণীকে আদর করেন, আপনার কুকুর কি হিংসা করে? বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, সত্যি, কুকুররাও ঈর্ষান্বিত হয়! তারা আপনার মাঝে এসে দাঁড়ায়, ধাক্কা দেয়, কিংবা করুণ স্বরে ডেকে আপনার মনোযোগ চায়। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মালিক যখন একটি নকল কুকুরকে আদর করছিলেন, আসল কুকুরটি তাদের মাঝখানে নিজেকে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মালিক যখন একটি বই বা বালতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন, কুকুরটির তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না। এই ঘটনা প্রমাণ করে, আপনার কাছে তার গুরুত্ব কতটা।

স্বাভাবিক হচ্ছে পাহাড়, মিরিকে যেতে পারেন মমতা

দুধিয়ায় অস্থায়ী সেতু চালুর চেষ্টা

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ১১ অক্টোবর : দুর্যোগ কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে পাহাড়। দার্জিলিং জেলাজুড়েও দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কষার কাজ চলছে। ভেঙে যাওয়া রাস্তা কিংবা সেতুগুলির পুনর্নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। শনিবার দুধিয়ায় পৌঁছে দেখা গেল, বালাসন নদীর ওপরে হিউমপাইপের সেতু তৈরির কাজ চলছে। দু'দিকে পাথর ফেলে অ্যাপ্রোচ রোডও একইসঙ্গে তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই নদীতে হিউমপাইপ বসানোর কাজ করছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। কালীপুজোর দিন থেকে এই অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচলে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এরই মধ্যে রবিবার ফের উত্তরবঙ্গে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেল অথবা মঙ্গলবার সকালে তিনি পাহাড়ে উঠবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এবারের সফরে তিনি মিরিকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন। তবে মিরিকে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার মতো বিশেষ কোনও পরিকাঠামো না থাকায় দার্জিলিংয়ে থেকেই তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন বলে আন্দাজ করা হচ্ছে।

বালাসন নদীতে হিউমপাইপের সেতু তৈরির কাজ চলছে। দুধিয়ায়।

এদিকে, দুধিয়ার রাস্তা তৈরিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে বলা হয়েছে। এনিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্তোষ তামাং বললেন, 'শুক্রবার থেকে রাতেও কাজ চলছে। যত দ্রুত সম্ভব রাস্তা চালু করতে দুটি এজেন্সি দিনরাত এক করে কাজ করছে।' অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এবারের সফরসূচির কোনও নির্দিষ্ট তালিকা শনিবার রাত পর্যন্ত প্রশাসনের কাছে আসেনি। উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং পুনর্বাসন সহ নানা বিষয়ে নজরদারি চালানোই তাঁর এবারের সফরের মূল কারণ। গত সপ্তাহের মতো এবারও মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ডুয়ার্সের হাসিমারা সেনা এয়ারবেসে নামবেন। মালঙ্গিতে থেকে ডুয়ার্সের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তিনি প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন বলেও জানা গিয়েছে।

ছন্দে ফিরতে মরিয়া

- শনিবার বালাসনের হিউমপাইপের সেতু তৈরির কাজ করতে দেখা গেল
- কালীপুজো থেকে এই অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে প্রশাসনিক সূত্রে খবর
- সোমবার বিকেল অথবা মঙ্গলবার সকালে পাহাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

তারপর ডুয়ার্স থেকে সড়কপথে সোমবার সকালে উত্তরকন্যায় আসবেন মমতা। সেদিনই বিকেল কিংবা মঙ্গলবার সকালে দার্জিলিংয়ে রওনা হবেন। জানা গিয়েছে, তিনধারিয়া দিয়ে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে বর্তমানে সমস্ত যানবাহন চলাচল করায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়েই দার্জিলিংয়ে উঠতে পারে। সেখানে পৌঁছে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক, জেলা প্রশাসন এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। তারপর সুখিয়াপোখরি, মিরিকের ক্ষতিগ্রস্ত কিছু এলাকা তিনি ঘুরে দেখবেন বলে জানা গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পর এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। এখনও মিরিক থেকে সৌরিণী, সুখিয়াপোখরি থেকে সিওক কিংবা তাবাকোশি সর্বত্রই ধ্বংসের ছবি স্পষ্ট। ত্রাণশিবিরে রয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। বিভিন্ন ব্লকে কমিউনিটি কিচেন বানিয়ে সেখান থেকে দুর্গতদের জন্য দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু অসহায় মানুষগুলি কবে আবার তাঁদের মাথার ওপর ছাদ ফিরে পাবেন তা এখনও অনিশ্চিত। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়বে। সেইমতো আর্থিক বরাদ্দ করা হলে বাসিন্দাদের জন্য ঘর তৈরির কাজ হবে। তবে ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ।

জুয়ার আসরে হানা

বক্সিরহাট, ১১ অক্টোবর : শুক্রবার রাতে মেলার আড়ালে চলা জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে এগারোজনকে গ্রেপ্তার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ, মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীমারি এলাকায় লক্ষ্মীপুজোর মেলার আড়ালে বসেছিল জুয়ার আসর। সেখানে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সরঞ্জাম সহ ৩৫ হাজার ৪৩০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর : বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোয়ালিদহ এলাকায়। মৃতের নাম পিংকি বর্মন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে বারান্দায় পিংকির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকজন। এরপর তাঁরা দিনহাটা থানায় খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ব্লক সভাপতি

প্রথম পাতার পর

ব্লকের অবজার্ভার ঘোষণা করেন। সবমিলিয়ে এর ফলে মনে করা হচ্ছিল, এবার হয়তো ব্লক সভাপতির পদ থেকে সজলকে সরানো হবে। কিন্তু সেটা হল না। শেষপর্যন্ত সজলকেই আবার ব্লক সভাপতি করা হল। রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা, দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে চাপে পড়ে অভিজিৎ তাঁকে ফের ব্লক সভাপতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

এদিন সজল বলেন, 'রাজ্যের নির্দেশে জেলা সভাপতি আমাকে ব্লক সভাপতি ঘোষণা করেছেন। আমার উপর আস্থা রাখার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। ২০২৬ সালের নির্বাচনে দলের ভালো ফলাফলের জন্য নতুন করে ব্লকের কোনও অঞ্চল কমিটির পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় কি না কিংবা কোনও অঞ্চল সভাপতিকে পরিবর্তন করতে হয় কি না তা দেখা হবে।' বিষয়টি নিয়ে দলের জেলা সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'দল ওঁকে মনোনীত করেছে। তাই ব্লক সভাপতি করা হয়েছে।'

ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ব্যারেন দ্বীপের সামনে জাহাজ। শনিবার। -পিটিআই

'ত্যাজ্য' শাবককে নিয়ে চিন্তায় বন দপ্তর

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১১ অক্টোবর : দুর্যোগের মধ্যে উত্তাল মেচি নদী থেকে উদ্ধার করা হস্তীশাবককে নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বন দপ্তর। শাবকটি বর্তমানে জলদাপাড়ার হলং সেন্ট্রাল পিলখানার আইসোলেশন সেন্টারে রয়েছে। এখানে আনার পর থেকেই মায়ের জন্য ডুকরে কেঁদে উঠছে সে।

গত ৫ অক্টোবর তারাবাড়ি এলাকায় উত্তাল মেচি নদীতে পড়ে গিয়েছিল মাত্র ১৫ দিন বয়সি মাদি শাবকটি। ভাসতে ভাসতে নেপাল সীমান্তের মণিরাম এলাকায় চলে আসে। এরপর ভারত ও নেপালের সাধারণ মানুষ শাবকটিকে নদী থেকে তুলে বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের হাতে তুলে দেন। কিন্তু বিপদ দেখা দেয় অন্য জায়গায়। একদিকে, মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করতে থাকেন বনকর্তারা। অপরদিকে, ওইটুকু শাবককে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টাও চলতে থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মায়ের কাছে ফেরানো যায়নি তাকে। ফলে তার ঠিকানা হয় জলদাপাড়ার হলং সেন্ট্রাল পিলখানার আইসোলেশন সেন্টার। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানালেন, আপাতত শাবকটি সুস্থ আছে। তবে বিপদ রয়েছে। ২১ দিন পর্যন্ত পিলখানার আইসোলেশন সেন্টারে রাখা হবে। প্রতিদিন গুঁড়ো দুধ সাত-আটবার খাওয়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা।

হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় ত্যাজ্য সেই হস্তীশাবক। শনিবার।

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানান, শাবকটি উদ্ধারের পর দ্রুত মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে বনকর্মীরা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মা হাতি তার শাবককে দেখেও কাছে টেনে নেয়নি। এ ব্যাপারে এক বনকর্তা জানালেন, হস্তীশাবকের শরীরে মানুষের ছোঁয়া লাগলে দলে তার স্থান হয় না। হস্তীকুলের এটাই নাকি চরিত্র। এই শাবকটির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা হয়েছে। অবশেষে গত ৮ অক্টোবর শাবকটিকে জলদাপাড়ার হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় আনা হয়েছে।

শাবকটির সর্বক্ষণ দেখাশোনা করছেন অভিজ্ঞ মাহুত নির্মল কুজুর। এছাড়া প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা, বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান, সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা সকলেই তাকে নজরে রাখছেন। পিলখানার আইসোলেশন সেন্টারে ২১ দিন রাখা হবে। এই সময় বাইরের জগৎ থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হবে। ২১ দিন পর আইসোলেশন সেন্টার থেকে বের করে পরিচয় করানো হবে গজরাজ ও তিস্তারানির সঙ্গে। গজরাজ ও তিস্তারানি এই পিলখানার দুই মাতৃহারা শাবক। এই দুই শাবক যদি কাছে টেনে নেয়, তবে দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে শাবকটি। এমনটাই যাতে হয়, আশা সকলের।

উত্তরে মমতা

প্রথম পাতার পর

'বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যা যা করণীয় সব করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তৎপরতার সঙ্গে সবটা করেছেন। বিজেপি কিছু না করেই ফায়দা তুলতে চাইছে।' সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার কথা, 'দ্বিতীয়বার সফরের মধ্য দিয়েই উত্তরবঙ্গের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দরদ ও দায়িত্ববোধ স্পষ্ট হয়েছে। তিনি উদ্বিগ্ন। কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দ্রুত স্বাভাবিক করা যায় তার জন্য পদক্ষেপ করতেই উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথা, 'তৃণমূল বুঝে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষ তাদের বিশ্বাস করেন না। তাই ভয়ে আমাদের নেতাদের ওপর তাদের দলের বহিরাগত দুষ্কৃতীদের এনে হামলা চালিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা যখন সাহায্য করতে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছি তখন মুখ্যমন্ত্রী লোক দেখাতে যাচ্ছেন।'

বিপর্যয় থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার কাজে বিজেপি যে পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করেছে সেকথা মেনে নিয়েছেন পাহাড়ের অনেক নেতাই। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ এবং ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনীত থাপার বক্তব্য, 'শুনেছি আরএসএসের লোকজন কোথাও কোথাও ঢুকেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্যই পাহাড়ে আসবেন। এরমধ্যে রাজনীতি নেই।' প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ত্রাণ বিলিতে কোথাও যেন কোনওরকম খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ কোথাও কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না তিনি।

শেখে অ, আ

প্রথম পাতার পর

রোজ মিড-ডে মিলও খায় সে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মৌমিতা দে বলছিলেন, 'এই কঠিন পরিস্থিতিতেও লেখাপড়ায় ছোট্ট মেয়েটার আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। জরুরি নথিপত্র না থাকায় এখনও স্কুলে ভর্তি করা যায়নি। তবে আমরা ওকে ক্লাসে পড়াই।' মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের সঙ্গে রাস্তার পাশে বড় হচ্ছে সুনীতা। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে এক অদৃশ্য লড়াইয়ে নেমেছে যেন একরত্তি। তার আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নপূরণে সহায় হোক ভাগ্যদেবতা, প্রার্থনা সকলের।

ফের আগ্রাসী গঙ্গা

মালদা, ১১ অক্টোবর : শুধুমাত্র খাসকোল নয়, পঞ্চানন্দপুর থেকে গোপালপুরেও গত কয়েকদিনে গঙ্গার ভাঙন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার থেকে মানিকচকের গোপালপুরের শান্তি মোড় এলাকায় নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। শনিবার ফের ইংরেজবাজারের খাসকোল গ্রামে আগ্রাসী রূপ নিয়েছে গঙ্গা। বসতি থেকে কিছুটা দূরে চাষের জমির বেশ কিছুটা অংশজুড়ে লাগাতার ভাঙন হচ্ছে। এই এলাকায় প্রায় একশো মিটার জায়গা ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। ভাঙন নিয়ে যথারীতি কেন্দ্রকে দুষেছেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তবে ভাঙন রোধে কেন্দ্র-রাজ্য একযোগে কাজ না করলে যে মালদা ও মুর্শিদাবাদবাসী আরও বিপদেই পড়বেন, তা বলছেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ইংরেজবাজারের খাসকোল থেকে শুরু করে মানিকচকের গোপালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ভাঙন চললেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। বিঘার পর বিঘা চাষের জমি নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে চরম আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। যদিও জেলা প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কর্তাদের দাবি, ভাঙনকবলিত এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'ভাঙনকবলিত এলাকায় সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিদল পরিদর্শনে গিয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।'

সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন করে গঙ্গার জলস্তর বাড়তে থাকায় ফের ভাঙন শুরু হয়েছে। মানিকচক ব্লকের পঞ্চানন্দপুর থেকে গোপালপুর এলাকায় এ বছর বেশি ভাঙন হচ্ছে। গোপালপুরের পাশেই ইংরেজবাজার ব্লকের খাসকোল। গোপালপুরের অংশে গঙ্গা অনেকটাই ভেতর দিকে ঢুকে গিয়েছে। যার ফলে এই সময় জল বাড়তেই খাসকোল এলাকায় ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে টানা এই এলাকায় ভাঙন চলছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত খাসকোলে কয়েক বিঘা চাষের জমি তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গায়। এই এলাকায় ভাঙন রোধের কাজের জন্য ইতিমধ্যে পরিকল্পনা নিতে চলেছে সেচ দপ্তর। পঞ্চানন্দপুর থেকে গোপালপুর, খাসকোল পর্যন্ত কাজ করতে হবে। এর জন্য বড় প্রকল্প প্রয়োজন।

কেন্দ্রকে দুষে রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'যেখানেই ভাঙন নজরে আসছে, আমরা কাজ করছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যতটুকু পারছেন অর্থবরাদ্দ করছেন কাজের জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার একেবারেই টাকা দিচ্ছে না।'

দিশেহারা হয়ে আক্রমণ বুনোদের

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই প্লাবনের পরবর্তীতে বন্যপ্রাণীর হামলায় জেলায় ১১ জন আহত ও একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। আগামীতে এই সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে। সমীক্ষার রিপোর্ট আসার পরে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি।

লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর বেরিয়ে আসা নিয়ে শুক্রবার জরুরি বৈঠক হয়েছে বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের অন্তর্গত ব্যাংডুবিতে। ওই বৈঠকে বন দপ্তর ছাড়াও এসএসবি, পুলিশ, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিরা ছিলেন। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডের বক্তব্য, 'ইলেক্ট্রিক ফেন্সিং রুখতে এবং দলছুটদের ফেরাতে সমান সক্রিয় রয়েছে আমাদের দল।'

গরুমারা ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বিভিন্ন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে জলঢাকা, ডায়না, ডুডুয়া, মূর্তি সহ একাধিক ছোট-বড় নদী। গত সপ্তাহে এই সমস্ত নদী ফুলেফেঁপে উঠেছিল। আর তাদের বয়ে আসা পলির আস্তরণে ঢাকা পড়েছে গরুমারার প্রায় ৩৫ হেক্টর ঘাসজমি। জলপাইগুড়ি বন বিভাগ সূত্রে খবর, জেলার নাথুয়া-ডায়না-সোনাখালি সহ বিভিন্ন বনাঞ্চল মিলে প্রায় ৪৮ হেক্টর বনভূমি পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র মোরাঘাট রেঞ্জের ১২ হেক্টর বনাঞ্চল নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। অথচ এই বনভূমি ও ঘাসজমি ছিল বন্যপ্রাণীদের খাবারের অন্যতম ভাণ্ডার। যে জায়গায় অবাধে বন্যপ্রাণীরা ঘুরে বেড়াত সেখানে পলির মোটা আস্তরণ পড়ে তা বন্যপ্রাণীর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বন্যপ্রাণীর মৃত্যু একদিকে যেমন জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি করেছে তেমনই বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের এলাকা চিনতে না পেরে একেবারে দিশেহারা বন্যপ্রাণীরা। একদিকে আতঙ্ক ও অন্যদিকে নিজেদের জায়গা চিনতে না পেরে তারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

পাহাড়-তরাইয়ের একাধিক বনাঞ্চলে জল ঢুকে যাওয়ার দরুন প্রচুর প্রাণী ভেসে গিয়েছে বলে আশঙ্কা। একাধিক হাতি নিজেদের দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। দলছুট এই হাতিরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসছে। এর জেরে সাধারণ মানুষের যেমন বিপদ বাড়ছে, তেমনই বুনোদের বিপদ হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দলছুট একটি হাতি খড়িবাড়িতে লোকালয়ে চলে আসে। রাতভর চেষ্টার পর ভোরের দিকে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান কার্সিয়াং ডিভিশনের বনকর্মীরা। মেচি নদীতে ভেসে যাওয়া একটি ছোট হস্তীশাবকও লোকালয়ে চলে আসে। সেটিকে উদ্ধার করলেও মানুষের সংস্পর্শে চলে আসায় তাকে আর ফেরত নেয়নি তার দল। জলদাপাড়ার পিলখানায় পাঠানো হয়েছে তাকে। শুক্রবার কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে একটি গন্ডার লোকালয়ে চলে আসে। তাকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে লোকালয় থেকে সরিয়েছে বন দপ্তর।

এদিকে, গরুমারার ভেতরে গরাতি, ধূপঝোরা সহ একাধিক বিটের বহু এলাকায় এখনও বনকর্মীরা পৌঁছোতেও পারেননি। আশঙ্কা, সেখানে পলির নীচে বহু বন্যপ্রাণীর দেহ পড়ে রয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি শেষপর্যন্ত কোন পর্যায়ে যায় সেটা এখনও আঁচ করতে পারেননি বনকর্তারা। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'গাছপালা ছাড়াও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় বহু হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আগামী বছর ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমির থেকে বেশি যাতে গাছ লাগানো যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। জঙ্গলে যাওয়ার বিভিন্ন রাস্তাঘাট যেগুলো বেহাল হয়ে ও ভেঙে গিয়েছে, সেগুলো মেরামত শুরু হয়েছে জোরকদমে।' গরুমারার ভেতরে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তৈরি করছে বন দপ্তরের একটি বিশেষ টিম। জঙ্গলের আনাচে-কানাচে ঘুরে কোনও বন্যপ্রাণীর দেহ উদ্ধার হয় কি না তাও দেখা হচ্ছে। তাতে ছোট কিছু বন্যপ্রাণীর দেহ উদ্ধার হলেও বড় কোনও বন্যপ্রাণীর দেহ উদ্ধার হয়নি। গরুমারায় হাতি সাফারি ও পুনরায় চালু হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

প্রতি সপ্তাহে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সরাসরি বনমন্ত্রীকে পাঠাতে বলা হয়েছে। সেইমতো শনিবারই বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন উত্তরের বনকর্তারা।

তথ্যসূত্র- শুভদীপ শর্মা, আব্দুল লতিফ, শুভজিৎ দত্ত ও রাহুল মজুমদার

তোর্ষা ফুঁসে উঠলে ভয়াবহ

প্রথম পাতার পর

বড় মেচিয়াবস্তির একটি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর প্রায় সামনে চলে এসেছে তোর্ষা। রেস্তোরাঁ থেকে নদীর দূরত্ব মেরেকেটে ৩০ মিটার। রেস্তোরাঁর এক কর্মী বললেন, 'গত রবিবার তোর্ষা যেভাবে বইছিল দেখেই আতঙ্ক হচ্ছিল। আমি তো ভাবলাম রেস্তোরাঁ আর থাকবেই না। নদীর চেহারা দেখে সেদিন আমি আর দুই সহকর্মী জামাকাপড় গুছিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম।' এই রেস্তোরাঁ থেকে ২০ মিটার দূরে নতুন আরেকটি রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। বিশেষ দিনে উঠতি বয়সিদের ভিড় থাকে। রেস্তোরাঁর মালকিন পূজা ভুজেল বলেন, 'অত ভেবে তো আর রেস্তোরাঁ তৈরি করিনি। পর্যটকরা আসেন, ভালো আয় হয়। মনে হয় না তোর্ষা ক্ষতি করবে রেস্তোরাঁর।'

বড় মেচিয়াবস্তি থেকে ছোট মেচিয়াবস্তির দূরত্ব ৩০০ মিটার। ছোট মেচিয়াবস্তির পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে তোর্ষা। দু'বছর আগে তোর্ষা একবার ফুঁসে ওঠায় ১৫টিরও বেশি বাড়ি ভেঙে যায়। একটি আইসিডিএস কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখনও এলাকায় গেলে দেখা যায়, আইসিডিএস-এর সহায়িকা স্থানীয় কারও বাড়ির উঠোনে শিশুদের পড়াচ্ছেন।

তোর্ষা নদীর জল বাড়লেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। প্রশ্ন ওঠে, তাঁরা কেন এই এলাকায় ঘর তৈরি করে আছেন? কারা তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে? আমিনা বিবি নামে তোর্ষাপাড়ের এক বাসিন্দা বলেন, '২০ বছর ধরে তো এখানেই আছি। আগে তো তোর্ষা দূরে ছিল। আমরা কি জানতাম নাকি তোর্ষা ঘরের সামনে চলে আসবে। এসবের জন্য ভুটান দায়ী।' এলাকাবাসীদের কথায়, শহরে জায়গা ছিল না দেখে তাঁরা এই এলাকায় চলে এসেছিলেন থাকতে। কেউ ২০, আবার কেউ ৪০ বছর ধরে এখানে আছেন। সুভাষ বিশ্বকর্মা নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'আমরা অত বুঝি না। নদী কখন কী হবে জানি না। যখন ঘর বানাচ্ছিলাম তখন কেউ তো বাধা দেয়নি। এখনও তো কেউ উঠে যেতে বলছেন না।'

জয়গাঁর পূর্বদিক দিয়ে বয়ে চলা গোবরজ্যোতি নদী জলে ভরে ওঠে টানা বৃষ্টি হলে। এখানে দেখা যায় আলাদা সমস্যা। নদীর জলের সঙ্গে পলি-বালি এতটা পরিমাণে চলে আসে যে, জল সরার পরেও ঘরবাড়িতে আস্তরণ পড়ে যায়। এলাকায় দেখা গেল, পলি-বালি দিয়ে এখনও ঢেকে রয়েছে কিছু ঘর। সেখানকার বাসিন্দারা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

তোর্ষার চর দখল প্রসঙ্গে জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলছেন, 'বছরের পর বছর ধরে আমরা তো এই এলাকায় আছি। কত জনের বৈধ কাগজ আছে, আমার তো জানা নেই। রাজ্য সরকার তো তাও চা বাগান এলাকায় জমির পাট্টা দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার তো কিছুই করেনি।'

রাজনৈতিক চাপানউতোর যাই থাকুক না কেন, মানুষের আগ্রাসনে দমবন্ধ হয়ে আসছে তোর্ষার, একথা সবাই বুঝছেন। কখনও বাসস্থান, কখনও ব্যবসার নামে এই অত্যাচার তোর্ষা কতদিন সহ্য করবে, তা কেউ জানে না। তবে, জলঢাকার মতো একদিন তোর্ষা প্রত্যাঘাত করলে জয়গাঁ যে শ্মশান হয়ে যাবে, তা বুঝেও চোখ বন্ধ করে রয়েছেন পাড়ের বাসিন্দারা থেকে প্রশাসন।

১৬ ট্রাভেল ব্লগ অশোক ভট্টাচার্য

১৭ ছোটগল্প গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা সমীর চট্টোপাধ্যায়, আশিস চক্রবর্তী, পার্থসারথি মহাপাত্র, আভা সরকার মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ রায়, প্রদীপ কুমার দাস ও বিশ্বজিৎ মজুমদার

স্বপ্ন

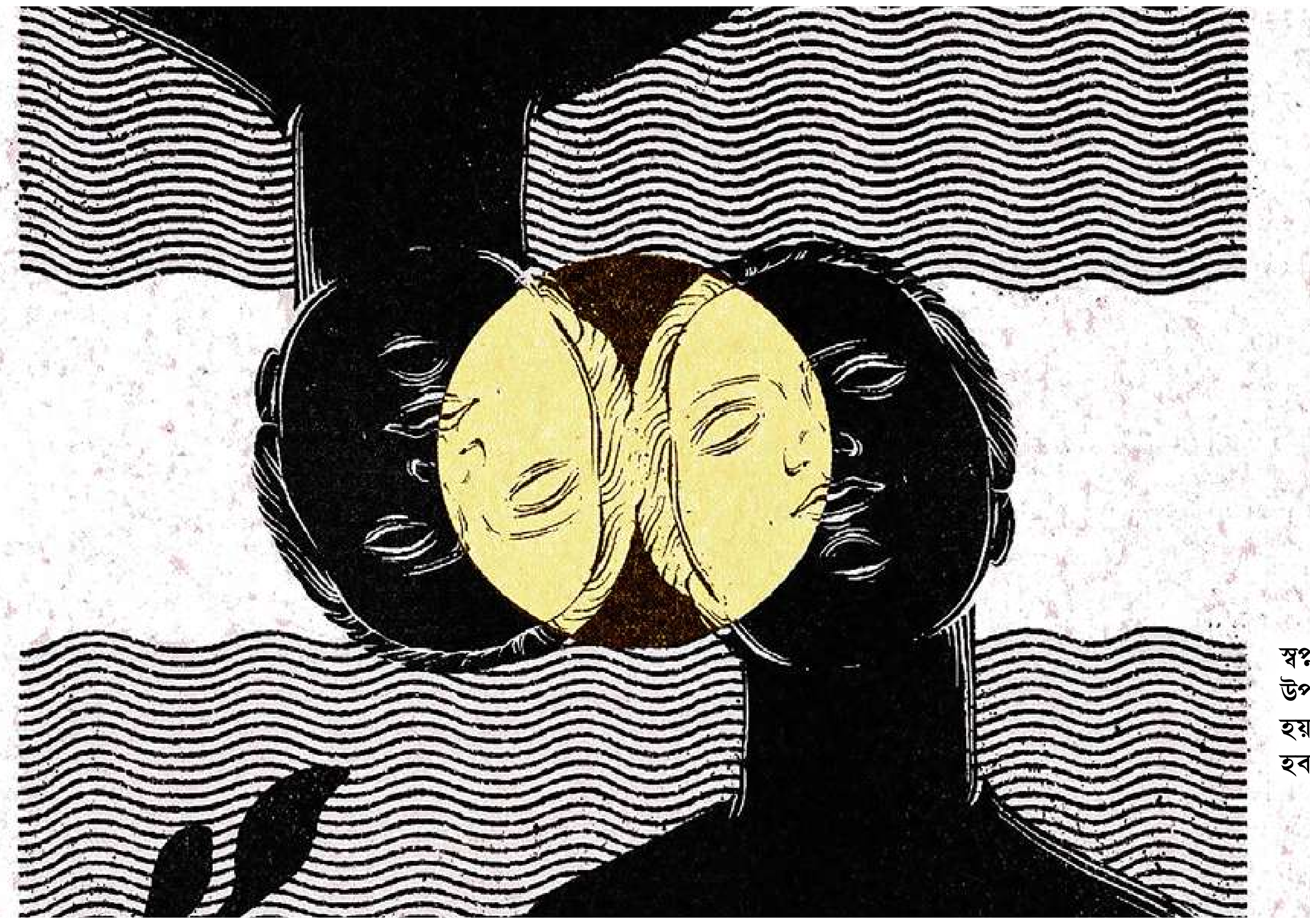

মনের অবচেতনে পৌঁছানোর রাজপথ

জয়দীপ সরকার

'কী করে নিশ্চিত হব যে, যাকে বাস্তব বলে অনুভব করছি সেও আসলে স্বপ্ন নয়?' রেনে ডেকার্তের এই প্রশ্ন পশ্চিমী দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ, তারা বিশ্বাস করি, রাত গভীর হলে ঘুমের আলিঙ্গনে যখন বাঁধা পড়ে শরীর, তার একটা পর্যায়ে— যখন শরীর নিস্তেজ থাকে কিন্তু মস্তিষ্ক সক্রিয় (বিজ্ঞানের ভাষায় 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট' ঘুমচক্র)— তখন ঘুমচোখে আমরা যা দেখি তাই স্বপ্ন। জীবনের বাকি যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব সব বাস্তব। 'স্বপ্ন' শব্দটির যদিও একটি বৃহত্তর অর্থ আছে, কারণ দিন বদলের স্বপ্ন দেখে বলেই তো মানুষ 'মানুষ', কিন্তু আক্ষরিক অর্থে 'স্বপ্ন' তাই যা মানুষ ঘুমের ঘোরে দেখে। ডেকার্ত যদিও বলেছেন, স্বপ্নের মধ্যে আমরা এমন অভিজ্ঞতা পাই যা জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গতভাবে প্রায় একই রকম, যেমন আমরা স্বপ্নে বসতে, হাঁটতে, কথা বলতে, অনুভব করতে পারি— যেন তা বাস্তব, কিন্তু সাধারণভাবে আমরা স্বপ্নকে অবাস্তব বলেই জানি ও মানি।

জন্মের পরে প্রথম কবে, কী স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, নিশ্চয় আমাদের কারোরই মনে নেই। কিন্তু ঘুমের মধ্যে ছোট্ট শিশু হাসলে বা কাঁদলে, সে স্বপ্ন দেখছে, এটা আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারণ করি, যা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আমরা বিশ্বাস করি জন্মের খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ নেই, যে স্বপ্ন দেখে না। অদ্ভুত মনে হলেও এটা সত্য, জন্মান্ধ ব্যক্তিরাও স্বপ্ন দেখে। একজন জন্মান্ধ ব্যক্তির স্বপ্ন দেখার সঙ্গে আমাদের স্বপ্ন দেখার পার্থক্য শুধু এটুকু— তাদের স্বপ্নে দৃশ্যমান কোনও ছবি থাকে না; থাকে শব্দ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আবেগের বুনন। '৯০-এর দশকে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, জন্মান্ধদের স্বপ্নে বর্ণনামূলক কাঠামো অনেক জটিল, কারণ স্বপ্ন এখানে চোখের নয়, মন ও ইন্দ্রিয়ের এক সম্মিলিত রচনা।

মানুষ ভোররাতে বেশি স্বপ্ন দেখে এবং এর নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে। মানুষের একটি পূর্ণ ঘুমচক্র সাধারণত ৯০ মিনিটের হয়। সেই হিসেবে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুমের সময়কালে ৪-৫টি 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট' ঘুমচক্র থাকে। রাতের প্রথম ভাগে এই 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট' ঘুমচক্র তুলনামূলকভাবে ছোট হয় (সর্বোচ্চ ১০ মিনিটের), আর শেষের দিকে দীর্ঘ হয় (৩০-৬০ মিনিটের)। ভোররাতে তাই বেশিরভাগ স্বপ্ন দেখা হয়। এই পর্যায় থেকে যদি কেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তার পক্ষে স্বপ্ন মনে রাখার সম্ভাবনাও অনেক বেশি তৈরি হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণ মানুষ গড়ে ৯৫% পর্যন্ত স্বপ্ন ঘুম থেকে ওঠার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভুলে যায়। কেবলমাত্র ৫%-১০% স্বপ্নই স্পষ্টভাবে মানুষের মনে থাকে— সেটাও সাধারণত ঘুম থেকে ওঠার প্রথম ১-৫ মিনিটের মধ্যে মনে না রাখলে দ্রুত মিলিয়ে যায়। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় এমন স্বপ্ন না ভুলে যাওয়া ব্যক্তিরা সপ্তাহে ৩-৫টি স্বপ্ন মনে রাখতে পারেন, আর সাধারণ মানুষ হয়তো সপ্তাহে ১-২টি।

মানুষের স্বপ্নের ইতিহাসও কিন্তু তার স্বপ্নের মতোই জটিল। প্রাচীন মিশরীয় মানুষেরা বিশ্বাস করতেন, স্বপ্নের মাধ্যমে দেবতারা মানুষকে বার্তা পাঠান। প্রাচীন মিশরে এজন্য 'স্বপ্ন পুস্তিকা' তৈরি করা হত, যেখানে স্বপ্নের প্রতীক ও তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থ লেখা থাকত। প্রাচীন সাহিত্য বা রূপকথা যদি আমরা দেখি, আমরা দেখব, মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড'-এ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত আসে দেবদত্ত স্বপ্নের মাধ্যমে; বাইবেলে যোসেফ স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে রাজার ভাগ্য নির্ধারণ করেন; বুদ্ধের জন্মের আগে মায়াদেবীর স্বপ্নে শুভ লক্ষণ ধরা পড়ে। ইতিহাস সাক্ষী, প্রাচীন ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়ার রাজারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বপ্ন বিশ্লেষকদের পরামর্শ নিতেন।

এরপর ষোলোর পাতায়

অদ্ভুত মনে হলেও এটা সত্য, জন্মান্ধ ব্যক্তিরাও স্বপ্ন দেখে। একজন জন্মান্ধ ব্যক্তির স্বপ্ন দেখার সঙ্গে আমাদের স্বপ্ন দেখার পার্থক্য শুধু এটুকু— তাদের স্বপ্নে দৃশ্যমান কোনও ছবি থাকে না; থাকে শব্দ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আবেগের বুনন।

আচাভুয়া পাখির মতোই সে ফিরে ফিরে আসে

সুমন গোস্বামী

আকিরা কুরোশাওয়া তাঁর স্বপ্নগুলোকে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছিলেন সেলুলয়েডে। সে স্বপ্নের ছবি (Dreams) আমাদের ভ্যান গগের চিত্রকলার দুনিয়ায় নিয়ে যায়; নিয়ে যায় এক আশ্চর্য ইউটোপিয়ান গ্রামে, যেখানে লোভী সভ্যতার বিষ নেই, মানুষের আয়ু একশো বছরেরও বেশি। সুখস্বপ্নের পাশে কুরোশাওয়া কি দুঃস্বপ্নও দেখেননি? পরমাণু চুল্লির বিষ কীভাবে ধ্বংস করছে একটা সভ্যতা, তা-ও তো তিনি দেখেছিলেন। হ্যাঁ, ফুকুশিমা দাইচি ঘটার আগেই ক্ষণজন্মা এই মানুষটি দেখে ফেলেছিলেন, কী ঘটতে চলেছে। কুরোশাওয়ার সেই আশ্চর্য ছবি যেন আসলে স্বপ্নকে ধরে রাখারই ছবি। স্বপ্নকে বুকে চেপে চলার ছবি। মানুষ কি আসলে স্বপ্ন দেখার জন্যই বেঁচে থাকে না? স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বাঁচে না!

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি বেতিলা গ্রামের কথা। শুনেছি পুকুরপাড়ে মাছের ঘাই। শুনেছি বৈঁচি ফুলের মালা আর বিশাল পদ্মা। সে বেতিলা গ্রামেই চলেফিরে বেড়াতেন এক মানুষ। যিনি পরে চলে যান সে মাটি থেকে অনেক দূরে। মানুষটার স্বপ্ন কী ছিল? একবারটি ফিরে যাওয়া সে মাটির কোলে? কেমন গন্ধ সেখানকার মাটির? শখ ছিল, ডাক্তার হবেন। হয়ে গেলেন স্কুল মাস্টার। পরবর্তীতে রাষ্ট্রনায়কদের কারিকুরিতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ পড়ি কি মরি পালিয়ে এসে ঠাঁই মেলে কোন সে পাণ্ডববর্জিত ডুয়ার্সের কোলে। চা বাগানের মালের হিসেব করতে করতে মানুষটি কি ডুয়ার্সের ছোট্ট নদীর সঙ্গেও কথা বলতেন? ফেলে আসা বেতিলা, ফেলে আসা রংপুরকে ছোঁয়ার চেষ্টা করতে করতেই না কেটে গেল গোটা জীবন। আবার যদি... একটিবার যদি...। বার্লিন প্রাচীর ভেঙে দুই জার্মানি এক হল, আহা, দুই বাংলাও কি পারে না তেমনটি? শেষ ক'টি নিঃশ্বাস ফেলার সময়েও মৃত্যু ছুঁইছুঁই গলায় সে গান গেয়ে যান তিনি তৃতীয় প্রজন্মের কানে। বৈঁচি ফুল, পুকুরপাড় আর পদ্মা সহ গোটা বেতিলা ভেসে থাকে সে স্বপ্নে। যে স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল কেবল ভেঙে যাবার জন্যই।

আটাত্তরটি বছর আগের কথা! সে ছিল এক মায়াবী স্বপ্নের রাত! মধ্যরাতের অভূতপূর্ব ভাষণে পণ্ডিতজি জানান দিয়েছিলেন গোটা বিশ্বকে যে, ভারত নামে এক নতুন স্বপ্নের জন্ম হয়েছে। অবশেষে প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান। আসমুদ্রহিমাচল দুলে উঠেছিল একটিমাত্র শব্দে- স্বাধীনতা!! স্বপ্ন ছোঁয়ার সীমাহীন আনন্দে দোদুল্যমান এই উপমহাদেশ। এ দেশ এখন আমাদের। কী হয়, কেমন হয় স্বাধীনতা? তেভাগা বা তেলেঙ্গানার কৃষকরা গুলিবিদ্ধ হবার সময় কি এই প্রশ্ন করেছিলেন? ব্রিটিশ পুলিশের গুলির থেকে স্বাধীন দেশের স্বাধীন বুলেট তাঁদের রক্ত ঝরিয়েছিল বেশি। মিজোরাম-নাগাল্যান্ড-মণিপুরে ভারী মিলিটারি বুটের আওয়াজের স্বপ্ন কি ভুলেও লালন করেছিলেন কেউ? 'এক দশকে সংঘ ভেঙে যায়'- বলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। স্বাধীনতার মায়াবী স্বপ্নও কি ভেঙে যায়নি? আর থাকবে না শোষণ- ভুল; আর সইতে হবে না অত্যাচার- ভুল; নিজের মতটা জোর গলায় বলতে আর থাকবে না বাধা- ভুল, ভুল, ভুল। দেশভাগ আর দাঙ্গার দগদগে ক্ষত সহ যে স্বাধীনতা এসেছিল, তা আর নতুন কোনও ব্যথা দেবে না- এমনটাই তো ভেবেছিলেন সবাই! কিন্তু তা কি আর পাওয়া গেল? এমন স্বাধীনতা তো চায়নি দেশের কোটি কোটি মানুষ! ধীরে ধীরে চুপসে যেতে থাকা সে স্বপ্নের ফানুস তাই তৈরি করছিল আশাভঙ্গের চোরাস্রোত। পড়শি দেশগুলির সঙ্গে পরপর যুদ্ধ আর উগ্র জাতীয়তাবাদের ফেনিল স্রোতও সে চোরাস্রোতকে দমাতে পারেনি কখনও। বুকের মাঝে তীব্র মোচড়ানো ব্যথা হয়ে সে থেকেই গেছে- স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা! যা যা কিছু পাবার কথা ছিল- তা না-পাবার ব্যথা। এক দশকে স্বপ্নও ভেঙে যায় ...। আচ্ছা, ব্যথা কি আবার কোনও স্বপ্নেরও জন্ম দেয়?

'জগতের ব্যাখ্যা নয়, তার পরিবর্তন করাটাই আসল কাজ' - কী অমোঘ স্বপ্নিল উচ্চারণ! উনিশ শতক থেকে গোটা বিশ্বের আনাচে-কানাচে লালিত হয়ে আসছে এই স্বপ্ন।

এরপর ষোলোর পাতায়

স্বপ্ন ছোঁয়ার সীমাহীন আনন্দে দোদুল্যমান এই উপমহাদেশ। এ দেশ এখন আমাদের। কী হয়, কেমন হয় স্বাধীনতা? তেভাগা বা তেলেঙ্গানার কৃষকরা গুলিবিদ্ধ হবার সময় কি এই প্রশ্ন করেছিলেন?

ছেঁড়া কাঁথা থেকে গোলাপি গোলাপি গন্ধ

অপরাজিতা কুণ্ডু

স্বপ্ন- কী ভীষণ মায়াময় একটা শব্দ! সেই মায়ায় যাঁরা জড়িয়েছেন তাঁরাই কেবলমাত্র বোঝেন খর দুপুরের আধো-অন্ধকার ঘরের খসখস টাঙানো জানলার আর্দ্র মুগ্ধতা। সেই স্বপ্নিল জাদু তার জাদুকাঠির পরশে রঙিন অভ্রগুঁড়ো ছড়িয়ে দেয় বাতাসে বাতাসে। তারপর শুধু হাত মুঠো করার অপেক্ষা। তারপর শুধু একবুক আশা নিয়ে ঋজুতার অপেক্ষা। তারপর অপেক্ষার অবসানে শুধুই গোধূলির রাঙা আলো।

আমরা স্বপ্ন দেখি। আমরা স্বপ্ন দেখাই। আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। কিন্তু স্বপ্ন কেন দেখি, ঘুমের কোন পর্যায়ে দেখি, সাদা-কালো নাকি রঙিন স্বপ্ন দেখি! এই সমস্ত কঠিন কঠিন তত্ত্ব কথায় আলো ফেলার জন্য তো স্বপ্ন বিজ্ঞানীরা রয়েছেন। হাতের কাছে গুগল দাদাও মজুত। আমরা বরং কিছুক্ষণ মজে থাকি স্বপ্নময় রূপকথায়।

মাথার মধ্যে হাজারো বোঝা নিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্নের পালা শেষে চমকে জেগে ওঠার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে আমরা প্রায় সকলেই হই। আবার সুখস্বপ্নের রেশে ঠোঁটের কোণে আলতো হাসির প্রসাধনে স্নিগ্ধ ঘুমও আমাদের বড় প্রিয়। কিন্তু এসবই তো শারীরবৃত্তীয় কথা। তাতে আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। থাকবেই বা কী করে! ছোট থেকেই যে আমাদের নিজস্ব একটা জগৎ গড়ে ওঠে, একটা সোনা-সোনা রূপকথার জগৎ, একটা স্বপ্নের জগৎ।

প্রতিমা নির্মাণের মতোই অবচেতন মনে স্বপ্ন-কাঠামোর অন্বেষণ চলে; ধীরে ধীরে খড়, মাটির পরতে আদল পেতে থাকে আমাদের স্বপ্ন। রাঙিয়ে দিয়ে যায় আমাদের। নানা রঙের দিনগুলিতে হারিয়ে যাই আমরা। তারপর! খুঁজে পাই নিজেদের? প্রতিমাতে চক্ষুদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়? হয়, কারণ কথাতেই আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তাই নিজ স্বপ্নে যাঁরা বিশ্বাস করেন, ভরসা রাখতে পারেন ভবিষ্যৎ করায়ত্ত হয় তাঁদেরই।

জীবনানন্দ চেয়েছিলেন স্বপ্নের হাতে নিজেকেই তুলে দিতে (কবিতা : স্বপ্নের হাতে), অমলকান্তি 'রোদ্দুর হতে চেয়েছিল'। এই সবই তো কল্পনার উড়ান। বাস্তবেও কত ছোট ছোট স্বপ্ন ফোটে প্রতিদিন, সুবাস ছড়ায়; দিনের শেষে একবুক শান্তি নিয়ে ঘুমন্ত রাত পার করে স্বপ্ন দেখা সাহসী মনটা। সেইসব স্বপ্নের রূপ-রং-আকার-প্রকৃতি-কাল-ভাষা-উপলক্ষ্য ভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক, হয়তো বা যাপনও এক। চায়ের দোকানে কাপ ধোয় পাশের বস্তির যে ছোট্ট ছেলেটা, সে প্রতিরাতে উলটো দিকের ফুটপাথের আইসক্রিম ভ্যানটাকে যখন স্বপ্নে দেখে তখন তার ছেঁড়া কাঁথা গোলাপি গোলাপি গন্ধ ছড়ায়। কোনওক্রমে কোনও এক শুভক্ষণে এক স্কুপ স্ট্রবেরি আইসক্রিম যদি তার মুখে গলেই যায় স্বপ্নপূরণের তৃপ্তি ঘিরে থাকে তাকে সারাদিন। একইসঙ্গে রাতের গোলাপিগন্ধী গল্পটা হারিয়ে ফেলে সে। কোনটা বেশি মন খারাপের নিক্তিতে মেপেও তাই বুঝে ওঠা যায় না সর্বদা।

তবে কি স্বপ্নেই রয়েছে রোমাঞ্চ? যা কিছুই অধরা তাতেই সুখ? না, তা কি হতে পারে! তাহলে তো ভবিষ্যতের ভাঁড়ার শূন্যই থাকত। কারণ আগামীই স্বপ্ন। আগমনীর সুরেই থাকে পূর্ণতার ছন্দ। আর কে না জানেন স্বপ্নে রাঁধা পোলাওতে ঘি একটু বেশিই দিতে হয়। গোলাপ বাগানের স্বপ্ন নিয়ে পথ চলা শুরু করলে উত্তরের ব্যালকনিতে ছোট্ট টবে দুটো গোলাপের সৌন্দর্য উপভোগ যে নিশ্চিত এই কথা বলাই বাহুল্য। তাই স্বপ্ন দেখতে হবে। দেখতেই হবে। লক্ষ্যহীন জীবন আর মাস্তুল ভাঙা নৌকোর অভিন্নতা যে একই রকম পীড়াদায়ক।

আমাদের প্রকৃতি যেমন ভিন্ন, আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত স্বপ্নগুলোও বিভিন্ন। রুচি, সাধ, মূল্যবোধ, মননশীলতা আমাদের স্বপ্নের ভিত গড়ে দেয়। তাই আমরা কেউ বয়ে বেড়াই অনুস্বপ্ন, কাউকে তাড়িয়ে বেড়ায় স্বপ্নের ধারাবাহিকতা। কারও স্বপ্ন একান্তই নিজস্ব, কেউ বহন করে উত্তরাধিকার। দিন শেষে সন্তানের মুখের হাসি, পেট ভরা খাবার, নিশ্চিন্তির ঘুমের স্বপ্নে ঘাম ঝরায় কেউ বারোমাস। কেউ ঘর-দোর ছেড়ে উপচিকীর্ষার স্বপ্নে হয় বিভোর।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট অমর চরিত্র লালু যেমন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কলেরায় মৃত দেহ দাহ করতে পিছুপা হত না, তেমনই অনেক মানুষ বাস্তবেও আমাদের চারপাশেই রয়েছেন। করোনাকালীন সময়ে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে, গাছ এবং নদী বাঁচাও প্রকল্পে, সাম্প্রতিকতম উত্তরবঙ্গের অসহনীয় বিধ্বংসী অবস্থায় তাঁদের ভূমিকা আমরা দেখেছি, দেখি। এই বিবেকের উচাটনও এক জীবনানন্দীয় স্বপ্ন।

প্রকৃতপক্ষে জীবন ও স্বপ্ন পরস্পরের প্রতিবিম্ব। স্বপ্ন ও লক্ষ্যহীন জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। স্বপ্ন ব্যতীত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয় কখনোই। পৃথিবীর তাবড় তাবড় সফল ব্যক্তি তাঁদের বুকের মাঝে স্বপ্ন লালন করেন এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করতে হাসিমুখে সংগ্রাম করেন। তবেই যাপন করতে পারেন সফল জীবন। স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁদের আগামীর পথ চলার পাথেয়।

তবে এই কথাও সব সময় বলা যায় না যে, স্বপ্ন-পরিশ্রম-সফলতার মতো ত্রিমাত্রিক কোনও বিধি রয়েছে। সূত্র মেনে জীবন চলে না, স্বপ্ন তো নয়ই। যথাযথ এবং কঠোর পরিশ্রম করেও ব্যর্থতা আসতেই পারে। কিন্তু হাল ছাড়া যাবে না। 'হাল ছেড়ো না বন্ধু।' পরাজয়ের ভয়, ব্যর্থতার ভয়, সমালোচনার ভয়ে কুঁকড়ে গেলে কাল-আজ-আগামীর কোনও স্বপ্ন, কোনও প্রত্যাশাই পূরণ হবে না। ইচ্ছেপূরণের চাবিকাঠিটা নিজের হাতেই রাখতে হয়। উঠে দাঁড়াতে হয়, ঘুরে দাঁড়াতে হয়, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হয়। একই স্বপ্ন বারবার দেখে ক্লান্ত হলে নিজেকেই ঘৃণা করতে শিখতে হয়। নতুন স্বপ্নও বুনতে হয়। তাই যদি ইচ্ছে হয় কোনও এক নতুন দিনে, এক অন্যরকম নতুন ভোরে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাফল্যকে চুম্বন করতেই হবে, তবে চুরি হতে দেওয়া যাবে না নিজেকেই 'পালটে দেওয়ার স্বপ্ন'।

'আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আজও ভালো লাগে...।'

পৃথিবীর তাবড় তাবড় সফল ব্যক্তি তাঁদের বুকের মাঝে স্বপ্ন লালন করেন এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করতে হাসিমুখে সংগ্রাম করেন। তবেই যাপন করতে পারেন সফল জীবন। স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁদের আগামীর পথ চলার পাথেয়।

‘আরাগালায়া’ শেষে নতুন পথে শ্রীলঙ্কা

অশোক ভট্টাচার্য

কিছু দেশ কেবল মানচিত্রে স্থির থাকে না, মনে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। শ্রীলঙ্কা তেমনই এক অপেক্ষার নাম। কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে ২০২২ সালে সেই প্রবল জনজাগরণের খবর শুনে এই দ্বীপরাষ্ট্রের মাটি ছুঁয়ে দেখার বাসনা ছিল। অবশেষে গত ১৩ সেপ্টেম্বর কলম্বোর উপকূলে পৌঁছে মনে হল, ইতিহাস পুরোনো হিসেব চুকিয়ে এক নতুন গণিতের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

আমার ৮ দিনের শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ শুরু হয় কলম্বোর সেই বিখ্যাত গলফেস গ্রিনে। ভারত মহাসাগরের তীরে বিস্তৃত সেই ভূমিখণ্ড, যেখানে ঢেউয়ের গর্জন আর জনগণের সম্মিলিত স্লোগান এক হয়ে গিয়েছিল সেসময়। স্থানটি কেবল সৈকত নয়, সেই ‘আরাগালায়া’র (জনতার সংগ্রাম) জন্মভূমি, যেখানে এক জীর্ণ শাসনের পতন ঘটিয়েছিল। গলফেস গ্রিনের বিশালতা তার রাজনৈতিক তাৎপর্যের কাছে ম্লান। কারণ, এখানে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহের প্রথম বীজ বুনেছিল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পর ২০২৪ সালে প্রথম যে পরিবর্তন হল, তা শুধু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন নয়, বলা যায় সিস্টেমেটিক পরিবর্তন। অথচ কোনও বিপ্লবী পরিবর্তন নয়, নয় র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন।

রাজাপাক্ষে পর্বের অন্ধকার

শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক ইতিহাস বুঝতে হলে, রাজাপাক্ষে পরিবারের দুই দশকের অপশাসন ও তার ফলস্বরূপ সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এই সময়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পরিবারতন্ত্রের দাপট। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সহ রাজাপাক্ষে পরিবারের মোট আটজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে ছিলেন। এই অভিজাত শ্রেণির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হয়েছিল, ফলস্বরূপ কিছু মন্ত্রী, সাংসদ ও প্রভাবশালী মানুষ দ্রুত বিপুল অর্থের মালিক হন। এই প্রবণতা দুর্নীতিকে বেপরোয়া করে তুলেছিল।

এই পরিবার একাধারে উগ্র সিংহলি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি অনুসরণ করত এবং বিভেদ ও বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে যেত। তাদের উগ্র জাতীয়তাবাদী কৌশল একদিকে সিংহলি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ধরে রাখতে সাহায্য করত, অন্যদিকে তামিল, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক দুর্দশার মূল কারণগুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখত। দীর্ঘদিনের এই অপশাসন রাষ্ট্রকে ভয়াবহ আর্থিক সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

যখন আগুন লাগে ঘরে

গোতাবায়া রাজাপাক্ষের সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, অপরিকল্পিতভাবে এলিটদের জন্য কর হ্রাস এবং কোভিড মহামারির সম্মিলিত প্রভাবে দেশটি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়। যা সাধারণ মানুষের জীবনে তীব্র আঘাত হানে। দেশের ২৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ে ৪৫ শতাংশ।

বিদ্যুৎ ছিল না প্রায় ১৩ দিন ধরে। গাড়ি চালানোর জন্য পেট্রোল বা ডিজেল ছিল না, রান্না করার জন্য গ্যাস ছিল না এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ওষুধ ছিল না। এই চরম দুর্ভোগ এবং দুর্নীতিই জন্ম দেয় আরাগালায়া আন্দোলনের।

জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম

২০২২ সালের মার্চে শুরু এই গণসংগ্রাম বা ‘আরাগালায়া’ ছিল দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত, অরাজনৈতিক নাগরিক আন্দোলন। যে আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না। আরাগালায়া আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, এর অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র। এই আন্দোলনে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু, খ্রিস্টান পাদ্রি, মুসলিম মৌলবি থেকে শুরু করে গৃহযুদ্ধে চরমভাবে অত্যাচারিত তামিল সম্প্রদায় এতে অংশ নেন। এই অভূতপূর্ব সংহতি প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাতিগত বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের জন্ম দিয়েছিল।

এই আন্দোলন শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুকে জাতিগত বিদ্বেষ থেকে সরিয়ে দুর্নীতি এবং ব্যবস্থা পরিবর্তনের দিকে চালিত করে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই গণবিদ্রোহের ফলে গোতাবায়া রাজাপাক্ষে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার জয়ী হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন অনুরা কুমারা দিশানায়কে।

নতুন রাজনীতির দর্শন

শ্রীলঙ্কার রাজনীতির নতুন গতিপ্রকৃতি বুঝতে বাটারা মুল্লাতে জনতা বিমুক্তি পেরেমুলা’র সদর দপ্তরে এক দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। কলম্বো থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে এই কেন্দ্রটি এক নতুন সংগ্রামের দলিল।

জেভিপি অতীতে কঠোর বামপন্থী বিপ্লবী দল হিসেবে পরিচিত ছিল, যারা ১৯৭১ এবং ১৯৮৭-’৮৯ সালে ব্যর্থ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। ১৯৯০ সাল থেকে দলটি সশস্ত্র পথ ছেড়ে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসে।

আদর্শের পুনর্নির্মাণ

এখনকার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিশানায়কে (একেডি) ১৯৯৪ সাল থেকে জেভিপির মূল নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি অনুধাবন করেন, কেবল বামপন্থী ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব নয়। দরকার বৃত্তের বাইরের ভোটারদের সমর্থন অর্জন। এই বাস্তব উপলব্ধি থেকে তাঁর নেতৃত্বে ২০১৯ সালে ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার জোটের সৃষ্টি।

এনপিপি পুঁজিবাদ বিরোধী বা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মঞ্চ নয়। এটা মূলত মধ্য-বামপন্থী মঞ্চ, যা জেভিপি সহ মোট ২১টি রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, এনজিও, সিভিল সোসাইটি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বুদ্ধিজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত। জেভিপি মার্কসবাদী হলেও এই বৃহত্তর মঞ্চ একটি প্রগতিশীল ও বাস্তববাদী কৌশল গ্রহণ করেছে।

সিস্টেম চেঞ্জ

এনপিপি’র মূল স্লোগান ছিল, কাঠামোগত পরিবর্তন। নিছক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন নয়। তাদের মতে, শ্রীলঙ্কার অধঃপতনের মূলে ছিল অসৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অগণতান্ত্রিকভাবে অর্থনীতির পরিচালনা এবং ব্যক্তিস্বার্থে স্বজনপোষণ। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য সরকার দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন, আইনের শাসন এবং নাগরিকদের প্রতি গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে চায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকরণ বন্ধ করার অঙ্গীকার। এই দর্শন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, যা ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিশাল ম্যান্ডেটে প্রমাণিত হয়।

ইতিহাসের বাঁক বদল

আরাগালায়া’র পর ২০২৪-এর নির্বাচনে শেষপর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে, যা শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক মেরুকরণকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। এই বিজয় কেবল অনুরা কুমারা দিশানায়েকে’র উত্থান নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত দলগুলির বহু দশকের আধিপত্যের অবসান ঘটায়। একই বছরের ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে এনপিপি ৬১.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ২২৫টি আসনের ১৫৯টিই লাভ করে, যা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই জয় ছিল আরাগালায়া আন্দোলনের সাফল্যের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। এটা ইঙ্গিত করে যে, জনগণের তীব্র ক্ষোভ ইউএনপি সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছিল, যার প্রতিফলন ঘটেছে ব্যালট বাক্সে।

আমার শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ কেবল রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী হওয়ার জন্য নয়, বরং দেশটির নাগরিক মনন ও সভ্যতার প্রতিচ্ছবি দেখার জন্য। শহরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ট্রাফিকের ক্ষেত্রে পথচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এদেশের মানুষ অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, প্রতিবাদী এবং সুশৃঙ্খল। সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে।

নতুন নেতৃত্ব

অনুরা কুমারা দিশানায়েকে রাষ্ট্রপতি হয়ে সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক হারিনি আমারাসুরিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। হারিনি জেভিপি দলভুক্ত নন। তিনি শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে তৃতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। প্রথমদিকে মাত্র তিনজন নিয়ে গঠিত হয়েছিল মন্ত্রীসভা, যা ছিল বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মন্ত্রীসভাগুলির অন্যতম। এই পদক্ষেপ নতুন সরকারের স্বল্প-ব্যয়ী ভাবমূর্তিকে প্রতিফলিত করে। নতুন সংসদ সদস্যদের অনেকেরই রাজনীতি বা প্রশাসনের পূর্ব অভিজ্ঞতা কম ছিল। তাঁদের মূল পরিচয় ছিল দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে।

অর্থনীতির কাঁটাপথ

এনপিপি সরকার বিপুল জনসমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় এলেও, তাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কঠোর শর্তাবলি। যা এনপিপি’র বামপন্থা এবং বাস্তবতার মধ্যে এক তীব্র সংঘাত তৈরি করে। শ্রীলঙ্কার বেশিরভাগ বৈদেশিক ঋণ আন্তর্জাতিক সার্বভৌম বন্ডের (১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) আকারে রয়েছে। আইএমএফের ২.৯ বিলিয়ন ডলার Extended Fund Facility (EFF) প্রোগ্রামটি ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত চলবে। জেভিপি নেতৃত্বাধীন সরকার এই ঋণ বাতিল করতে অস্বীকার করেছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন ছিল। কারণ, ভবিষ্যতে দেশের রাজস্ব আয়ের ৩০ শতাংশ এই বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতে হবে।

এটা সরকারের সবচেয়ে বড় আদর্শগত দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। জেভিপি/এনপিপি নীতিগতভাবে উদারীকরণের বিরোধী। অতীতে অনুয়া কুমারা নিজেই আইএমএফের শর্তের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অথচ ক্ষমতায় এসে দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে তাঁদের পূর্বতন সরকারের আইএমএফ সমর্থিত আর্থিক সংস্কারগুলি মেনে নিতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে অনেকে কাঠামোগত পরিপালন (Structural Compliance) মনে করছেন, যেখানে সরকারের হাত বাঁধা।

সামাজিক, আর্থিক পদক্ষেপ

গৃহীত কিছু পদক্ষেপ নতুন সরকারের নীতিগত অবস্থানকে স্পষ্ট করে---

১. কৃষিনীতি : পূর্বতন সরকারের রাসায়নিক সার নিষিদ্ধকরণ নীতি বাতিল। কৃষকদের রাসায়নিক সারের ভরতুকি ১৫,০০০ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫,০০০ টাকা করা। ২. স্বচ্ছতা ও আচরণবিধি : সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ, মন্ত্রী বা সাংসদদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা সংসদ অধিবেশনে উপস্থিতির ভাতা বাতিল ইত্যাদি। রাজনৈতিক ও সরকারি আধিকারিকদের সম্পদের ঘোষণা বাধ্যতামূলক। ৩. অর্থনৈতিক পুনর্গঠন : অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন, চা ও সৃজনশীল শিল্পের (যেমন আর্ট, সিনেমা, সাহিত্য) উপর বিশেষ গুরুত্ব।

শ্রমিকের স্বপ্ন ও আরাগালায়া

শ্রীলঙ্কার সমাজ ও রাজনীতিতে জাতিগত বিভেদ এবং শ্রমিকের বঞ্চনা একটি দীর্ঘকালীন ক্ষত। এনপিপি সরকারের সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল ইতিহাসের এই বোঝা থেকে মুক্তি এবং জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা।

তামিল প্রশ্ন : ইতিহাসের বোঝা

প্রায় তিন দশকের গৃহযুদ্ধ শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে বসবাসকারী তামিল সম্প্রদায়ের উপর চরম নিপীড়ন নিয়ে এসেছিল। এই দীর্ঘ সংঘাতের সমাধান আজও অধরা। এনপিপি সরকার তামিল প্রশ্নের সমাধানে স্বচ্ছ নীতি গ্রহণে আগ্রহী। আরাগালায়া আন্দোলনে তামিলদের অংশগ্রহণ নতুন সরকারকে এই সমস্যা সমাধানে অনুপ্রাণিত করেছে। সাধারণ নির্বাচনে এনপিপি জোট শুধু সিংহলি বৌদ্ধদের সমর্থন পায়নি, বরং উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কায় পাঁচটি আসনে তামিল, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সমর্থন পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। যা ইঙ্গিত করে যে, এনপিপি সফলভাবে জাতিগত মেরুকরণ পার করে জাতীয় স্তরের অ্যাজেন্ডা তৈরি করতে পেরেছে।

প্রতিবাদের বিশ্বজনীনতা

আরাগালায়া আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, শ্রীলঙ্কার তরুণ প্রজন্ম দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারক শক্তি হিসাবে সামনে এসেছে। শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার প্রায় ৩৮ শতাংশ (৮৫ লক্ষ মানুষ) তরুণ প্রজন্মের। এই বিপুল সংখ্যক তরুণ ছিল ২০২২ সালের গণসংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি। যেমন হালের নেপাল ও বাংলাদেশের মতোই শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো (যেখানে ৫৫ শতাংশ মানুষের বাস) ছিল অস্থিরতার কেন্দ্র। তরুণদের অসন্তোষের মূল কারণ ছিল শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অপশাসন ও সম্মানজনক কাজের অভাব। উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি এবং সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদের ডাক দিয়ে তরুণ প্রজন্ম খুব অল্প সময়ে সংগঠিত হয়, যা গণবিদ্রোহকে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।

বিপর্যয় বনাম লভ্যাংশ

যুবশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এনপিপি সরকার ‘প্রতিদ্বন্দ্বী, সংস্কৃতিমনস্ক ও স্বাধীন চিন্তাবিদ যুবসমাজ’ নীতি গ্রহণ করেছে। এখন যুবকদের কাজের অধিকার সংরক্ষণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বের কোটা নির্ধারণ এবং ন্যাশনাল ইউথ সার্ভিস কাউন্সিলকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে যুবসমাজের ক্ষমতায়ন করতে চাইছে। সরকার বুঝতে পেরেছে, যুবসমাজকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে একীভূত করা না হলে, দেশের ‘জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ’ (Demographic Dividend) দ্রুত ‘জনসংখ্যাগত বিপর্যয়ে’ (Demographic Disaster) পরিণত হতে পারে ।

ব্যতিক্রমী পথে

শ্রীলঙ্কার গণ অভ্যুত্থান দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। নেপাল বা বাংলাদেশে তরুণদের নেতৃত্বে সরকারের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু সেখানে মৌলবাদ বা রাজতন্ত্রের সমর্থকদের তৎপরতা দেখা গেছে। শ্রীলঙ্কায় ছাত্র-যুবসমাজ মূল ভূমিকা পালন করলেও এনপিপি বা জেভিপি নির্বাচনে জয়লাভ করে গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় এসেছে। সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বা নির্বাচন পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। এটা শ্রীলঙ্কার পরিবর্তনকে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে সামাজিক রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে।

স্বপ্ন ও পথের বাঁকে

আমার শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ কেবল রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী হওয়ার জন্য নয়, বরং দেশটির নাগরিক মনন ও সভ্যতার প্রতিচ্ছবি দেখার জন্য। কলম্বো, ক্যান্ডি বা গলের মতো শহরগুলিতে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের ছাপ যেমন রয়েছে, তেমন আধুনিক নাগরিক শৃঙ্খলার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। শহরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ট্রাফিকের ক্ষেত্রে পথচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

এদেশের মানুষ অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, প্রতিবাদী এবং সুশৃঙ্খল। সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনও নেতার প্রতিকৃতি বা কাটআউট কোথাও চোখে পড়েনি, যা অতীতে ছিল দক্ষিণপন্থী শাসনের সাধারণ দৃশ্য। এনপিপির লক্ষ্য কেবল অর্থনীতি সংস্কার নয়, বরং এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে মহিলারা সমান অধিকার ভোগ করবেন এবং শারীরিক বা আবেগগত হিংসা থেকে মুক্ত থাকবেন। তাদের লক্ষ্য ৫০ শতাংশ মহিলাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

গরিব কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা অনুরা কুমারা দিশানায়েকের নেতৃত্বাধীন এই নবীন সরকার ইতিহাসের কঠিন পথে হাঁটতে শুরু করেছে। তাদের সামনে আইএমএফের শর্তপূরণ, দুর্নীতি দূরীকরণ, বেকারদের কাজ দেওয়া, এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের মতো কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জনগণের পূর্ণ আস্থা রয়েছে এই নেতৃত্বের প্রতি। কিন্তু এই আস্থা ও আন্তর্জাতিক পুঁজির শর্তাবলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাই হবে তাদের আসল পরীক্ষা। গলফেস গ্রিনের তীরে সমুদ্রের ঢেউ যেমন চিরন্তন, তেমন জনগণের সংগ্রামও। শ্রীলঙ্কার নবজাগরণ সেই সংগ্রামের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে।

আয় মন বেড়াতে যাবি

মনের অবচেতনে পৌঁছানোর রাজপথ

পনেরোর পাতার পর

এবং প্রাচীনকাল থেকে এভাবেই স্বপ্ন মানবসভ্যতার ভাবনায় এক গভীর স্থান অধিকার করে এসেছে।

পৃথিবীর মহৎ চিন্তাবিদদের মধ্যে অ্যারিস্টটলই প্রথম মানুষ যিনি বলেছিলেন, স্বপ্ন বাইরের দেবতার কাজ নয়, বরং ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের কার্যকলাপের ফল। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে স্বপ্ন ব্যাখ্যার নতুন যুগ শুরু হয় সিগমন্ড ফ্রয়েডের মাধ্যমে। ফ্রয়েডই প্রথম বলেন, প্রতিটি স্বপ্নই আসলে এক ধরনের অবদমিত ইচ্ছার পরিপূরণ। ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্নের মাধ্যমে অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছাগুলো প্রতীকীভাবে বাস্তবায়িত হয়। এমনকি দুঃস্বপ্নের মধ্যেও অবচেতন কামনার প্রতিফলন থাকে। ফ্রয়েড তাই স্বপ্নকে বলেছেন ‘মনের অবচেতনে পৌঁছানোর রাজপথ’।

কিন্তু ফ্রয়েডের শিষ্য কার্ল গুস্তাভ ইয়ং আরও এক গভীর দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, স্বপ্ন কেবল অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ নয়; বরং এটি মানবজাতির সম্মিলিত অবচেতনের প্রতীকী প্রকাশ। ইয়ং স্বপ্নের প্রতীককে মিথ, রূপকথা ও পুরাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। তিনি বলেন, স্বপ্ন আসলে আত্ম-উন্মোচনের এক প্রাকৃতিক পথ— যেখানে মন নিজের সঙ্গে কথোপকথনে নামে।

স্বপ্নের চরিত্র, দৃশ্য ও অনুভূতি সবই তৈরি হয় আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও আবেগের ভাণ্ডার থেকে। আমরা এমন কোনও মুখ বা স্থান নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি না, যা আমাদের মস্তিষ্ক কোনও না কোনওভাবে কখনও সংরক্ষণ করেনি। এমনকি যে ‘অচেনা’ মুখ আমরা স্বপ্নে দেখি, তা আসলে আমাদের দেখা কোনও এক মুখের অবচেতন ছাপ। এই দিক থেকে স্বপ্ন একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্মৃতির পুনর্লিখন, অন্যদিকে তেমনি সাংস্কৃতিক প্রভাবেরও প্রতিফলন।

সাংস্কৃতিক ভিন্নতার পাশাপাশি, লিঙ্গভেদেও স্বপ্নের প্রকৃতি পালটে যায়। হ্যল এবং ক্যাসল (১৯৬৬)-এর গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষদের স্বপ্নে প্রায় ৬৭% চরিত্রই পুরুষ, অথচ নারীদের স্বপ্নে দুই লিঙ্গের উপস্থিতি প্রায় সমান সমান। নারীদের স্বপ্ন তুলনামূলকভাবে আবেগপ্রবণ ও দীর্ঘস্থায়ী, আর পুরুষদের স্বপ্নে সহিংসতা ও প্রতিযোগিতার প্রবণতা বেশি। এছাড়া মানুষের প্রায় ৮% স্বপ্নই যৌনতা সম্পর্কিত— যাও আবার লিঙ্গভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। পুরুষদের স্বপ্নে অপরিচিত নারী ও অপরিচিত স্থান বেশি দেখা যায়, নারীরা প্রায়ই নিজেদের অচেনা পরিবেশে অর্ধনগ্ন অবস্থায় নিজেদের বা পরিচিতদের আবিষ্কার করে— যা মূলত তাদের অবচেতনের নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন। আবার সুইজিবল তাঁর ২০০২ সালের গবেষণায় দেখিয়েছেন, টেলিভিশনের সাদাকালো যুগে মানুষের সাদাকালো স্বপ্নের আধিক্য ছিল, আর আজকের রঙিন দৃশ্যপটে মানুষ অনেক বেশি, প্রায় ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রে, রঙিন স্বপ্ন দেখে।

তবে স্বপ্ন আমরা যাই দেখি না কেন, স্বপ্ন দেখাটা কিন্তু সুস্থ শরীর এবং মনের জন্য খুব জরুরি। উইলিয়াম ডিমেন্ট, যাঁকে ঘুমের চিকিৎসার জনক বলা হয়, তাঁর ’৬০-এর দশকে করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যদি একজন মানুষকে বারবার র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট চক্রকালীন ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হয়, তবে কিছুদিনের মধ্যেই সে হ্যালুসিনেশন ও মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করে। এর বিপরীতে, যাঁদের স্বপ্নে বাধা দেওয়া হয় না, তাঁদের স্মৃতি ও মানসিক স্থিতিশীলতা উন্নত হয়। যেন স্বপ্ন আমাদের মানসিক ঘর গোছানোর এক অদৃশ্য গৃহপরিচারিকা। স্বপ্ন মানুষের সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে। অনেক সময়ই স্বপ্নের মধ্যে মানুষ এমন কিছু ধারণা পায়, যা থেকে জন্ম নেয় কোনও মহৎ সাহিত্য বা শিল্পকর্ম বা বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বপ্নদৃষ্ট কাব্যধারা বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল। এই ধারার কাব্যে কবি বা নায়ক স্বপ্নে এক রূপক জগতে প্রবেশ করেন, যেখানে তিনি ধর্ম, নৈতিকতা ও সমাজসংক্রান্ত দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড তাঁর ‘পিয়ার্স প্লাওম্যান’ কবিতায় একাধিক স্বপ্নদৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্য অনুসন্ধান করেছেন। জিওফ্রে চসারও তাঁর ‘দ্য বুক অফ দ্য ডাচেস’-এ স্বপ্নে এক শোকাহত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবেশ করেন— যা ব্যক্তিগত বেদনা ও মৃত্যুচেতনার এক প্রতীকী প্রকাশ।

বাংলা সাহিত্যেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যকারদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কেদার ভট্ট প্রমুখ কবি স্বপ্নে দেবী বা দেবতার আদেশ পেয়েই তাঁদের কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন বলে তাঁরা তাঁদের কাব্যের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন। এই স্বপ্নদর্শন যেমন তাঁদের কাব্যের ধর্মীয় বৈধতা ও কাব্যিক প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু, এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখি আমাদের উত্তরবঙ্গেরই কবি সন্তোষ সিংহ রাতের পর রাত ঘুমের ঘোরে কবিতা উচ্চারণ করে যান, আর তাঁর স্ত্রী শারীরিক অসুস্থতা, একঘেয়েমি, বিরক্তি ইত্যাদিকে তুড়ি মেরে সেই স্বপ্ন-উচ্চারিত কবিতাগুলো শ্রুতি লিখন করে যান রাতের পর রাত, যা থেকে জন্ম হয় এক অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ ‘স্বপ্নের কবিতা ঃ সূর্যাস্তের ভাষা’।

কবিতার পাশাপাশি আমরা যদি সালভাদর দালির মতো শিল্পীদের সুররিয়ালিস্ট চিত্রকলা দেখি, আমরা দেখব যে সেগুলো মূলত স্বপ্ন ও অবচেতনের প্রভাবেই গঠিত। দালি খুবই সচেতনভাবে স্বপ্নকে শিল্পসৃষ্টির হাতিয়ার বানিয়েছিলেন। তিনি একটি মজার ‘হিপনোগোজিক’ কৌশল ব্যবহার করতেন— একটি ধাতব চামচ হাতে নিয়ে আরামকেদারায় আধঘুমে যেতেন। যখন ঘুমাতে শুরু করতেন, চামচটি হাত থেকে পড়ে যেত এবং তার শব্দে তিনি হঠাৎ জেগে উঠতেন। এই ঘুম-জাগরণের মধ্যবর্তী ক্ষণিক ‘স্বপ্নের ঝলক’ তিনি আঁকতে শুরু করতেন। এবং দালি শুধু শিল্পেই নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, পোশাক, আচরণ— সবকিছুতেই নিজেকে ‘জীবন্ত স্বপ্ন’ বানিয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ ‘আমি নেশা করি না, কারণ আমিই নেশা।’

আমরা সাধারণ মানুষরা কেউই দালি নই, কিন্তু আমাদের স্বপ্নগুলোকে মনে রাখার কিছু দায় যদি বইতে পারি জীবনে, হতেই পারে, আমার-আপনারই ঘুম চোখের গভীর থেকে জেগে উঠবে কোনও ‘সূর্যাস্তের ভাষা’র মতো কবিতা বা ‘স্মৃতির স্থায়িত্ব’-র মতো ছবি।

আচাভুয়া পাখির মতোই সে ফিরে ফিরে আসে

পনেরোর পাতার পর

বিশ শতকের ছয়ের দশক ছিল সে স্বপ্নের উল্লম্ফনের যুগ। ছোট্ট দেশ ভিয়েতনাম রুখে দিচ্ছে মার্কিন দাদাগিরি। ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার বুকে জ্বলন্ত মশাল হাতে উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্যাট্রিস লুমুম্বা। চে গেভারার স্বপ্ন বুকে নিয়ে উত্তাল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দামাল তরুণ-তরুণীরা। পাড়ার রাস্তায় সেনাবাহিনীর সামনে ব্যারিকেড গড়ছেন ছাত্ররা। সটান সেই ব্যারিকেডে উঠে বক্তৃতা করছেন জাঁ পল সার্ত্র। এ স্বপ্ন বড় ছোঁয়াচে! এসে পড়ল আমাদের ঘরেও। উত্তরের অখ্যাত অজ্ঞাত এক গ্রাম নিমেষে হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান। দেওয়ালে দেওয়ালে রচিত হল স্টেনসিলে আঁকা মাও জে দং-এর মুখ। পাশে সেই অমোঘ লাইন- ‘বন্দুকের নলই রাজনৈতিক শক্তির উৎস’। নতুন এক তাজা স্বপ্ন বুকে ঘর ছাড়লেন এক দঙ্গল তরুণ-তরুণী।

কত মানুষ ঘর ছেড়েছিলেন তখন? ঘরে আর ফিরতে পারলেন না কতজন? রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা ইতিউতি লাশেদের ভিড়ে জমে ছিল কত কত মায়ের কান্না? আস্ত একটা প্রজন্ম মেতে উঠেছিল বিপ্লবের স্বপ্নে। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ ক’টা বছর। সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন কোনও রাতজাগা আচাভুয়া পাখির মতোই গান গাইতে গাইতে মিলিয়ে গিয়েছে কালো ভ্যানের অন্ধকারে।

মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে কবে থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর মানুষ এখনও পায়নি। তবে বুকের মধ্যে কঠিন কোনও কোণে আশার ধুকপুকুনি থাকলেই স্বপ্নের বেঁচে থাকা আছে, তার ডানা মেলা আছে। আর আশা হারালে আর মানুষ কী? তাই স্বপ্নও আছে। তার ভেঙে যাবার, মহাকালের বুকে লীন হয়ে যাবার প্রবল ভবিতব্য নিয়েই দিব্যি আছে। ভেঙে যায় সে, বারবারই ভেঙে যায়। কিন্তু আবার ফিরেও কি আসে না? রোয়াইঙ্গা (রোহিঙ্গা) শরণার্থীদের নিজের মাটিতে ফেরার ইচ্ছার মধ্যেই বেতিলা আর পদ্মাপার ঘুমিয়ে আছে। প্যালেস্তাইনের ধ্বংসস্তূপে একগুচ্ছ সাহায্য প্রত্যাশী শিশুর চোখেই ’৪৭ পূর্ববর্তী স্বপ্ন খেলা করছে, চুপচাপ অপেক্ষা করছে সব পেয়েছির আনন্দের বিস্ফোরণ। সত্তরের স্বপ্ন আবার ফিরে আসে নতুন শতকে বস্তারের বুকে। কাস্ত্রো-গেভারারা দিব্যি জেগে ওঠেন নেপালের পাহাড়ে। সাঙ্কারা আর লুমুম্বার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন আবার দেখা দেয় ইব্রাহিম ট্যারোরে-র সতেজ ভাষণে। এ যেন কখনও না থামা এক রিলে রেস। ব্যাটনটা হাতবদল হয় শুধু। স্বপ্ন একেবারে মরে না। ভাঙে, কিন্তু মরে না। আচাভুয়া পাখির মতোই সে ফিরে ফিরে আসে- রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, কুয়াশায়।

অনেক উঁচু থেকে

ছোটগল্প

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়ের সঙ্গে বাবার ডিভোর্স হয়ে গেল। তারপর বাবার কী হল? কিছুই জানি না। মা আর সুদর্শনকাকুর বিয়ে হয়ে গেল। সুদর্শনকাকু আমাকে কোলে তুলে নিয়ে এমন আদর করল যে আমি আর সুদর্শনকাকু না বলে পাপাই বলে ডাকতে শুরু করলাম।

দশটা কুড়ি। আজ আবার দেরি না হয়ে যায়। সপ্তর্ষি দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কোনওরকমে বাকি গ্রাসগুলো মুখে পুরল।

বেল বাজল।

কে আবার এখন এল? মা দ্যাখো তো।

দেখছি। তুই একটু ধীরেসুস্থে খা।

আজ একটু তাড়া আছে, তুমি দ্যাখো কে এল।

কুরিয়র।

দরজা খুলে সুদেষ্ণা খামটা হাতে নেয়। সই করে। দরজা বন্ধ করে।

কী এল? আমি তো কোনওকিছু অর্ডার করিনি!

একটা চিঠি মনে হচ্ছে। বলতে বলতে সুদেষ্ণা ডাইনিং টেবিলের ওপর বাদামি এনভেলপটা রাখে।

তুই দেখে নিস। আমাকে আবার একটু বেরোতে হবে।

তুমি আবার কোথায় বেরোবে?

বেরোব, একটা সেমিনার আছে। ওদের গাড়ি এসে পড়ল বোধহয়। হ্যাঁ, ওই তো এসে গেছে মনে হচ্ছে। রিটায়ারমেন্টের পরেও অবসর নেই।

বিষয় কী?

উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট।

তোমার মনের মতো বিষয়।

হুঁ, সে তো বটেই। নিখরচায় যত জ্ঞান দিতে পারো দিয়ে যাও।

তাহলে যাচ্ছ কেন?

জায়গাটা বেশ সুন্দর বলে মনে হল। বারাসতের দিকে একটা বাগানবাড়ি। তার মধ্যেই একটা ছোট অডিটোরিয়াম আছে। সেখানে দিনভর কেত্তন।

বেল বাজে আবার। সুদেষ্ণা বেরিয়ে যান। সপ্তর্ষি মৃদু হেসে বাঁ হাত দিয়ে বাদামি এনভেলপটা টেনে নেয়। ওপরের লেখাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, এখন তো সময় নেই। পরে দেখা যাবে। বেসিনে হাত ধুয়ে নিজের ঘরে যায় সপ্তর্ষি। অফিস বেরোবার আগে একবার মেলটা চেক করতে হবে। এখনও খানিক সময় আছে।

ল্যাপটপ অন করে। হাতে খামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নজর পড়ে প্রেরকের নামের দিকে। টাইপ করে লেখা, অনিন্দিতা-লেকটাউন। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে সপ্তর্ষির। চিঠি কেন? ওদের তো দেখা হওয়ার কথা এই শনিবার। আগের দিনই সপ্তর্ষি বলেছে, আর দেরি করবে না, এবার অনিন্দিতার লেকটাউন ছেড়ে একেবারে দক্ষিণে তাদের ফ্ল্যাটে চলে আসার কথা। আর দু'মাস পরেই তো সপ্তর্ষি বদলি হচ্ছে চেন্নাই। তার আগে রেজিস্ট্রি সারতে হবে। মাঝে দুজনে মিলে একবার চেন্নাই গিয়ে একটা বাড়িও ঠিক করে আসার কথা। এই সব ভাবনার মাঝেই সপ্তর্ষি খামটা ছিঁড়ে ফেলেছে। সাদা কাগজের ওপর কালো হরফগুলো ভেসে ওঠে।

অ্যাই শোনো,

তোমাকে যে কী বলে সম্বোধন করব তা জানি না। যা দিয়েই সম্বোধন করতে যাই মনে হয় কেমন যেন বোকা বোকা শোনাচ্ছে। অতএব, আদ্যিকালের 'অ্যাই শোনো'। তোমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে কেন হঠাৎ সেই মান্ধাতার আমলের চিঠি পাঠাচ্ছি তোমায়। পাঠাচ্ছি, তার মূলত দুটো কারণ আছে। প্রথমত, এই কথাগুলো মেলে লেখার মতো নয় বা এমন ছোট নয় যে মেসেজ করে দেব। দ্বিতীয় কারণ হল, এই চিঠিটায় রক্ত-মাংসের গন্ধ মাখানো আছে, যেটা মেসেজ বা ই-মেলে থাকলে ছুঁতে পারতে না। একটু বড় চিঠি, তোমার পড়তে সময় লাগবে। আমি এখনও গত বুধবারের সন্ধের ঘোর থেকে বেরোতে পারিনি। এদিনই আবিষ্কার করলাম তুমিই হচ্ছ আমার কাঙ্ক্ষিত তৃতীয় পুরুষ।

কী হল? ভুরু কিঞ্চিৎ কুঁচকে গেল মনে হল। আমি কিন্তু লিখতে লিখতে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শোনো, তুমি সত্যিই আমার জীবনে তৃতীয় পুরুষ। আমার জীবনের অন্য দুজন পুরুষের কথা তোমাকে আজ পর্যন্ত আমি বলিনি। আমার জীবনের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় বছর গড়াতে চলল। তুমি এসেছিলে আমার বন্ধু হয়ে। তারপর কোন সময় যে এতটা কাছে চলে এলে তা আমি নিজেই বুঝতে পারিনি। বুঝলাম সেদিন, যেদিন দেখলাম, অফিসে তুমি না এলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে। খাঁখাঁ করছে চারপাশটা। তুমি হচ্ছো বড় অফিসার আর আমি তো সবে প্রবেশনে। কীভাবে যে তোমার সঙ্গে আমার এই অসম বন্ধুত্ব হয়ে গেল তার রসায়নও আমি জানি না। তুমি দূরে এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলে। কপালে উড়ে এসে পড়ছিল কয়েকটা এলোমেলো চুল। অফিসের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় আমার সঙ্গে চোখাচুখি হতেই এমন দরাজ একটা হাসি ছুড়ে দিলে আমার দিকে, আমি ফিদা হয়ে গেলাম। আমার জীবনে প্রথম পুরুষ কিন্তু তোমার মতো এমন নাটকীয়ভাবে এভাবে আসেনি।

প্রথম পুরুষের গল্প : তখন আমার বয়স সবে নয়। ক্লাস থ্রি। মা স্কুলের ড্রেস পরাতো আর বাবা স্কুলে পৌঁছে দিত। বাড়ি ফিরতাম বন্ধুদের গাড়িতে। ওদের বাড়িটা ছিল ঠিক গলির মোড়ে আর আমাদের ফ্ল্যাট ছিল গলির শেষ প্রান্তে। ওইটুকু পথ হেঁটে আসতে আসতে নিজের মনেই বলতাম, আজ আর বাড়িতে কেউ অশান্তি করবে না। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনত না। সন্ধের সময় প্রায় প্রতিদিন মা আর বাবার মধ্যে র‍্যাপিড ফায়ার সেশন শুরু হয়ে যেত। আর আমি তখন কী করতাম বলত? আমি পাশের ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতাম। চোখ মুছে একাই হোমওয়ার্ক করার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। তবে এই ধুন্ধুমার পরিস্থিতিটা থেমে গেল হঠাৎ। স্কুল থেকে বেরিয়েছি। দেখি আমাকে নিতে মা দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বোঝার আগেই মা আমার হাত ধরে একটা সাদা বড় গাড়ির দরজা খুলে আমাকে পিছনের সিটে বসিয়ে দিল। মা সামনের সিটে বসল। গাড়ির স্টিয়ারিং যাঁর হাতে তাকে আগে কোনওদিন দেখিনি। চোখে চশমা, তামাটে গায়ের রং। মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বললেন যেন মনে হল, কতদিনের চেনা।

মায়ের সঙ্গে বাবার ডিভোর্স হয়ে গেল। তারপর বাবার কী হল? কিছুই জানি না। ছোটবেলার বাবাটা হারিয়ে গেল। মা বলল, বাবা নাকি দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছে। তা হবেও বা। আমরা গিয়ে উঠলাম, সুদর্শনকাকুর বাড়িতে। মা আর সুদর্শনকাকুর বিয়ে হয়ে গেল। সুদর্শনকাকুর ফ্ল্যাটে একটা অনুষ্ঠান হল। আলো ঝলমল করল, গান হল, পার্টি হল। সেই রাতে সকলে চলে যাবার পর মা বলে দিল, সুদর্শনকাকুকে এবার থেকে পাপাই বলে ডাকতে হবে। আমি একটু ভুরু কুঁচকে ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনকাকু আমাকে কোলে তুলে নিয়ে এমন আদর করল যে আমি আর সুদর্শনকাকু না বলে পাপাই বলে ডাকতে শুরু করলাম। পাপাই মোটেও আমার বাবার মতো ছিল না। মায়ের সঙ্গে কোনওদিন জোরে কথা বলতে শুনিনি। আর আমাকে যে কী ভালোবাসত। মা রান্না করত, পাপাই অফিস থেকে প্রতিদিন আমার জন্য হয় চকোলেট, না হয় কোনও কমিকস নিয়ে আসত। পাপাই বাড়িতে আসার আগে আমার বুক দুরদুর করত, ভাবতাম, আবার কী কিনে আনবে কে জানে। সন্ধের সময় আমাকে পড়াতে বসত। মা তখন তো রান্নাঘরে। পড়া শেষ করে পাপাই আমার সঙ্গে আই স্পাই ইউ খেলত। তুমি কি জান আই স্পাই ইউ কেমন করে খেলে? দরজা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে পাপাই লুকিয়ে থাকত, আমাকে খুঁজে বার করতে হত, কখনও উলটোটা। আমি লুকিয়ে থাকতাম, পাপাই আমাকে খুঁজে বার করত। রান্না শেষ হলে পাপাই মায়ের সঙ্গে গল্প করতে বসত। না, ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ হয়ে গেল সে বাড়িতে। কিন্তু একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল।

আমরা পরের বছর বেড়াতে গেলাম পাহাড়ে। সিকিম থেকে কালিম্পং। কী সুন্দর জায়গা! আমি তখন দশ। আমরা সারাদিন ধরে ঘুরেছি। বিকেলে হোটেলে ফিরেছি। মা ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কিন্তু আমার যেন আর আনন্দের শেষ নেই। পাপাইকে বললাম, আবার একটু বেড়াতে বেরোব। পাপাইতো সঙ্গে সঙ্গে রেডি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম একেবারে টিলার ওপরে। তখন পশ্চিমের সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সামনে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত আকাশটা কেমন যেন সিঁদুর গোলা রং হয়ে গেল। আমি একেবারে টিলার শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছি। আর সেই সময়েই ডান পা থেকে জুতোটা খুলে নিমেষে একেবারে খাদের নীচে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'পাপাই'। পাপাই ছুটে এসে টিলার ধারে দাঁড়াতেই আমার চোখের সামনে অতলান্ত খাদের তলায় দুরন্ত গতিতে পড়তে লাগল পাপাইয়ের শরীরটা। আমি চিৎকার করে উঠে মাটিতে বসে পড়লাম। আর আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। পাপাইয়ের শরীরটা তুলতে পারেনি রেসকিউ টিম।

মায়ের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। একদম চুপ করে গেল আমার মা। আর আমার জীবনের প্রথম পুরুষ এইভাবে হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে।

দ্বিতীয় পুরুষের গল্প : ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে। তখন আমি তেরো। পাপাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে আর থাকতে পারছিল না মা। চেষ্টাচরিত্র করে আগের চাকরিটা পালটে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরি নিল। লেকটাউনে। আমরাও পাপাইয়ের ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে চলে গেলাম রাজারহাটের এক প্রান্তে, অন্য একটা অ্যাপার্টমেন্টে। চারপাশে অনেক অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে তখন সেখানে। কোনওটার মাথার ওপরে লোহার খাঁচা, কোনওটার চারপাশে বিরাট বড় বাঁশের সিঁড়ি, ওই উঁচুতে উঠে কাজ করছে রাজমিস্ত্রি। কী সাহস! আমাদের পাশেই সঙ্গীতা অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলায় থাকত আমার ক্লাসের অমৃতা। আর ওদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকত সন্দীপদা। যেমন হ্যান্ডসাম তেমন স্মার্ট। তেমন সুন্দর দেখতে সন্দীপদার বৌ। রোমান্টিক কাপল বলতে যা বোঝায়, ওরা ছিল সেরকম। প্রথম যেদিন অমৃতাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছি সেদিনটা ছিল রবিবার। ভুল করে সন্দীপদার ফ্ল্যাটে বেল টিপে দিয়েছি। দরজা খুলেছিল প্রীতি বৌদি। সন্দীপদা ঘরে ঢুকেই একগাল হেসে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন কতদিনের চেনা। সন্দীপদা তখন সবে একটা কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক হয়ে ঢুকেছে। এত ভালো লাগত ওদের ফ্ল্যাটে যেতে, কী বলব। হঠাৎ সন্দীপদা নিজেই একদিন বলল, আমাকে অঙ্ক দেখিয়ে দেবে। আমি তো ভীষণ খুশি হয়ে গেলাম। অঙ্ক আমার একেবারেই মাথায় ঢুকত না। সন্দীপদাকে আমার মাও বেশ পছন্দ করতে শুরু করেছে ততদিনে। সন্দীপদা আমাকে অঙ্ক করাবে বলে আমাদের ফ্ল্যাটেই চলে এল একদিন। তারপর আর আমাকে যেতে হয়নি। মা যেত স্কুলে, সন্দীপদা কলেজে ক্লাস করে আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আসত। আমাকে অঙ্ক করাতে হবে যে। ওদিকটায় তখনও যাকে বলে নাগরিক পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া যেত না। সন্ধের ঝোঁকে মাঝে মাঝেই পাওয়ার ফেলিওর হয়ে যেত। এইরকম হঠাৎ করে লোডশেডিং হয়ে গেলে আমার খুব ভয় করত, এখনও করে। সন্দীপদা আমাকে বলত, ভয়ের কিছু নেই। এক্ষুনি আলো চলে আসবে। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকতাম। একদিন বিকেলেই চলে এল সন্দীপদা। আমার জন্য কত কী গিফট হাতে করে এনেছিল। সেদিন আমিই বলেছিলাম, পাশের যে বিরাট এগারোতলা ফ্ল্যাটটা তৈরি হচ্ছে তার ছাদে যাব। ওপর থেকে শহরটাকে দেখতে কেমন লাগে, খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। সন্দীপদা আমার হাত ধরে সতর্কভাবে সেই এগারোতলায় উঠেছিল। কী বলব সপ্তর্ষি, ওপর থেকে নীচের মানুষগুলোকে একেবারে পুতুলের চেয়েও ছোট মনে হচ্ছিল। আমি একেবারে ছোট্ট বালিকার মতো চারপাশটা ছুটে ছুটে দেখছিলাম। বারবার আমাকে সাবধান করছিল সন্দীপদা। আমি শুনলে তো! সেদিন আমাকে ভূতে পেয়েছিল। আর এবারে ছুটতে ছুটতে কখন যে একেবারে ছাদের কিনারায় চলে গিয়েছি নিজেই জানি না। সন্দীপদা একছুটে এসে আমাকে ধরেছে। আমার সংবিৎ ফিরতে দেখি, সন্দীপদার ওই সুন্দর শরীরটা ওই এগারোতলা থেকে দুরন্তগতিতে নীচে পড়ছে। ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে সন্দীপদার শরীরটা। একটা ধাতব শব্দ কানে এল। আর কিছু মনে নেই আমার।

তৃতীয় পুরুষের গল্প : এরপর আমার জীবনে আর কোনও পুরুষের প্রবেশ ঘটতে দিইনি। কিন্তু পারলাম কই? তুমি যে কখন ঢুকে পড়েছ আমার মনের গহিন অরণ্যে, কখন যে শাখা বিস্তার করে আমাকে জড়িয়ে ধরেছ, আমি নিজেও জানি না। আমাদের সম্পর্কের এক বছর পেরোল গত বুধবার। তুমি, সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করলে। সেটাই তো স্বাভাবিক। আমিও তো এটাই চাইছিলাম। কিন্তু ওই যে হঠাৎ আলো চলে গেল। আর তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে, তখনই আমার মনে একটা আগুন জ্বলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, এরপর তো ক্রমানুসারে সব হবে। পুরুষ আর নারীর মধ্যে যা হয়ে থাকে। অন্ধকারে পুরুষরা যে নারীদের শরীর কী করে তা তো আমি জেনেছি আগেই। সুদর্শন আর সন্দীপ, অন্ধকার ঘরে আমার ছোট্ট শরীরটা নিয়ে দিনের পর দিন তো এই খেলাই খেলেছে। সুদর্শনকে যখন ঠেলে ফেলেছিলাম তখন মনের মধ্যে অদ্ভুত শিহরন হয়েছিল, জানো? সেই এক শিরশির করা আনন্দ আবার টের পেয়েছিলাম সন্দীপকে এগারোতলা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার পর। কিন্তু তোমাকে তো আমি হারাতে পারব না, কিছুতেই না। অথচ বুধবার অন্ধকার ঘরে আমাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকে কীরকম একটা হিল্লোল বয়ে গেল। আতঙ্কের সঙ্গে টের পেলাম শিরদাঁড়া বেয়ে একটা সরীসৃপ হিসহিস করে ওপরে উঠে আসছে। আমি অনেক কষ্টে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম নিজেকে। তুমি এতই ভালো যে, আমাকে কোনও প্রশ্ন করলে না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে। আমি কিন্তু তখনই বুঝে গেলাম, তোমাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না। বুঝলাম, নিজেকে সরিয়ে ফেলতে হবে তোমার কাছ থেকে। সরিয়ে ফেলতে হবে এই পৃথিবী থেকেই।

এই চিঠি যখন পাবে, তখন আমাকে আর পাবে না। খুব ভালো থেকো। আমার জীবনের সমস্ত রক্তকণিকা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে গেলাম।

সন্ধে নামবে একটু পরেই। ব্যালকনির পাথরের মেঝেতে ছায়া ছায়া নরম রোদ্দুর। বসে পড়ে সপ্তর্ষি। ভুরু কুঁচকে দেখতে থাকে, নীচের মানুষগুলোকে কত ছোট দেখায়।

কবিতা

অবহেলা পেলে
আভা সরকার মণ্ডল

বিসর্জিত বাসনার দায়ভার কাঁধে নিয়ে
গর্ভবতী একটি নদীর খোঁজে ব্যাকুল ছিল বসতি
মাটি গলে যায় অগ্নিদগ্ধ মোমের মতো
দেবতাদের কাঠামো আটকে থাকে চরে!

হাঁটুজল বহন করে নৌকার সন্তাপ
কৃতকর্মের পাহাড়ে অনুতাপের জ্বর
চোখের সম্মুখে পরিণতি পরিস্ফুট হতেই
হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে দুরূহ দেয়াল ঘেরা অন্যায় ইমারত--- উদ্দাম হয় ধ্বংস!

মাতৃত্ব ও সহজিয়া ক্ষোভ জমা রাখে,
পূর্ণতা পাওয়ার দায়বদ্ধতা থেকেও জন্ম নেয় না-- আমূল ক্ষমার প্রবৃত্তি।
অবহেলা পেলে বরাবরই
বড় নৃশংস হয়ে ওঠে প্রকৃতি।

ফিরে এসো
প্রদীপ কুমার দাস

পাখিরা দাঁড়িয়ে আছে কাকতাড়ুয়ার মতো
ফসলের ঘ্রাণ নিতে,
ঘরের স্নানঘর থেকে নদী বয়ে যায়
ভালোবাসার নীল সন্ধ্যায়...

সবুজ মাঠ জেগে ওঠে পুতুল নাচের ইতিকথায়
ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়ে জীবনের ছবির আঁকি

তুমি দাঁড়িয়ে আছো বৃষ্টির মতো
জানলার কার্নিশঘেঁষা টিপটিপ শব্দে--

ঘরের কলিংবেল বাজলে আমি সম্পর্ক খুঁজি
শীতের ইমেজে দাঁড়িয়ে থাকি শূন্য ব্যালকনিতে...

নদী ঝরনা হয়ে যায়
অস্থির সময়ের কলঘরে
প্রাচীন সময়ের সীমানা পেরিয়ে
তরাইয়ের জঙ্গল থেকে তিস্তার পাড় ঘেঁষে
আমাদের চেনা হিলকার্ট রোডে।

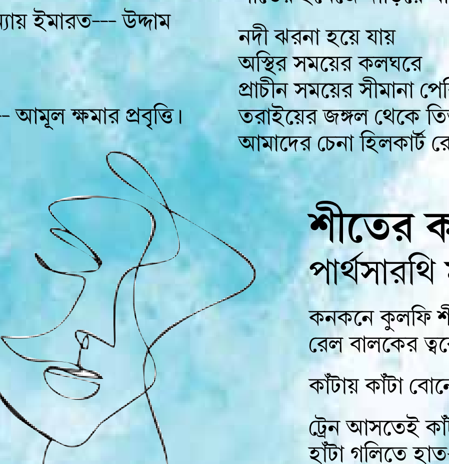

ব্যর্থ
বিশ্বজিৎ মজুমদার

চামড়া টানাটানি করে দেখলাম
অনেকটাই মোটা;
ফলত এত গালিগালাজ, কটুকথা--
কিছুতেই কিছু এসে গেল না।
তাই চামড়া কেটে
ডুগডুগি বাজানোর ইচ্ছেটা
ক্রমশ কমে যেতে লাগল,
ডুবন্ত জাহাজের মাস্তুলের
দিকে হাত বাড়াই--
ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে পড়তে
নিজেকে লুকিয়ে ফেলি সিংহাসনের পেছনে।

শীতের কাঁটা
পার্থসারথি মহাপাত্র

কনকনে কুলফি শীতল বাতাস
রেল বালকের ত্বকে কাঁটার শিহরন

কাঁটায় কাঁটা বোনে সোয়েটার।

ট্রেন আসতেই কাঁটা ভুলে এক ছুটে কামরায়
হাঁটা গলিতে হাত-পায়ের বিচিত্র কসরত
কামরার আবহ ও আবহাওয়া বদল
হাতে পেল কয়েকটা পাঁচ দশের সিক্কা--

শীত এখন অতীত, পকেটে ভর্তি উত্তাপ...

শুভদৃষ্টি
রবীন্দ্রনাথ রায়

শব্দেরা নীরব, চোখের জলই তার ভাষা,
বোবা নয় সে,
শুধু থেমে গেছে--

জীবন নিয়ে খেলা আর সত্যের আড়াল
কল্পনার ডানাগুলো ছিঁড়ছে
পুড়েছে নিশিদিন—

চোখের পাতায় অশ্রুপাতের বৃষ্টি,
স্বপ্নেও বারুদ, জ্বলছে জীবনের অনুশ্রুতি
মস্তিষ্কের প্রাণ--
জানি না কোন নদী বয়ে যাবে শরীর স্পর্শ করে
ঢেউয়ের তালে বাজবে
সপ্ত সুরের গান –

কল কল ছন্দে বাজবে
হৃদয়ের মাদল, কেঁপে উঠবে
সন্ধ্যার শালবনি—

আকাশটা ধূসর হলে
মাটিতেই খুঁজে নেব রং,
অন্ধকার পেরিয়ে দেখব--
দুর্গা মায়ের শুভদৃষ্টি।

ভাঙন
আশিস চক্রবর্তী

পূর্বাপর ভাঙনের যত গল্প শুনিয়েছি--
সব বিষাদে ভরা, স্তিমিত নিস্তাপ
দেশভাগের কত পরেও চোরাস্রোতের মতো
আজও রয়ে গেছে ভাঙনের নিভৃত বিলাপ।

কাঁটাতারের এপারে গঙ্গার পাড় ভাঙে
ওপারেও উদ্বেলিত পদ্মার দু'পাড়
ঘরবাড়ি ভাঙে, মন ভাঙে নীরবে
ধর্ম, ভাষা, মনুষ্যত্ব সব ভেঙে ভেঙে দেশ উজাড়।

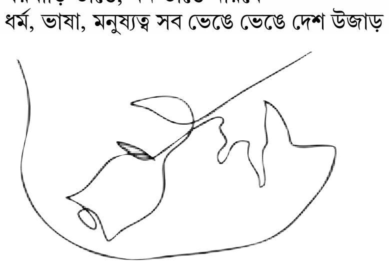

উত্তরের কবিমুখ

সমীর চট্টোপাধ্যায়

সমীর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ৩ ডিসেম্বর, ১৯৪১। কোচবিহারের চিলাখানা গ্রামে কালজানি নদী, গ্রামীণ মানুষ, প্রকৃতির মাঝেই শৈশবের দিনগুলি কেটেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের কর্মী ছিলেন। ছয় দশকের বেশি সময় ধারাবাহিক সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক সম্পাদনা করেছেন সাহিত্য পত্রিকা 'তমসুক'। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল : সূর্য প্রদক্ষিণে তোমার ছায়া (১৯৭৫), ভালোবাসা ছড়িয়ে রয়েছে, তুলে নাও (১৯৮৯)

দূর নক্ষত্রলোকে, মধ্যরাত্রে (১৯৯০), আত্মপীড়নে এক-জন্ম কেটে যায় (১৯৯২), উত্তরের চিঠি (১৯৯৩), ভাঙো, পাথরের দীর্ঘ পর্যটন (১৯৯৬), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৯), এবার ধন্যবাদের পালা (২০০০), সায়ন্তন, তুমি বলে দেবে (২০০২), প্রেমের কবিতা (২০০৪), স্বপ্ন, স্বপ্ন নয় (২০০৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০১৫), যদি বলো, এইবার বলো (২০১৭), কলোনিয়াল কাজিনস ও অন্যান্য কবিতা (২০২৩)। প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ : শিল্পের কাছে যেতে যেতে (২০২৫)।

নদী ও নারী

নদী ও নারীর কাছে কত ঋণ
জমে জমে হয়েছে পাথর
দিন যায়, দিন চলে যায়-
নদী ও নারী প্রতিক্ষণ আমাকে জাগায়

কত দিন ও রাত্রি, কত নির্জনতা
প্রতিদিন কত ভাঙন ও আকাঙ্ক্ষা
গড়ে ওঠে, ভেঙে যায়-

আমি জেগে থাকি,
নদীর জলের শব্দ, কত কথা
এই আকাশের নীচে নারীর স্পর্শ পাই
নদীর জলের শব্দ, কত গল্প-
প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন গড়ে ওঠে
প্রতিদিন, এক নতুন জীবন।

সপ্তাহের সেরা ছবি

শেষ সম্বল।। ইজরায়েলি হানায় নিহত শিশুকন্যার স্মৃতি আঁকড়ে অসহায় মা। জেনিনে। -এপি

ফ্যালো ডলার, দ্যাখো খেলা

মনিকা পারভীন

একবার ভাবুন মেসির ঐশ্বরিক ফ্রি-কিক কিংবা রোনাল্ডোর চোখধাঁধানো হেড সবই হচ্ছে, কিন্তু সেখানে সমর্থকদের একটানা চিৎকার নেই। ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন একটা অদ্ভুত লাগছে না? ফুটবলকে মানবদেহের সঙ্গে যদি কেউ তুলনা করা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তার হৃদয় সমর্থকরা। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপ তাঁদের জন্য আদৌ অনুকূল হতে চলেছে কি না, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

মাঝে আর আট মাস মতো সময়। তারপরই পরবর্তী বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয় এই রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো গোটা বিশ্বকে ফুটবলের এই মহাসমারোহে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু পুঁজিবাদের এই একাধিপত্যের যুগে প্রকৃত ফুটবলপ্রেমীরা কতটা সুযোগ পাবেন, সে প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে গোটা ফুটবল দুনিয়াকে। কাতার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে টিকিটের দাম ছিল ৫৫ থেকে ৬১৮ ডলার পর্যন্ত। সেখানে এবার যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে টিকিটের দাম হতে পারে ৫৬০ থেকে ২২৩৫ ডলার পর্যন্ত।

১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যখন শেষবার বিশ্বকাপ হয়েছিল, তখন গ্রুপপর্বের টিকিট শুরু হয়েছিল ২৫ ডলার থেকে। ফাইনালে সবচেয়ে দামি টিকিটের মূল্য ছিল ৪২৫ ডলার। সেখানে এবার নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ড মেটলিফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ৬৩৬০ ডলার। যা পুনর্বিক্রয় বাজারে পৌঁছে যেতে পারে ২৫০০০ ডলার পর্যন্ত!

এবার টিকিটের দামকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-ক্যাটিগোরি ১ থেকে ৪ পর্যন্ত। তাতে গ্রুপপর্বের সবথেকে সস্তা টিকিটের দামও পড়ছে ৬০ ডলার। তার ওপর জুড়তে চলেছে ডায়নামিক প্রাইসিং-এর গেরো। উত্তর আমেরিকায় খেলাধুলার ইভেন্টে অনেক দিন ধরেই এমন পদ্ধতি চালু আছে, যেখানে টিকিটের দাম চাহিদা বাড়লে বেড়ে যায়, চাহিদা কমলে কমে।

ফিফা এবার প্রথমবারের মতো এই পদ্ধতি ব্যবহার করবে বিশ্বকাপে। এর আগেও তারা যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে এটা প্রয়োগ করেছিল। তখন চেলসি বনাম ফ্লুমিনেন্স সেমিফাইনালের টিকিট শুরুতে ছিল ৪৭৪ ডলার, কিন্তু খেলার আগে চাহিদা না থাকায় দাম নেমে গিয়েছিল ১৩ ডলারে। এই পদ্ধতি ছোট ম্যাচে কার্যকরী হলেও বড় ম্যাচে স্থানীয় দর্শক ও গরিব দেশের সমর্থকদের জন্য টিকিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়।

টিকিটের দামের পাশাপাশি ভিসা জটিলতাও পরবর্তী বিশ্বকাপে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দর্শকদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে। শেষ দুটি বিশ্বকাপে ভিসার ক্ষেত্রে ফাস্ট ট্র্যাক পদ্ধতি চালু হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা এখনও অবধি এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি।

শুধু তাই-ই নয়, ভিসা জটিলতাও পরবর্তী বিশ্বকাপে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দর্শকদের জন্য আরেকটি মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে। যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাসিন্দাদের পক্ষে ভিসা পাওয়া যেখানে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সহজ। ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে আবেদন করলে তারা ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ভিসা পেয়ে যাবেন। সেখানে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশিরভাগ দেশের মানুষের পক্ষে এই ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটাই জটিল। এ যেন রূপকথার গল্পের সুয়োরানি-দুয়োরানির ঘটনারই আরেক প্রতিরূপ। গত দুটি বিশ্বকাপে রাশিয়া ও কাতার ভিসার ক্ষেত্রে ফাস্ট ট্র্যাক পদ্ধতি চালু করেছিল। কিন্তু আমেরিকা এখনও অবধি এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি।

এইসব দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, ফিফা প্রেসিডেন্টের কাছে 'গোটা দুনিয়া' মানে কেবল প্রথম বিশ্বের তালিকায় থাকা 'সুয়োরানি' দেশগুলো নয়তো? তিনি ভুলে জাননি তো বিশ্বকাপ মানে শুধু মাঠের খেলা নয়, গ্যালারির উন্মাদনাই তার প্রাণ। ২০১০ সালের বিশ্বকাপ যেমন অসম্পূর্ণ ভুভুজেলার আওয়াজ ছাড়া, তেমনই ২০১৪ দক্ষিণ আমেরিকার সমর্থকদের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ছাড়া। কিন্তু এবার টিকিটের দাম এত বেশি যে, গরিব দেশ বা সাধারণ দর্শকদের যেন কার্যত দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপের নির্বাহী পরিচালক রোনান ইভাইনের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'এটা ফুটবলকে বৈশ্বিক করার উদ্যোগ নয়, বরং একটা বেসরকারি ব্যবসা বানানো হয়েছে যা আগে সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ফিফা বুঝতে পারছে না যে, বিশ্বকাপের আসল প্রাণ হল দর্শক। তাদের রং, শব্দ আর বৈচিত্র্য ছাড়া এই আসর নিস্তেজ হয়ে যাবে।' এবার এই কথা যত তাড়াতাড়ি ফিফাকর্তারা বুঝতে পারবেন, ফুটবলের পক্ষে সেটা ততই মঙ্গল।

আসবে নতুন, নেবে রয়ে যাওয়া স্থান

হর্ষ দুবে

মানব সুথার

সপ্তক সান্যাল

বছরভর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের রমরমার মধ্যে আবারও সময় হয়েছে নতুন একটি ভারতীয় ক্রিকেট মরশুমের। ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া রনজি ট্রফির পাশাপাশি সাদা বলের টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের ভিত শক্ত করা শুরু করবেন ভবিষ্যৎ তারকারা। কিন্তু সেখানে কোন কোন ক্রিকেটারের দিকে মূলত নজর থাকতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের? বিশেষ করে ভারতের টেস্ট দল যখন একটি ট্রাঞ্জিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই লেখায় খুঁজে দেখা যাক।

সাম্প্রতিক সময়ে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বীন এবং চেতেশ্বর পূজারা- টেস্ট দলের এই চার মহীরুহ অবসর নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পূজারা বাদে বাকি তিনজন শেষদিন অবধি টেস্ট দলে নিয়মিত ছিলেন। ওদিকে জাদেজা যতই এখন ফর্মের শীর্ষে থাকুন, তাঁর বয়সও ৩৭ ছুঁইছুঁই। এঁদের মধ্যে রোহিতের অনুপস্থিতির ক্ষতয় প্রলেপ লেগেছে ওপেনিংয়ে লোকেশ রাহুল এবং যশস্বী জয়সওয়াল কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রমাণ করায়। বিরাটের অবসরের পর তাঁর উত্তরসূরির দুশ্চিন্তা শুভমান গিল কাটিয়েছেন ইংল্যান্ড সফরে ৭৫৪ রান করে। কিন্তু অশ্বীনের বিকল্প খুঁজে পাওয়া এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম চিন্তার জায়গা। দেশের মাটিতে ভারতের সোনালি অধ্যায়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অশ্বীনের অফস্পিন। পরিসংখ্যান বলছে, তাঁর কেরিয়ারে ভারতের জেতা ৪৭টি হোম টেস্টে তিনি ১৮.১৬ গড় এবং ৩৯.৯ স্ট্রাইক রেটে ৩০৩টি উইকেট নিয়েছেন। ভারতের আধিপত্য বিস্তারে তাঁর অবদান প্রমাণ করে এই সংখ্যাই। এছাড়া ব্যাট হাতেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। তাঁর বিকল্প এখনও সেভাবে পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটন সুন্দর থাকলেও তিনি ব্যাট হাতেই নির্ভরতা দিয়েছেন বেশি। বল হাতে বৈচিত্র্যের অভাব তাঁকে অশ্বীনের যোগ্য পরিবর্ত হতে দেয়নি।

এই পরিস্থিতিতে যে দু'জনে নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে, তাঁরা হলেন মুম্বইয়ের তনুষ কোটিয়ান এবং মধ্যপ্রদেশের সারাংশ জৈন। ২০২৩-২৪ রনজি ট্রফিতে মাত্র তিনজন অল-রাউন্ডার ৩৫০ রান এবং ২৫ উইকেটের গণ্ডি টপকেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন তনুষ এবং সারাংশ।

তনুষ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পা রাখেন ২০১৮ সালে কিন্তু তাঁর উত্থান শুরু ২০২২ পরবর্তী সময়ে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত তনুষের বোলিং এবং ব্যাটিং গড় যথাক্রমে ২৮ এবং ৪৪। সাম্প্রতিক সময়ে মুম্বই টপ অর্ডার যখনই ব্যর্থ হয়েছে, তখনই দলকে একটা প্রতিযোগিতামূলক স্কোরে পৌঁছে দিয়েছে তনুষের ব্যাট। এছাড়াও ভারত 'এ' দলের হয়ে সদ্য ইংল্যান্ডে একটি অপরাজিত ৯০ রানের ইনিংসও খেলেছেন তিনি। বোলিংয়ে বেশ কিছু অস্ত্রে শান দেওয়া এখনও বাকি থাকলেও তিনি যে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

এরপর সারাংশ, যিনি শেষ কয়েক বছরে মধ্যপ্রদেশ দলের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন। কুমার কার্তিকেয়র সঙ্গে তাঁর জুটি মধ্যপ্রদেশের স্পিন বোলিংকে শক্তিশালী করেছে। এর সঙ্গে ব্যাটের হাত ভালো হওয়ায় দলের প্রয়োজনে তিন নম্বরেও ব্যাট করেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। চলতি মরশুমে দলীপ ট্রফিতে মধ্যাঞ্চলের হয়ে মোট ১৬টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ব্যাট হাতে দুটি অর্ধশতরানও করেছেন তিনটি ইনিংসে।

রাজস্থানের বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথারও বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটাঙ্গনে একটি উজ্জ্বল নাম। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন বছর হল পা রাখা এই ক্রিকেটার সদ্য শেষ হওয়া অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে সিরিজে একটি ইনিংসে পাঁচ এবং অপর ইনিংসে তিনটি উইকেট নিয়েছেন। এছাড়াও ইরানি ট্রফিতে দুই ইনিংস মিলিয়ে পাঁচ উইকেটের পাশাপাশি চতুর্থ ইনিংসে ৫৬ রানে অপরাজিত ছিলেন।

বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যে গতবার দুরন্ত ফর্মে ছিলেন বিদর্ভের হর্ষ দুবে-ও। ৬৯টি উইকেট নিয়ে একটি রনজি মরশুমে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ভাঙেন তিনি। তাঁর প্রধান দক্ষতা হল গতি নিয়ন্ত্রণ করে নিখুঁত এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে বল করে যাওয়া।

যে চারজনের কথা উল্লেখ করা হল তাঁরা সম্ভাবনাময় হওয়ার পাশাপাশি একটা বড় সুবিধা যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় দলে এঁরা একে অন্যের পরিপূরক হতে পারেন। ঠিক যেমন অশ্বীন-জাদেজা ছিলেন। তনুষ বা সারাংশরা প্রথাগত ধীরগতির অফস্পিন করে যদি ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলেন, তবে হর্ষের অস্ত্র গতি, যা ব্যাটারকে বারবার পরীক্ষায় ফেলে। এছাড়া এই চারজনই ব্যাট হাতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন। এরা ছাড়াও চোখ থাকবে বিদর্ভের দানিশ মালেওয়ারের দিকেও। এখনও পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫২.৩১ গড়ে ১১৫১ রান করেছেন তিনি।

নতুন মরশুমের দামামা বেজে গিয়েছে। মাত্র তিনদিন পর শুরু হতে চলেছে আরও একটি রনজি ট্রফি। যে নামগুলো লিখলাম তাঁরা পরীক্ষিত এবং নজর কেড়েছেন। এর বাইরেও হয়তো নতুন কিছু নাম উঠে আসবে, যাঁরা সকলকে অবাক করে দেবেন। ভারতের মতো বিশাল দেশে ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব ঘটবে না কোনওদিনও।

সারাংশ জৈন

তনুষ কোটিয়ান

দানিশ মালেওয়ার

ভারতীয় অধিনায়কদের সর্বাধিক শতরান (টেস্টে)

ব্যাটার	শতরান
বিরাট কোহলি	২০
সুনীল গাভাসকার	১১
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	৯
শচীন তেন্ডুলকার	৭
শুভমান গিল	৫

‘শুভ’ লাভ

ভারতীয় অধিনায়কদের এক বছরে সর্বাধিক শতরান (টেস্টে)

ব্যাটার	শতরান	ইনিংস	সাল
শুভমান গিল	৫	১২	২০২৫
বিরাট কোহলি	৫	২৪	২০১৮
বিরাট কোহলি	৫	১৬	২০১৭
বিরাট কোহলি	৪	১৮	২০১৬
শচীন তেন্ডুলকার	৪	১৭	১৯৯৭

শুভমান ক্লাসিকে জয়ধ্বনি

ভারত-৫১৮/৫ ডি.
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৪০/৪
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : দ্বিতীয় দিনের অন্তিম সেশন।

রবীন্দ্র জাদেজার স্পিনে ঠকে গিয়ে শূন্যতে আউট রোস্টন চেজ। লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে বসেন বোলারের হাতেই। হতাশ ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। ভিভিআইপি গ্যালারিতেও হতাশার ছবি! ক্যামেরার লক্ষ্য দুই কিংবদন্তি- ভিভিয়ান রিচার্ডস, ব্রায়ান চার্লস লারা।

‘প্রিন্স’ লারাকে দেখা গেল হাত দিয়েই চেজের শটের শ্যাডো করছেন। যেন দেখিয়ে দিচ্ছিলেন ঠিক কোথায় ভুল হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার বদলে এই ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড আটকে ভুলের ভুলাইয়াতেই। নির্বিষ বোলিং, হতাশাজনক ব্যাটিংয়ের ছবি বদলায়নি কোটলাতেও। নিটফল, ভারতের ৫১৮/৫-র জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০/৪।

সপ্তাহান্তের প্রথম দিন। মাঠে বাড়তি ভিড়। কিন্তু সাতসকালেই যশস্বী জয়সওয়ালের দ্বিশতরানের স্বাক্ষী হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ। দর্শকরা গুছিয়ে বসার আগেই দিনের দ্বিতীয় ওভারেই সাজঘরের পথে বাঁহাতি ওপেনার। শুভমান গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট।

মিডঅফে ঠেলে দিয়ে ১ রানের জন্য আত্মঘাতী দৌড়। শুভমান ‘না’ বলার পর ক্রিজে আর ফিরতে পারেননি যশস্বী। তবে ক্যারিবিয়ান উইকেটকিপার টেভিন ইমলাচ সঠিকভাবে উইকেটে বল লাগিয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। বল গ্রিপ করতে পারেননি ঠিকভাবে। গ্লাভস থেকে বেরিয়েও যায়।

অদ্ভুতভাবে আম্পায়াররা যদিও রিপ্লের পথে হাঁটেননি! সাজঘরে বসে রিপ্লে দেখার সময় যশস্বীর হয়তো আক্ষেপ হচ্ছিল- ডিআরএস নিলে বেঁচেও যেতে পারতেন। তার আগে মাঠে শুভমানের সাড়া না দেওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও ছাড়েননি। বোঝানোর চেষ্টা, ‘কলটা আমার ছিল’। ভুলের খেসারত, ১৭৩ থেকে শুরু করে ১৭৫-এ ইতি যশস্বী-শোয়ের।

ভারত ৩২৫/৩। ক্রিজে নীতীশ কুমার রেড্ডি। অথচ, আহমেদাবাদে ধ্রুব জুরেল পাঁচে নেমে সেঞ্চুরি করেছিলেন! মূলত অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে নীতীশকে প্র্যাকটিস দিতেই এই পদক্ষেপ। যদিও সিদ্ধান্ত না-পসন্দ ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের। প্রশ্ন, ধ্রুবর জায়গায় কেন? শুভমানের জায়গায় নয় কেন? ব্যাটিং দাপটে সমালোচনাকে অবশ্য চুপ করিয়ে দেন শুভমান। স্বপ্নের বছরের রেশ অব্যাহত অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। বাঙ্গারও মানলেন, ছন্দে থাকলে গিলের ব্যাটিং তাকিয়ে থাকতে হয়।

শুভমান-ক্লাসিকের ঘোরে আচ্ছন্ন

ভাঙার কাজ শুরু জাদেজা-কুলদীপের

প্রতিপক্ষও। দিনের শুরুতে জেডন সিলস-অ্যান্ডারসন ফিলিপ নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে সমীহ আদায় করে নিচ্ছিলেন। যার সামনে রীতিমতো নড়বড়ে নীতীশ। লেগবিফোর হতে হতে বেঁচে গেলেন একবার। ক্যাচ দিয়েও বসেন একবার। শেষপর্যন্ত অস্বস্তি কাটিয়ে ৫৪ বলে ৪৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস।

শুভমানকে অবশ্য বাগে আনতে পারেননি ক্যারিবিয়ান বোলাররা। ফল যা হওয়ার তাই। লাঞ্চের পর পূরণ শুভমানের দশম টেস্ট সেঞ্চুরি। যার সুবাদে পকেটে একাধিক নজির। ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে চলতি বছরে পঞ্চম সেঞ্চুরি। বিরাট কোহলি (২০১৭ ও ২০১৮) ছাড়া আর কোনও ভারতীয়র যে নজির নেই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে মোট সেঞ্চুরিতে রোহিত শর্মাকে (৯টি) পিছনে ফেললেন শুভমান (১০)।

নীতীশের সঙ্গে ৯১, জুরেলকে (৪৪) নিয়ে আরও ১০২ যোগ করেন শুভমান। ত্রয়ীর হাত ধরে পাঁচশো পার। জুরেল আউট হতেই ৫১৮/৫-তে ইনিংসে ইতি টেনে দেয় ভারত। শুভমান অপরাজিত থাকেন ১২৯ রানে।

চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত ২৬২ ওভারের বেশি বল করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯৬৬ রান দিয়ে নিয়েছে মাত্র ১০ উইকেট! উইকেট পিছু গড়ে ৯৬.৬ রান! ক্ষয়িষ্ণু ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের আরও এক দৈন্যদশার লেখচিত্র।

৫১৮-র জবাবে ব্যাটারদের ভূমিকাও তথৈবচ। প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে টেনেটুনে ১৬২ ও ১৪৬ রান। এদিন কিছুটা উন্নতি হলেও নয়াদিল্লি টেস্টে লড়াইয়ে ফিরতে এখনও অনেক ঘাম ঝরাতে হবে ড্যারেন সামির দলকে। পেসারদের জন্য কার্যত ‘ডেড’ পিচে জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজের শুরুর স্পেল সামলে দেওয়ার পর স্পিনে ধরাশায়ী টপ অর্ডার।

জাদেজার (৩৭/৩) প্রথম শিকারে কৃতিত্ব অবশ্য প্রাপ্য বি সাই সুদর্শনের। শর্ট লেগে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য ক্যাচ নেন। জন ক্যাম্পবেলের (১০) জোরালো সুইপে কার্যত নড়ার সময় পাননি। কিন্তু বল গলতে দেননি। বুকে, হেলমেটের গ্রিলে লেগে হাতের মুঠোয়।

তেগনারায়ণ চন্দ্রপলের (৩৪) ক্যাচ স্লিপে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ধরেন লোকেশ রাহুল। জাদেজার তিন নম্বর শিকার চেজ (০)। এর মাঝে আলিক আথানাজে (৪১) কুলদীপ যাদবের ঝোলায়। দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০/৪। আশা বাঁচিয়ে রেখে ক্রিজে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে আইপিএল খেলা শাই হোপ (৩১) ও উইকেটকিপার-ব্যাটার ইমলাচ (১৪)।

> পিচ বেশ ভালো লাগছে। আমরাও ভালো বোলিং করছি। লক্ষ্য আগামীকাল দ্রুত ওদের অল আউট করা। যে লক্ষ্যপূরণে নতুন উদ্যমে আগামীকাল মাঠে নামব আমরা।
>
> -যশস্বী জয়সওয়াল

৩ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধাক্কা দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। নয়াদিল্লিতে শনিবার।

অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে দ্রুততম পাঁচটি শতরান
(ইনিংসের বিচারে)

ব্যাটার	ইনিংস
অ্যালাস্টেয়ার কুক	৯
সুনীল গাভাসকার	১০
শুভমান গিল	১২
ডন ব্র্যাডম্যান	১৩

টেস্টে দশম শতরানের পর শুভমান গিল।

৫ ২০২৫ সালে শুভমান গিলের টেস্টে শতরানের সংখ্যা। যা প্রথমবার অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর এক বছরে সর্বাধিক।

৮৪.৮১ অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের টেস্টে ব্যাটিং গড়। টেস্টে অন্তত সাতবার নেতৃত্ব দেওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক। শীর্ষে ডন ব্র্যাডম্যান (১০১.৫১)।

৭ যশস্বী জয়সওয়ালের টেস্টে শতরানের সংখ্যা। যা ২৪ বছরে দেওয়ার আগে ওপেনারদের মধ্যে যুগ্ম সর্বাধিক।

১ ভারতের প্রথম পেসার হিসেবে তিন ফরম্যাটে অন্তত ৫০টি ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন জসপ্রীত বুমরাহ।

৩ টেস্টে এক ইনিংসে তৃতীয়বার ভারত প্রথম পাঁচ উইকেটের সবকয়টিতে ৫০ প্লাস রানের পার্টনারশিপ গড়ল। আগের দুইটি ছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালে ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ সালে।

৫১৮/৫ নয়াদিল্লি টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসের স্কোর। লেগ বাই বা বাই ছাড়া যা সর্বাধিক। এক্ষেত্রে আগের সর্বাধিক ছিল ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার ৫১৩ রান।

কলকাতায় আজ সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর : ক্রিকেটে ফিরেছেন। কিন্তু ভারতীয় দলে নয়।

টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতা পৌঁছে যাচ্ছেন মহম্মদ সামি। সোমবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা দলের সঙ্গে তাঁর অনুশীলনও করার কথা। বুধবার থেকে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা দল। প্রথম ম্যাচে সামি খেলবেন, বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে এমন খবরই সামনে এসেছে।

গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় দলে ছিলেন সামি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে ফেরার পর আইপিএলেও খেলেন। আইপিএলের আসরে চোটও পেয়েছিলেন। পরে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করে চোট সারিয়ে ফিরেছেন সামি। পূর্বাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফিও খেলেছেন। কিন্তু জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন এখনও অধরা রয়ে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলার হয়ে রনজি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সামি। আগামীকাল রাতে সামি কলকাতায় পৌঁছানোর আগে আজ রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন আকাশ দীপ। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে সামি-আকাশের জুটি নিশ্চিতভাবেই ভরসা দেবে টিম বাংলাকে। তার আগে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছেন, ‘আজ রাতে আকাশ, রবিবার সামির কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। ওদের পাওয়া গেলে নিশ্চিতভাবে আমাদের বোলিং শক্তি বাড়বে। কিন্তু তার জন্য মরশুম শুরুর আগেই লাফালাফির কিছু হয়নি। দেখা যাক কী হয়।’

এদিকে, গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির পর শনিবার সারাদিন কলকাতায় বৃষ্টি হয়নি। তবে বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে থাকায় আজ বাংলা দলের অনুশীলনও হয়নি।

> আজ রাতে আকাশ, রবিবার সামির কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। ওদের পাওয়া গেলে নিশ্চিতভাবে আমাদের বোলিং শক্তি বাড়বে। কিন্তু তার জন্য মরশুম শুরুর আগেই লাফালাফির কিছু হয়নি। দেখা যাক কী হয়।
>
> লক্ষ্মীরতন শুক্লা

‘বিশ্বকাপ খেলতে চাই’

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : লাল বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্য।

ইংল্যান্ডের পর দাপট অব্যাহত চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও। প্রথম টেস্টে ব্যাটে-বলে জয়ের নায়ক রবীন্দ্র জাদেজা। চলতি ম্যাচে এখনও ব্যাটিংয়ের সুযোগ না পেলেও আক্ষেপ মেটাচ্ছেন বল হাতে। এদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পড়া চার উইকেটের মধ্যে তিনটিই জাদেজার ঝোলায়।

সাফল্যের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই এদিন ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকারদের স্পষ্ট বার্তা দিলেন জাদেজা। অস্ট্রেলিয়াগামী ওডিআই দলে সুযোগ হয়নি। ফলে সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে।

গম্ভীরদের বার্তা জাড্ডুর

জাদেজা যদিও হাল ছাড়তে নারাজ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ‘অজিগামী ওডিআই দলে রাখা হবে না, আগেই বলে দিয়েছিল। আশা করছি, পরের সিরিজে ডাক পাব। বিশ্বকাপে খেলতে চাই। বিশ্বাস, তার আগে ওডিআই খেলার সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা দিয়ে ঠিক বিশ্বকাপ দলে ডাক পাব। ওডিআই বিশ্বকাপ জেতা সবারই স্বপ্ন। গতবার অল্পের জন্য যা হাতছাড়া হয়েছে। সুযোগ পেলে এবার সবাই মিলে ঝাঁপাতে চাই।’

২০২৭ সালে জাদেজা আটত্রিশে পা রাখবেন। সেখানে নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টের আগামীর ভাবনায় অগ্রাধিকার পাচ্ছেন তরুণ ব্রিগেড। ফলে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার মতো জাদেজাও কার্যত ‘ব্রাত্যদের’ দলে। যদিও জাদেজার একসুর, ‘আমি ওডিআই খেলতে চাই। তবে আমার হাতে সেটা নেই। দিনের শেষে সিদ্ধান্তটা টিম ম্যানেজমেন্ট, অধিনায়ক, কোচের। অজি সিরিজে আমাকে না রাখার পিছনে হয়তো ওদের কোনও যুক্তি রয়েছে। আমাকে বলেওছে। আমি মোটেই অবাক হইনি। তবে আশা ছাড়তে রাজি নই।’

তবে মূল লক্ষ্য যে ফরম্যাটেই হোক, যতটুকু সুযোগ পাবেন, দলে অবদান রাখা। জাদেজা বলেছেন, ‘দল যদি জয় না পায়, ব্যক্তিগত মাইলস্টোন অর্থহীন। আমার কাছে তাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দলের সাফল্যে অবদান রাখা। ব্যাটিং হোক বা বোলিং, সবসময় সেই লক্ষ্য নিয়ে নামি।’

> আমি ওডিআই খেলতে চাই। তবে আমার হাতে সেটা নেই। দিনের শেষে সিদ্ধান্তটা টিম ম্যানেজমেন্ট, অধিনায়ক, কোচের। অজি সিরিজে আমাকে না রাখার পিছনে হয়তো ওদের কোনও যুক্তি রয়েছে। আমাকে বলেওছে। আমি মোটেই অবাক হইনি। তবে আশা ছাড়তে রাজি নই। -রবীন্দ্র জাদেজা

অপরদিকে, নিশ্চিত দ্বিশতরান হাতছাড়া করে কিছুটা হতাশ যশস্বী জয়সওয়াল। দিনের দ্বিতীয় ওভারেই শুভমান গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হন। মাঠেই শুভমানের উদ্দেশ্যে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করতেও দেখা যায়। দিনের শেষে যশস্বী অবশ্য উলটো সুরে জানান, রানআউট ক্রিকেটের অঙ্গ। এরজন্য শুভমানকে মোটেই দুষতে রাজি নন। এই নিয়ে কোনও অভিযোগ, সমস্যা নেই।

রানআউটের জন্য গিলকে দুষতে নারাজ যশস্বী

নিজের ১৭৫ রানের ইনিংস নিয়ে যশস্বী বলেছেন, ‘সবসময় লক্ষ্য থাকে সময় নিয়ে ইনিংস গড়তে। কারণ ক্রিজে কিছুটা সময় কাটিয়ে থিতু হয়ে গেলে লম্বা ইনিংস খেলার ক্ষমতা রাখি আমি। এদিনও প্রথম এক ঘণ্টা দেখেশুনে খেলার ইচ্ছে ছিল।’

ভারত এখনও ৩৭৮ রানে এগিয়ে। রবিবার লক্ষ্য থাকবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস দ্রুত গুটিয়ে দেওয়া। সেই বিশ্বাসের সুর যশস্বীর গলায়। বলেছেন, ‘পিচ বেশ ভালো লাগছে। আমরাও ভালো বোলিং করছি। লক্ষ্য আগামীকাল দ্রুত ওদের অল আউট করা। যে লক্ষ্যপূরণে নতুন উদ্যমে আগামীকাল মাঠে নামব আমরা।’

ডি ককের প্রত্যাবর্তন ম্যাচে হার প্রোটিয়াদের

অবসর ভেঙে টি২০ আন্তর্জাতিকে ফিরে ১ রানে আউট কুইন্টন ডি কক। উইন্ডহোকে।

উইন্ডহোক, ১১ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন সুখের হল না কুইন্টন ডি ককের। প্রথম ওভারে ১ রান করে তিনি আউট হয়ে যান। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচে ৪ উইকেটে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকাও। টসে জিতে ডোনোভান ফেরেইরার নেতৃত্বাধীন প্রোটিয়ারা আটকে যায় ১৩৪/৮ স্কোরে। জেসন স্মিথ (৩১) ও রুবিন হারমান (২৩) ছাড়া তাদের কেউই প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। ডোনোভান আউট হন ৪ রানে। ৮২ রানে দক্ষিণ আফ্রিকা হাফ ডজন উইকেট হারিয়েছিল। রুবেন ট্রাম্পেলম্যান (২৮/৩) ও ম্যাক্স হেইঙ্গো (৩২/২) শুরু থেকেই তাদের চাপে রেখেছিলেন। রানতাড়ায় নেমে জেন গ্রিন (২৩ বলে অপরাজিত ৩০) শেষ বলে বাউন্ডারি মেরে নামিবিয়াকে জয় এনে দেন। ৬ উইকেটে তারা ১৩৮ রান তুলে নেয়। নান্দ্রে বার্জার (২১/২) ও অ্যান্ডিলে সিমেলেন (২৮/২) চেষ্টা করেও রুখতে পারেননি নামিবিয়াকে।

গ্যাসি কাসপারভ ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্ট জয় নিশ্চিত করার পর অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্বনাথন আনন্দের হ্যান্ডশেক। সেন্ট লুইসে।

আনন্দকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ১১ অক্টোবর : ৩০ বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ১৯৯৫ সালে বিশ্বনাথন আনন্দের বিরুদ্ধে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের (ক্লাসিকাল) মতো ২ গেম বাকি থাকতে শনিবার ‘ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্ট’ জিতে নিলেন গ্যারি কাসপারভ। ১৩-১১ পয়েন্টের ব্যবধানে রাশিয়ান কিংবদন্তি হারিয়ে দেন আনন্দকে। দিনটা ভারতীয় দাবাড়ু শুরু করেছিলেন টানটান উত্তেজনার মধ্যে জোড়া গেম ড্র করে। যদিও তাতে শেষরক্ষা হয়নি। টাইম কন্ট্রোলের অধীনে ব্লিৎজের জোড়া গেম বাকি থাকতেই কাসপারভ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান। এই জয়ের সুবাদে কাসপারভ পেয়েছেন ৭৮ হাজার মার্কিন ডলার। আনন্দের প্রাপ্তি ৬৬ হাজার মার্কিন ডলার।

বড় জয় জার্মানি, ফ্রান্সের

মিউনিখ ও প্যারিস, ১১ অক্টোবর : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে লুক্সেমবার্গকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল জার্মানি। এদিকে, ৩-০ গোলে আজারবাইজানকে হারিয়েছে ফ্রান্স।

বাছাই পর্বের ম্যাচে লুক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল জার্মানির। ১২ মিনিটে ডেভিড রাউম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ২০ মিনিটে ড্রিক কার্লসেন লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় লুক্সেমবার্গকে।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব

জার্মানি ৪-০ লুক্সেমবার্গ
ফ্রান্স ৩-০ আজারবাইজান
বেলজিয়াম ০-০ নর্থ ম্যাসিডোনিয়া

২১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান জোশুয়া কিমিচ। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৮ মিনিটে তৃতীয় গোল সার্জ গ্যানাব্রির। মিনিট দুয়েক পরে চতুর্থ গোলটি করে যান কিমিচ। বাছাই পর্বে ‘এ’ গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে জার্মানি।

পাশাপাশি বাছাই পর্বের অপর ম্যাচে আজারবাইজানের বিরুদ্ধে সহজ জয় তুলে নিয়েছে ফ্রান্স। ঘরের মাঠে প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় ফরাসিরা। ৬৯ মিনিটে আদ্রিয়ান র‍্যাবিও ও ৮৪ মিনিটে ফ্লোরিয়ান থাউভিন গোল করেন। তবে ৮৩ মিনিটে চোটের কারণে কিলিয়ান এমবাপেকে তুলে নেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশঁ। তবে এমবাপে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেই জানিয়েছেন ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন। আপাতত ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে বাছাই পর্বে গ্রুপ ‘ডি’-তে শীর্ষে এমবাপেরা।

এদিকে, বাছাই পর্বের ম্যাচে ঘরের মাঠে বেলজিয়াম গোলশূন্য ড্র করেছে নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার সঙ্গে। সুইৎজারল্যান্ড ২-০ গোলে হারিয়েছে সুইডেনকে। গোল করেছেন গ্রানিথ জাকা ও জোহান মানজোবি।

আজারবাইজানের বিরুদ্ধে গোড়ালিতে চোট পাওয়ার পর কিলিয়ান এমবাপে। প্যারিসে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **মিতালি রায় (মৌ) :** শুভ জন্মদিনে অনেক ভালোবাসা আদর ও আশীর্বাদ রইলো। **বাবা অখিল রায়, মা সান্ত্বনা রায়, দিদি মৌসুমী রায়।** আমবাড়ি, ফালাকাটা। জলপাইগুড়ি।

শুভমানের জন্য সমালোচনায় বিদ্ধ হতে রাজি গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। আর সেই পরিবর্তনের শুরুটা হয়েছিল গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর।

কোচ গম্ভীরের শুরুটা ভালো হয়নি। শ্রীলঙ্কায় সিরিজ হারতে হয়েছিল। দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছিল। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ধরে রাখা যায়নি।

কঠিন পরিস্থিতির চাপ সামলে কোচ গম্ভীর একসঙ্গে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যার মধ্যে সবচেয়ে সেরা সিদ্ধান্ত রোহিত শর্মাকে অতীত করে দিয়ে শুভমান গিলকে টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়ক করে দেওয়া। ২৬ বছরের শুভমানের জন্য জাতীয় দলের নেতৃত্বের চাপ নিশ্চিতভাবেই গুরুদায়িত্ব। কঠিন চ্যালেঞ্জে ইতিমধ্যেই সফল হতে শুরু করেছেন গিল। বিলেত সফরে সিরিজ জিততে না পারলেও দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্যাট হাতে পাঁচ টেস্টে করেছেন ৭৫৪ রান। দলের অধিনায়ককে নিয়ে আপাতত স্বস্তিতে কোচ গম্ভীর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও আজ শতরান করেছেন অধিনায়ক গিল। ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করার পুরস্কার পেয়েছেন কোচ গম্ভীরের থেকে।

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শনিবার টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার বিরতিতে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম। সেখানেই তিনি তাঁর অধিনায়কের প্রতি পূর্ণ আস্থার কথা জানিয়ে ঘোষণা করেছেন, গিলের জন্য তিনি সমালোচনায় বিদ্ধ হতেও রাজি। গম্ভীরের কথায়, 'শুভমানকে যখন প্রথম অধিনায়ক করা হল, ওকে বলেছিলাম তোমায় সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। হয় তুমি ডুববে, না হলে সাঁতরে উঠবে। গিল দেখিয়ে দিয়েছে কী করতে পারে ও।' অধিনায়ক শুভমানের পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্পষ্ট করেছেন তাঁর মনোভাব। বলেছেন, 'শুভমানের সবচেয়ে বড় গুণ ওর ঠান্ডা মাথা। পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলাতে জানে ও। যখন সবকিছু ওর পক্ষে যাবে না, তখন ও কী করে, আমি সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। তার আগে একটা কথা স্পষ্ট করে বলছি, আমি সবসময় ওর পাশে রয়েছি। ওকে রক্ষা করার জন্য রয়েছি। প্রয়োজনে শুভমানের জন্য সমালোচনা শুনতেও আমি রাজি।'

> শুভমানকে যখন প্রথম অধিনায়ক করা হল, ওকে বলেছিলাম তোমায় সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। হয় তুমি ডুববে, না হলে সাঁতরে উঠবে। গিল দেখিয়ে দিয়েছে কী করতে পারে ও। -গৌতম গম্ভীর

ভারতীয় ক্রিকেটমহলে বলা হয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় দলের অধিনায়কের উপর একইরকম চাপ থাকে। অধিনায়ক জীবনের শুরুতে সেই চাপ সফলভাবে সামলেছেন শুভমান। কোচ গম্ভীরের কথায়, 'ইংল্যান্ডে ওভাল টেস্টের পর ওকে বলেছিলাম, জীবনের কঠিনতম টেস্ট খেলে ফেললে তুমি। এবার ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে নেতৃত্বের কাজটা সহজ হয়ে যাবে তোমার কাছে। শুভমানের জীবনে তাই হচ্ছে এখন।' নেতা হিসেবে টেস্টে রোহিতের জুতোয় পা গলিয়ে ফেলেছেন শুভমান। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে একদিনের নেতা হিসেবেও একই দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন গিল। গম্ভীরের কথায়, 'শুভমানকে শুরুতে অনেক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। ওর উপর আমার ভরসা ছিল। আমি জানি, হাসিমুখে চাপ সামলাতে জানে ও। সেটাই করে দেখিয়েছে ও। আগামীদিনে ও আরও সাফল্য আনবে। তাছাড়া শুভমান যে মানের ব্যাটার, ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সফল হওয়ার সব মশলা রয়েছে ওর মধ্যে। আবারও বলছি, আমি সবসময় ওর পাশে রয়েছি।'

কোচ গম্ভীরের কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত কালো দাগ হল, ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে হার। সেই ধাক্কার কথা ভোলেননি গম্ভীর। বরং সেই ব্যর্থতার কথা ভারতীয় দলের সাজঘরে শুনিয়ে ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার রীতি চালু করেছেন কোচ গম্ভীর। শুধু তাই নয়, কিউয়িদের বিরুদ্ধে সেই হারের ঘটনা যেন ভুলে না যান ভারতীয় ক্রিকেটাররা, সেই কথাও বলেছেন কোচ গম্ভীর।

ফেডারেশনের সংবিধান-গ্রহণ সভা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর : খুব সম্ভবত রবিবার ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা হতে চলেছে।

প্রায় আট বছর ধরে চলা সংবিধান মামলার অবশেষে পরিসমাপ্তি হতে চলেছে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় গ্রহণ করা হবে নতুন সংবিধান। গত ২৮ সেপ্টেম্বর দেশের শীর্ষ আদালত এই সংবিধান গ্রহণের আদেশ দিলে লম্বা সময় ধরে চলা এই মামলার ইতি হয়। তবে নতুন সংবিধান অনুযায়ী কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোয়। নতুন সংবিধান অনুযায়ী একই ব্যক্তি একসঙ্গে দুইটি পদে থাকতে পারবেন না।

এই নিয়ম প্রয়োগ করতে হলে বর্তমান কমিটিতে থাকা একাধিক কর্তাকে পদত্যাগ করতে হবে। যা নিয়ে গত বুধবার ফের রিভিউ পিটিশন দাখিল করে ফেডারেশন। যার শুনানি এখনও না হওয়ায় এই নতুন সংবিধান গ্রহণ করতে যেমন কোনও সমস্যা হবে না তেমনি আবার এখনই কোনও কর্তাকে পদত্যাগ করতে হচ্ছে না।

রবিবারের সভায় থাকবেন প্রফুল প্যাটেল, সুব্রত দত্তের মতো বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজনও। এই সভায় নতুন কোনও বিষয় তাঁদের দিক থেকে উঠে আসে কিনা সেটাই এখন দেখার।

বাবরের উইকেটই গুরুত্বপূর্ণ : মার্করাম

লাহোর, ১১ অক্টোবর : রবিবার থেকে লাহোরে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট।

চোটের জন্য প্রোটিয়া দলে নেই অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। তাঁর পরিবর্তে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী দলকে নেতৃত্ব দেবেন আইডেন মার্করাম। সিরিজ শুরুর আগে পাক দলকে নিয়ে বেশ সতর্ক তিনি। মার্করাম বলেছেন, 'পাকিস্তান ঘরের মাটিতে খেলবে। এটা ওদের জন্য বড় অ্যাডভান্টেজ। তবে আমরা পাকিস্তানকে সমীহ করলেও নিজেদের সেরাটা দিতে তৈরি রয়েছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'পাকিস্তানের স্পিন সহায়ক উইকেটে ব্যাটিং করা চ্যালেঞ্জের। তবে আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি।'

পাক তারকা বাবর আজমই মূল চিন্তার কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার। যদিও প্রাক্তন পাক অধিনায়ক একদমই ছন্দে নেই। তারপরেও বাবরকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মার্করাম। বলেছেন, 'বাবর বিশ্বমানের ব্যাটার। তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওর উইকেটই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের লক্ষ্য বাবরকে দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরানো।'

এদিকে, পাক অধিনায়ক শান মাসুদ বলেছেন, 'বাংলাদেশ সফরের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ জিততে গেলে ২০টা উইকেট নিতে হবে। আমরা সেটাই করতে চাই।'

ইডেন টেস্টের টিকিট শুরু ৩০০ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর : ২০১৯ সালে শেষবার ইডেন গার্ডেন্সে টেস্টের আসর বসেছিল। সেবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি টেস্টে ক্রিকেটের নন্দনকাননে শতরান করেছিলেন বিরাট কোহলি। মাঝের সময়ে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটেও পালাবদল হয়েছে। ৬ বছর পর আবার টেস্ট ম্যাচ হতে চলেছে ইডেনে। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হবে শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচের টিকিটের দাম শনিবার সিএবি-র অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত হল। টিকিটের দাম শুরু হচ্ছে ৩০০ টাকা থেকে। সর্বাধিক মূল্য ১২৫০ টাকা। এছাড়াও থাকছে ১০০০ ও ৭৫০ টাকা দামের টিকিটও। এদিন নতুন কমিটির প্রথম অ্যাপেক্স বৈঠকে বিভিন্ন সাব-কমিটিও গঠিত হয়ে গিয়েছে।

আনন্দকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কাসপারভ

ডি ককের প্রত্যাবর্তন ম্যাচে হার প্রোটিয়াদের

-খবর উনিশের পাতায়

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে তিন ম্যাচ খেলে ফেললেও বড় রান আসেনি জেমিমা রডরিগেজের ব্যাটে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছন্দে ফেরার চেষ্টায় জেমিমা। রবিবার ভাইজ্যাগে বিশ্বকাপের চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামছে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। দুপুর ৩টা থেকে ম্যাচ।

লিওর পর হয়তো কলকাতায় রোনাল্ডো

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : শুধু লিওনেল মেসিকেই নয়, এবার কলকাতাবাসী চাক্ষুষ করতে পারেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকেও।

মেসিকে কলকাতায় আনা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। আর্জেন্টাইন মহাতারকার সম্মানে ফুটবল মক্কায় অনুষ্ঠিত হবে আরও এক বড় ম্যাচ। সেদিন মোহনবাগান মেসি অলস্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার্স ম্যাচে অংশ নেবেন প্রাক্তন ফুটবলারদের সঙ্গে একাধিক বলিউড তারকা। ডেকো-ড্যানি আলভেজদের মতো তারকাদের দেখা যাবে মোহন-ইস্টের জার্সি গায়ে। আর এই সব যাঁর উদ্যোগে হতে চলেছে সেই শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, রোনাল্ডো ভক্তদেরও প্রচুর অনুরোধ আসছে তাঁর কাছে। তিনিও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন, বিশ্ব ফুটবলের আরেক মহাতারকাকে কীভাবে কলকাতায় আনা যায়। শনিবার এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, 'বহু রোনাল্ডো ভক্তের অনুরোধ এসেছে। আমি চেষ্টা করছি পর্তুগিজ মহাতারকাকে কলকাতায় আনার। দেখা যাক শেষপর্যন্ত কী হয়।'

চলতি মাসে অবশ্য ভারতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে রোনাল্ডোর। ২২ অক্টোবর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচে এফসি গোয়া মুখোমুখি হবে আল নাসেরের। সেই ম্যাচে খেলতে পারেন রোনাল্ডো। যদিও আল নাসেরের পক্ষ থেকে এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি, রোনাল্ডো এই ম্যাচে খেলবেন কি না। এদিকে মেসির কলকাতায় আগমন নিয়ে উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে। ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 'গোট কনসার্ট'-এর অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই উদ্যোক্তা শতদ্রুর কাছে এক বহুজাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে ১০ হাজার টিকিট দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। এই টিকিট দুঃস্থ শিশুদের মধ্যে বিলি করা হবে, যাতে তারা আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে দেখতে পারে। এই নিয়ে শতদ্রুও জানিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করছেন এই টিকিটের ব্যবস্থা করার।

অন্যদিকে, অনলাইন টিকিটের পাশাপাশি অফলাইন টিকিট বিক্রিও হওয়ার কথা। ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে দুই ক্লাবের সদস্যদের জন্য অফলাইন টিকিট বিক্রি করা হবে। ২২ অক্টোবর থেকে সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকিট বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

°রামু ধর

আমার পরমারাধ্য স্বামী °রামু ধর গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার রাত্রি ৩:৪৪ মিনিটে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আজ ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ (রবিবার) ১০নং শরৎ বোস রোড, হাকিমপাড়াস্থিত বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আগামী ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫, বুধবার নিয়মভঙ্গ (মৎস্যমুখী) অনুষ্ঠানে সকল আত্মীয়-স্বজন, শ্মশানবন্ধু ও বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতি কামনা করি। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট উপস্থিত হতে না পারার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বিনীত

ছন্দা ধর (স্ত্রী)

অর্পিতা ধর দেব মল্লিক (কন্যা)

নম্রতা ধর চৌধুরী (কন্যা) ও পরিবারবর্গ

মেসিহীন আর্জেন্টিনার জয়

আর্জেন্টিনা-১ (লো সেলসো)
ভেনেজুয়েলা-০

ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর : ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পেল আর্জেন্টিনা।

এই ম্যাচে অবশ্য লিওনেল মেসিকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভিআইপি বক্সে বসে ম্যাচ দেখেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

মেসিকে ছাড়া ম্যাচ জিততে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি আর্জেন্টিনাকে। ৩১ মিনিটে জিওভানি লো সেলসো জয়সূচক গোলটি করেন। আর্জেন্টিনার পরবর্তী ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ১৫ অক্টোবর পুয়ের্তো রিকোর বিরুদ্ধে। এই ম্যাচেও মেসিকে খেলানো হতে পারে বলেই জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ।

ভিআইপি বক্স থেকে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয়ের সাক্ষী থাকলেন লিওনেল মেসি। ওয়াশিংটন ডিসি-তে।

অনুশীলনে নেমে পড়লেন ইস্টবেঙ্গলের ইবুসুকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর : শনিবার থেকে অনুশীলনে নেমে পড়লেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি হিরোশি ইবুসুকি।

এদিন কোচ অস্কার ব্রুজোঁর তত্ত্বাবধানে মূল দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করলেন ইবুসুকি। তবে আইএফএ শিল্ডে নামধারীর বিরুদ্ধে তাঁকে শুরু থেকেই হয়তো নামানোর ঝুঁকি নেবেন না অস্কার। শনিবার অনুশীলন করেননি স্প্যানিশ তারকা সাউল ক্রেসপো। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলেই দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের।

এদিকে প্রথম ম্যাচ কল্যাণীতে খেলতে হওয়ায় অসন্তুষ্ট ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার। তিনি বলেছেন, 'আমরা প্রথম ম্যাচ কল্যাণীতে খারাপ মাঠে খেলেছিলাম। নামধারী প্রথম ম্যাচ খেলল কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ফলে ওরা ভালো মাঠে খেলে আমাদের সঙ্গে গোলপার্থক্য অনেকটাই কমিয়ে নিয়েছে।'

প্রস্তুতিতে হিরোশি ইবুসুকি।

আসলে ডুরান্ড কাপে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে পরাজিত হওয়ার পর কোনও প্রতিপক্ষকেই হালকা করে দেখতে নারাজ লাল-হলুদ। এদিকে আইএফএ শিল্ডের ম্যাচে নামধারী এফসি ৩-০ গোলে হারিয়েছে শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে। ফলে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে নামধারীর পয়েন্ট সমান হলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে সাউলরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা স্বপ্না রঞ্জন জেনা - কে 19.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 53C 20514 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি কখনও কল্পনাও করিনি আমার ভাগ্য এমনভাবে মোড় নেবে। কিন্তু এই সমস্ত কিছু সম্ভবপর করার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তারা অজস্র মানুষকে কোটিপতি করেছে এবং এখন আমি তাদের একজন হতে পেরে আমি ধন্য। এই সুন্দর একটি নতুন সূচনার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালে নিউ সব্যসাচী

শীতলকুচি, ১১ অক্টোবর : স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির এসডিএস কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল চামটা নিউ সব্যসাচী সংঘ। ফাইনাল সোমবার। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বড়মরিচা একাদশকে হারিয়েছে। ছোট শালবাড়ি জমিরউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা চামটার টিটুল মিয়াঁ।

সোনারায়েরধামের ফুটবল শুরু

ফালাকাটা, ১১ অক্টোবর : সোনারায়েরধাম প্লেয়ার্স অ্যাকাডেমির নৈশ ফুটবল শুক্রবার রাতে শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে কোচবিহার ওয়াইবিএফসি ২-০ গোলে কলকাতার আফ্রিকান এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন সুজিত সিং ও ম্যাচের সেরা বিকাশ রায়। খোয়ারডাঙ্গার রেডবুল এফসি ২-০ গোলে কলকাতার ইয়ং স্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন জ্ঞানজিৎ বসুমাতা ও শ্যামল চম্প্রমারি। ম্যাচের সেরা জ্ঞানজিৎ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার অসীম বিশ্বাস।

বিদায় বাংলার মেয়েদের

বেলাকোবা, ১১ অক্টোবর : নয়ডার ফিজিকাল এডুকেশন ক্যাম্পাসে সিনিয়ার ন্যাশনাল টেন্নিকোয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিল বাংলার মহিলা দল। তারা তামিলনাড়ুর কাছে ২১-৮, ২১-১২ পয়েন্টে হেরেছে। অন্যদিকে, মিক্সড ইভেন্টে বাংলা ২১-১৬, ২১-১৮ পয়েন্টে কেরলের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়।

জয়ের পর সানরাইজ এফসি। ছবি : রাজু সাহা

ইউনাইটেডের ফুটবল শুরু

শামুকতলা, ১১ অক্টোবর : মহাকালগুড়ি ইউনাইটেড স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের ৮ দলীয় ফুটবল শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে অসমের সানরাইজ এফসি ৪-১ গোলে সিকিমের সিঙ্গিলিং এসসি-কে হারিয়েছে। সানরাইজের গোল্ডেন করণ মুন্ডা জোড়া গোল করেন। একটি গোল নীলম কুমারের। তাদের অন্য গোলটি আত্মঘাতী। সিকিম গোলস্কোরার হেলমেট তামাং। ম্যাচের সেরা সানরাইজের মৌনবীর বসুমাতারি।

সেরা দাদাভাই

হরিরামপুর, ১১ অক্টোবর : বিশহর আদিবাসী ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হরিরামপুর দাদাভাই একাদশ। শনিবার বিশহর ফুটবল মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে উত্তর দিনাজপুরের অনন্ত এন্টারপ্রাইজকে হারিয়েছে।